ওঁ তৎসৎ

ঠাকুরের চিঠি

শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্ত্তৃক তদীয়
শিষ্য-ভক্তগণকে লিখিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ
১০০ এক-শত চিঠির সমাবেশ

প্রকাশক
শ্রীহরপ্রসাদ রায়

১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

 [মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :—
উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম
বগুড়া

এই গ্রন্থের সমগ্র আয়
উত্তর বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রমের
রক্ষা ও উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে।

বগুড়া কমলা মেসিন প্রেসে
শ্রীঅতুলচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

ঠাকুরের কৃপায় "ঠাকুরের চিঠি"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের কোন আশা প্রকাশকের মনে ছিল না; তাই পূর্ব্ব প্রকাশিত ঠাকুরের চিঠিকে কোন খণ্ডে অভিহিত করা হয় নাই। কিন্তু তাঁর কোন্ এক অজ্ঞাত অঙ্গুলিহেলনে যে এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া গেল, তাহা বাস্তবিকই আমার মত তাঁর একজন নগণ্য শিষ্যের বুদ্ধির অগোচর। এখনও পূর্ব্ব-প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের যথোপযুক্ত সমাদর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তবুও তাঁরই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁর অমৃতময়ী বাণী—যাহা পরবর্ত্তী কালে আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সাধারণে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মানব জীবনের সর্ব্বাবস্থায়ই ঘাত প্রতিঘাতে উদ্ভূত সুখ ও দুঃখের সম্মুখীন হইবার উপযোগী সকল প্রকার সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ রহিয়াছে। ঘোর অমানিশার কোলে যে ক্ষীণ আলোক-বিচ্ছুরণ মুমুক্ষুর জ্ঞান-নয়নে প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতে সাধকের চিত্তকে দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট রাখিয়া, সত্যের পথে— ত্যাগের পথে—বিবেক-বৈরাগ্যের পথে তাহাকে পরিচালিত করিবার উপযোগী সর্ব্ববিধ তত্ত্বের সহজ-সরস সমাবেশে এই চিঠিগুলি পূর্ণ। কালের অপ্রতিহত গতিতে আঁধারের পর আলো, আলোর পর আঁধার আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। আজ এই যুগ সন্ধিক্ষণে সকলেই স্তব্ধ, মুগ্ধ ও আত্মহারা! সত্য এবং তত্ত্বের সন্ধানী বিবিধ মতবাদ ও সাম্প্রদায়িক পুষ্পিত বাক্যজালে বিভ্রান্ত! তাই এই

দুঃসময়ে সাম্প্রদায়িকতাদোষবর্জ্জিত সত্য অমৃতবাণী ঠাকুরের এই চিঠিগুলি মুমুক্ষু সাধারণের পথান্বেষণে সহায়তা করিবে আশায় প্রকাশিত হইল।

উপদেশচ্ছলে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য এই পত্রগুলি ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই। এগুলি সংসারে নানাভাবে ক্লিষ্ট তাঁর গৃহী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে প্রয়োজনানুরোধে লিখিত প্রকৃতই কতকগুলি চিঠি। আর "ঠাকুরের চিঠি" এইরূপ কয়েকটী চিঠিরই সমাবেশ। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইয়াছে বলিয়া জীবন-সমস্যার সমাধান স্বরূপ ইহাতে একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হওয়াও অসম্ভব নহে। আশা করি পাঠকগণ ইহাকে পুনরুক্তি দোষের মধ্যে গণ্য না করিয়া শ্রবণানুগুণ রূপেই গ্রহণ করিবেন।

গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদনুকল্পে বিষয়-বিভাগ ক্রমে চিঠিগুলি সাজাইয়া যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কতকগুলি বিশিষ্ট চিঠির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যে যে চিঠির মধ্যে অধিকাংশ স্থলে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছি, তাহাদিগকে এক এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া অবশিষ্ট বিমিশ্র চিঠিগুলিকে "বিবিধ" পর্য্যায় ভুক্ত করিয়াছি। ইহাদের সংস্থান বিষয়ে সাধারণতঃ এরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে যে, স্থলবিশেষে বিভাগক্রমে ধারাবাহিক ভাবে চিঠিগুলি পড়িয়া গেলেও পাঠকগণ তাহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজিয়া পাইবেন।

গ্রন্থের প্রতি দক্ষিণ পৃষ্ঠায় দক্ষিণ শীর্ষে শ্রেণী বিভাগানুযায়ী প্রত্যেক চিঠির মূল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং গ্রন্থের প্রারম্ভে বিষয়গুলির একটী বর্ণানুক্রমিক সূচীও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে যে

গ্রন্থখানির উপযোগিতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে নিবেদন, তাড়াতাড়ি প্রকাশের চেষ্টা করায় গ্রন্থখানিকে মুদ্রাকর ভ্রম-প্রমাদের হস্ত হইতে আশানুরূপ মুক্ত রাখিতে পারি নাই। তজ্জন্য পাঠকগণের ক্ষমা-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কিমধিকমিতি—

বগুড়া
২রা পৌষ, ১৩৩৯ সাল।

শ্রীহরপ্রসাদ রায়।

বিষয়-সূচী

[বর্ণানুক্রমিক]



শ্রীশ্রীঠাকুর

The Kamala Machine Press—Bogra.

ঠাকুরের চিঠি

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

কল্যাণবরেষু—

প্রিয় বি—, তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, স্থূলভাবে তাহা সত্য না হইলেও আধ্যাত্মিক ভাবে তাহা সত্যে পরিণত হইবে। স্থূলভাবে পূর্ণ হওয়াও অসম্ভব নহে। তবে সময় অল্প,— সে অল্প সাংসারিক অনেক দিন। ভবিষ্যতে যে অভিনয় হইবে, জীবকে আশ্বাসের জন্য ভগবান্ পূর্ব্বেই সে চিত্র জীবকে দেখাইয়া থাকেন।

ভগবান প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ব্যাকুলতা। সে ব্যাকুলতা কিরূপে হয়, সাধক তাহা জানিতে পারে না। অন্যে তাহা উপলব্ধি করিয়া আশ্চর্য্য হয়। নিজে না বুঝিতে পারাও ভগবানের কৃপা, নতুবা অহং আসিয়া উচ্চ উচ্চতর উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যাইত। আর যে সকল

বাধা বিঘ্ন আছে বা হইবে, সরল ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই তিনি সে সকল বাধা বিঘ্ন অপসারিত করিয়া লইবেন। নিজে ইচ্ছা করিয়া বন্ধন মুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই, সময়ে তিনিই মুক্ত করিয়া দিবেন। ফল পাকিলেই আপনা হইতে বৃক্ষ হইতে পতিত হয়। তিনি যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ ভাবে জীবকে লইয়া লীলা করেন, ফলে সাধক বাসনা-কামনা ভুলিয়া প্রাণের প্রার্থনা সরল-ভাবে ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁহাকে জানাইলে তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন। আমাদের কিছুই করিবার দরকার নাই, তবে ভাবের ঘরে কপটতা না থাকিলেই হইল। প্রার্থনায় পাটোয়ারী বুদ্ধি না আইসে। তাঁহাকে কেবল ডাক, তাঁর জন্য যাহাতে ব্যাকুলতা আইসে তজ্জন্যই প্রার্থনা কর। সরল ভাবে হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখ কোন্‌টা অভাব, পরে সেই দৈন্যতা তাঁহাকে জানাও, সব ঠিক হইয়া যাইবে। বিশ্বাস কর, অবশ্য ভগবান্ কৃপা করিবেন। নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হও। ইতি—

সতত শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীস্বামী নিগমানন্দ

(২)

নীলাচল কুটীর
স্বর্গদ্বার—পুরী
৮।৩।৩৪

কল্যাণীয়াসু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমার অবস্থা যাহা লিখিয়াছ, তাহাতে তুমিত পরম মঙ্গলের পথেই উন্নীত হইতেছ! "যত তোমায় পাই আরও তত যাচি" ইহা ত ভক্তি-সাধনের লক্ষণ, তাই তোমারও আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইতেছে। প্রেম-ভক্তির পথে 'ভগবান্‌কে পাইতে হইলে দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা সহিতেই হইবে'; ক্রমশঃ সংসার বিষবোধ হইবে, সব ভালবাসা তাঁহার দিকে যাইবে। কাজেই সংসারের কোন বস্তুতে আর তৃপ্তি পাওয়া যাইবে না, চিত্ত একমুখী হইয়া কেবল একজনের দিকে ধাবিত হইবে। আর তাঁহার জন্য প্রাণটা ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিবে, তবে না তাঁহার প্রেমলাভ হইবে? রাধারাণীও দারুণ দুঃসহ বিরহ বেদনা শত বৎসর ভুগিয়া তবে চিরদিনের জন্য শ্যাম-সুন্দরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ওগো! তোমারও যে কতকটা সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তাই প্রেমাস্পদের জন্য কাতরা বিরহ-বিধুরা হইয়া উঠিতেছে। তোমার

প্রেম ত অপচয় হয় নাই, প্রাণের ঠাকুরের জন্য ভাণ্ডার ভরা ছিল; এখন আপন জনের সন্ধান পাইয়াছ, তাই তাহার তরঙ্গ দেখিতে পাইতেছ। তাহার জন্য পাগল না হইলে, জীয়ন্তে মরা না হইলে কি কেহ তাহাকে পায়? ব্যাকুলতা—আকুলতাই যে তাহাকে পাইবার একমাত্র পথ! এই বিরহ-আগুনে মানবত্ব যতই দগ্ধ হইবে, ততই ভাবময় দেহ পুষ্ট হইবে। ভাবময় দেহ পরিণত হইলে তবে কৃষ্ণ—সঙ্গ-সুখ লাভ হয় এবং অন্তিমে প্রেমসেবোত্তরা গতি হইয়া থাকে।

তুমি ধ্যানকালে ইষ্টদেবতার পার্শ্বে যে তোমার নিজ মূর্ত্তি দেখিতে পাও, উহাই তোমার ভাবময়ী তনু। ভাব ও চিন্তার কালে উহা স্ফূর্ত্তি হয়। তুমি যে প্রেমময়ের কৃপাপাত্রী তাহাতে সন্দেহ নাই, তাই এত অল্প সময়ে তোমার ভাবদেহ ফুটিয়াছে। এবার যখন দেখা হইবে, তখন এই সব তত্ত্ব বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিব, কারণ এখন তুমি এই তত্ত্বের অধিকারিণী হইয়াছ। আমি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছি, কাহাকেও পত্রাদি লিখি না। তবে তোমার অবস্থা আমাকে লিখিয়া জানাইতে বাধা নাই। কুশলাদি সংবাদ সেবকেরা জানাইবে। আর রোগ-শোক সংসারের নিত্য ঘটনা—কর্ম্মফলানুসারে ভোগ করিতেই হইবে। তাঁহার দান বলিয়া সুখ-দুঃখকে সমভাবে গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিও। আমি বর্ত্তমানে

শারীরিক ভালই আছি। অন্যান্য মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
ঠাকুর

(৩)

সারস্বত মঠ
৩।৫।২৩

স্নেহাস্পদেষু—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত সমাচার অবগত হইলাম। তুমি সাংসারিক অভাব অনটনে বড়ই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছ, নানারূপ প্রতিকূল ঘটনায় পড়িয়া গিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছ। বৎস! এ সংসারে অভাবের তাড়নায় অস্থির নহে কে? সকলেই কোন না কোন রূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছে। এ সংসারটা যে অভাব দিয়া গড়া! এ অভাব কাহারও মেটে নাই, মিটিবার সম্ভাবনাও নাই। মোগল বাদশাহগণ মণিময় ময়ূর সিংহাসনে বসিয়াও অভাব মিটাইতে পারেন নাই। সুতরাং সকলকেই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। প্রতিপাল্য পরিবারগণকেও সে অবস্থায় সুখী হইতে বাধ্য করিতে হইবে। নিজকে কর্ত্তব্যের কঠোর ভিত্তিভূমির উপর খাড়া রাখিতে হইবে। পারিবারিক গঞ্জনায় সামাজিক লাঞ্ছনায় বিচলিত হইলে চলিবে না।

তবে সৎভাবে ও সৎপথে থাকিয়া নিজের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা ও আশ্রিত জনগণের যথাসাধ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সমাজের সহিত প্রতিযোগিতায় নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি হইবে। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাবও বাড়িয়া যাইবে।

আবার ইচ্ছা করিয়া মরিলেই অভাবের তাড়না হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। মরিলে যদি জ্বালা জুড়াইত, তবে জ্ঞানীমাত্রেই আত্মহত্যা করিতেন। জানিয়া শুনিয়া আর রক্ত মাংসের পচা দেহে বসিয়া থাকিতেন না। বরং তাঁহারা জানিয়াছেন—বিধাতার শৃঙ্খলা ভাঙ্গিলে জ্বালা বাড়িবে বই কমিবে না। কয়েদী জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইলে নিস্তার নাই, বরং দণ্ড বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাই জ্ঞানীরাও শির অবনত করিয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া থাকেন। কোন অবস্থায় একথা বিস্মৃত হইও না। আর যে সংসারে নিরাশ হইয়া মরিতে পারে, সে একবার ভগবানের জন্য চেষ্টা করিয়া মরে না কেন? সুতরাং বৎস! দুঃখ-কষ্টে পড়িয়া মরার সঙ্কল্পও হৃদয়ে স্থান দিও না। আত্মা মরেন না; সর্ব্বশক্তিমান হইলেও তাঁহার মরিবার শক্তি নাই। সুতরাং যারা মরে, প্রকৃত তারা মরে না—কর্ম্মফলের বহর বাড়াইয়া লয় মাত্র। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

ঠাকুর

(৪)

পুরী
২০।৫।৩৩

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইলাম। সংসারে কেহ সুখ-শান্তি ভোগ করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করি না—একটা না একটা অভাব বা দুঃখ সকলেরই আছে। তবু যাহারা আপনাকে সুখী বলিয়া মনে করে, তাহারা অবিদ্যা-বিমোহিত মোহমুগ্ধ পশু মাত্র। যে যেমন প্রারব্ধ লইয়া আসিয়াছে, তাহাকে তাহা ভোগ করিতেই হইবে। সংসারটা যুদ্ধক্ষেত্র; আজীবন যুদ্ধ করিয়াই যাইতে হইবে। আত্মহত্যা করিবার কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা করিলে যদি যন্ত্রণা এড়াইতে পারিত, তবে আর ভাবনা ছিল কি? ধীর ও স্থিরভাবে প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাও। স্ত্রী-পুত্রাদিও প্রারব্ধ অনুসারে সম্মিলিত হয়, সুতরাং কোন বিষয়ে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া যাও। কর্ত্তব্য-জ্ঞান নষ্ট হইলে সত্যলাভের জন্য বাহির হইয়া পড়। কিন্তু সাবধান! আত্মহত্যার সঙ্কল্পও মনে স্থান দিও না। এসব তত্ত্ব সাক্ষাতে আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ তোমার তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিতেছি :—

(১) বিপদের মাঝে আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কি ভাবে চলা যায়? আত্মসম্মান কথাটা পাশ্চাত্য জগতের আমদানী। মান-অপমানের দাবীটা সংসর্গ ও শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। সত্য পথে থাকিয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিলেই আত্মসম্মান বজায় থাকিল। সমাজের লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বর্ত্তমান সভ্যতার অনুসরণ করিলে আত্মসম্মান বজায় রাখা কঠিন। * * * নিজে বলবান্ হও। * * * অসঙ্গত খেয়াল গ্রাহ্য করিও না—সর্ব্বপ্রথমে নিজে স্বাস্থ্য লাভ কর। তোমার শরীরটা অত্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শরীর বলশালী না হইলে কি করিয়া খাটিয়া খাইবে এবং কর্ত্তব্য পালন করিবে?

(২) * * *

(৩) * * *

সাক্ষাতে আমার সঙ্গে এসব বিষয়ের আলোচনা করিও। জ্ঞান হইলে প্রারব্ধ ভোগ করিয়াও আনন্দ পাওয়া যায়। অত্র শুভ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি শান্তি লাভ কর। সাংসারিক আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইও না।

ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৫)

নীলাচল কুটীর
৺পুরীধাম

কল্যাণবরেষু—

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্রপাঠে সবিশেষ জ্ঞাত হইলাম। জীবন-নাটকের পট পরিবর্ত্তন ফলে সুখসূর্য্যের উদয়াস্ত ঘটে। জীব কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ। শুভাশুভ কর্ম্মজনিত পুণ্য-পাপের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ প্রিয়াপ্রিয় সংযোগ ঘটে। জীব দৈবাধীন এবং দৈব অনতিক্রমণীয় জানিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসময়েও উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ বা মুহ্যমান হয় না। দৈবের অমোঘ বিধান নতশিরে মানিয়া লইয়া স্থির-ধীর বুদ্ধিতে শ্রেয়োলাভার্থ ইষ্ট সাধনে যত্নবান্ হয়। লোকে দুঃখের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ বশতঃ তদন্তরালে সেই পরম মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত লক্ষ্য করিতে পারে না। কর্ম্মফল ভোগান্তে শেষ হয়। দুঃখ-তাপে পরিতপ্ত হইয়া দেহী অনঘ হয় এবং দেহ-মন-বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ হয়। শুদ্ধিলাভ ফলে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা বুঝিবার ও ধারণা করিবার শক্তিলাভ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করে। দুঃখ মানবের সহ্যশক্তি বাড়াইয়া দিয়া যায়। দুঃখ সহিতে পারিলেই দুঃখ জয় করা যায়। ভয় পাইও না, বিমূঢ় হইও না। করুণ-নেত্রে তাঁহার দয়া ও করুণাকণার ভিখারী হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক

বর্ত্তমান কার্য্য করিয়া যাও। —তাহাতেই শ্রেয়োলাভ করিবে, অভ্যুদয় হইবে। বর্ত্তমান সময়টাও বড় খারাপ যাইতেছে। দেশব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতা পরিদৃষ্ট হইতেছে। বুঝি কালের প্রভাব সংশোধনের সর্ব্বচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। শুভদিনের প্রতীক্ষায় থাক, শুভকালে শুভ লাভ করিবে।

আমার শরীরটা তত ভাল নাই। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে ও অন্যান্য শিষ্য-ভক্তদের জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৬)

মঠ
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। যে যাহা বলে, সে যদি তাহার প্রতিকার না করিয়া দিতে পারে, তবে সে কথার মূল্য অতি অল্প। তোমাদের যার তার কথায় উদ্বিগ্ন হওয়া আর এখন কর্ত্তব্য নহে। সন্তান আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু মাতার অত্যধিক উদ্বেগ আশঙ্কায় ভ্রূণাবস্থায় তাহা

শুষ্ক হইয়া যায় ; জগন্মাতা তাহা তোমাদের দেখাইয়াছেন। তোমরা জগন্মাতার রক্ষিত, তুচ্ছ মানবের কথায় কি আর তোমাদের অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিতে পারে? যাহা হইয়াছে, নিজ কর্ম্মফলেরই পরিণাম স্বীকার করা কর্ত্তব্য। অন্যের ঘাড়ে নিমিত্ত চাপাইয়া কষ্ট পাইও না। সব ভগবদিচ্ছা জ্ঞানে তাঁহার জয় গাহিয়া যাও। তাঁহার প্রেম লাভ করিতে পারিলে কোন অভাবেই পীড়ন করিতে পারিবে না। আশ্রমের ৭।৫ জন সেবক, দু'একটা ছেলে জ্বরে শয্যাগত। অন্যান্য কুশল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিও এবং ভক্তবৃন্দকে জানাইও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৭)

পুরী
৩।১১।৩৮

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীভগবান্ কাকে যে কিরূপ ভাবে কৃপা করেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। পুরাকাল হইতেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃত

ভক্তদেরই তিনি নানা বিপদে ফেলিয়া কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া দিয়াছেন। সাধুর বিপদ্ সম্পদেরই নিদান। কাজেই সম্পদে-বিপদে সুখে—দুঃখে রোগে-শোকে কোন অবস্থাতেই লক্ষ্যচ্যুত হইও না, তাঁহাতে নির্ভর করিয়া তাঁহারই জয়গান করিতে অভ্যাস কর, একদিন তাঁহার মহিমা বুঝিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। অবশ্য স্ত্রী-পুত্র লইয়া অভাবে পড়াও কম দুঃখের কারণ নহে। সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। কর্ত্তব্য-চ্যুত হওয়াও তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তবে চেষ্টা যত্ন করিয়াও অভাব না মিটিলে তুমি কি করিবে? কর্ত্তব্যাভিমান চূর্ণ হইয়া যাইবে, সত্যের আলো প্রকাশিত হইবে। আমি রুগ্নদেহ ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া একরূপ আছি। চিকিৎসাতেও কিছু হবে বলিয়া বিশ্বাস নাই। কিছুদিন যাবৎ বাতের আক্রমণে অচল করিয়া ফেলিতেছে। আর আর কুশল। তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবা ও অন্যান্যকে জানাইবা। ইতি-

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৮)

সারস্বত মঠ
৪।৬।২৩

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। তোমার বিপদাদির কথা, মিথ্যা মোকদ্দমার বিবরণ আমি অন্য প্রকারেও অবগত আছি। জীব দোষী না হইয়াও যদি উদ্বেগ ও অশান্তি পায়, তবে তাহা অনিবার্য্য কর্ম্মফল বুঝিতে হইবে। যেমন সালসার সেবনে শরীরস্থ ব্যাধি বাহিরে ফুটিয়া বাহির হয়, গুরুকৃপা পাইয়াও সৎপথাবলম্বী প্রথমতঃ তদ্রূপ সঞ্চিত কর্ম্মফলে বিব্রত হইয়া পড়ে। কারণ কর্ম্ম থাকিতে জ্ঞান কখনও স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন না। সুতরাং সাধুর বিপদ্ ভবিষ্যতে সম্পদেরই কারণ হইয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ করি কোন অবস্থাতেই লক্ষ্যচ্যুত হইও না।

তোমাদের ন— ধার্ম্মিকা হইবে। বৃদ্ধ পিতা-মাতার দায়িত্ব ঘাড়ে থাকিতে তোমরা নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিবে না। তবে বিবেচনা দ্বারা বিপদাদিতে স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীনিগমানন্দ

(৯)

পুরী
২৮।৫।৩৪

কল্যাণীয়াসু—

পরম শুভাশীরাস্তাম্বিশেষঃ—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। পুত্র-কন্যা নাতি-নাতনী প্রভৃতি পাঁচটা লইয়া ঘর সংসার করিতে গেলে রোগ-শোক বিপদ্-আপদ্ অবশ্যম্ভাবী। পুরাণ ইতিহাস হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কেহ—এমন কি পুণ্য-শ্লোক ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত—আরামে সংসার করিতে পারেন নাই; মরজগতে তাহা অসম্ভব। সুতরাং অসম্ভব আশা করিলে পদে পদে হতাশ হইতে হইবে সন্দেহ নাই। বরং জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া যাহাতে সংসার-লীলা বুঝিতে পার, তজ্জন্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। বিপদে-সম্পদে ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা বুঝিয়া যাহাতে মাথা পাতিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করিতে পার, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে জীবনের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পার, এইরূপে জীবন গঠন করিতে চেষ্টা কর। আশীর্ব্বাদ করি শুভবুদ্ধি উদয়ে তোমাদের নিষ্ঠা দৃঢ় হউক, বিপদে-সম্পদে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ কর। সঙ্কল্প ভঙ্গ করিয়া তোমার পত্রের উত্তর দিলাম, ভবিষ্যতে আর কখন আমার কথা অগ্রাহ্য করিও না। বিশ্বাস থাকিলে মনে মনে প্রার্থনা

করিও; নতুবা পত্র লিখিলে কোন ফল হইবে না, কারণ ফলদাতা মাত্র একজন জানিবা। আমার শরীরও ভাল নাই। শীঘ্রই আসামের দিকে রওনা হইব। অন্যান্য কুশল। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীনিগমানন্দ

(১০)

সারস্বত মঠ
১৭ই আশ্বিন, ১৩২১

স্নেহাপদাসু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষঃ—

মা! বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম। রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট সংসারের নিত্য ব্যাপার, ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে কেন? হিন্দুর মেয়ে, রামায়ণ মহাভারতের কত কথা শুনিয়াছ, কেহই ত সাংসারিক দুঃখের হাত এড়াইতে পারে নাই। এ সংসারটা যে অভাব-অশান্তি-দুঃখ দিয়া গড়া—এখানে সুখ-শান্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই সুখস্বরূপ ভগবান্ ব্যতীত আর সুখ কোথায়? তিনি যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই মঙ্গলের কারণ ভাবিয়া

তাঁহার জয়গান করিও। তাঁহার ইচ্ছায় তোমার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ইচ্ছা মিশাইয়া দাও। ভগবান্ প্রদত্ত দান লইয়া বা প্রাপ্ত দানে বঞ্চিত হইয়া দুঃখিত বা আনন্দিত হইও না। এ সংসারে সুখ বা দুঃখ উভয়ের মূল্যই এক। কারণ পরিণামে নিশ্চয় একাকী নিঃসম্বলে চলিয়া যাইতে হইবে। তবে দু'দিনের জন্য সংসারে আসিয়া চঞ্চল হইলে চলিবে কেন? যখন যেখানে যে অবস্থায় থাক, সকল সময়ে তাঁহার স্মরণ মনন করিতে ভুলিও না। তিনি সুখস্বরূপ ও শান্তিময়, তাঁহার নামে নিশ্চয় শান্তি পাইবে। লা—রও পত্র পাইয়াছি। অত্র মঙ্গল। তোমরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(১১)

নীলাচল কুটীর—স্বর্গদ্বার
পুরী—(উড়িষ্যা)
৫।৩।৩২ ইং

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

পর পর তোমার সকল চিঠিগুলিই যথাসময়ে পাইয়াছি। বিপদ্-সম্পদ্ সুখ-দুঃখ সমস্তই তাঁহার দয়ার দান

ভাবিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। তাঁহাকে নির্ভর করিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। যিনি পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন, তিনিই হাত ধরিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন। তাঁহার মঙ্গল বিধানে অবিশ্বাস করিও না। তাঁহার নাম ভুলিও না। সর্ব্বদা তাঁহার জয় উচ্চারণ কর।

আপদ কালে রোগে শোকে বিধি নিয়ম রক্ষা করিতে না পারিলে প্রত্যবায় হয় না, শাস্ত্রেরই আদেশ। যতদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না পারিতেছ, ততদিন চিকিৎসকের আদেশ মত চলিও ও আহারাদি করিও। তাহাতে কোন অপরাধ হইবে না। অপারেশনের পর সুস্থ হইয়া কেমন থাক জানাইও। অত্র মঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(১২)

পুরী

১৭।১।৩৩

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছি। মৃত্যুকে ভয় না করিলেই তাঁহাকে "মৃত্যুঞ্জয়" বলা যাইতে

পারে। তোমার প্রার্থনা যথাসম্ভব নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। তোমার কথা নিয়ত আমার স্মরণ থাকিবে।

তোমার বয়স ও অবস্থানুসারে এক্ষণে বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক কোন তীর্থ বা আশ্রমাদিতে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইতে পারিলে ভাল ব্যবস্থা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার তেমন সঙ্গতি নাই, বিশেষতঃ রোগাদির সময় সেবাও প্রয়োজন। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তোমাকে সে অনুমতি প্রদান করিতে পারিলাম না। রোগাদির যন্ত্রণা একটু তীব্র ভাবেই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে আমি জানিতেছি; কাজেই এইরূপ অবস্থায় বাড়ী বা দেশ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে আদেশ দিতে পারিতেছি না। কিছুদিন শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইলে বাড়ীতে থাকাই সঙ্গত। আত্মীয় স্বজন না হউক পাড়া-প্রতিবাসীও দেখিবে শুনিবে এবং সেবা-যত্ন করিবে। আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে মায়ার বাঁধন ছুটিয়া যাইবে, মোহাদি দূর হইবে। শুদ্ধ মন-প্রাণ লইয়া মায়ের কোলে উপস্থিত হইবে। সুতরাং বাড়ী থাকিয়াই যাবার জন্য প্রস্তুত হও। যাত্রা করিয়া বসিয়া থাক। হঠাৎ না গিয়া কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে মৃত্যুর আনন্দ সম্যক্ অনুভব করিতে পারা যায়। আমি যথাসময়ে সে সংবাদ তোমাকে জানাব। নিজেও গিয়া হাজির হইব—আর যাহাতে রোগের তীব্রতা কম হয় এবং তোমার সহ্য করিবার

ক্ষমতা হয়, এখন হইতে তদ্বিষয়ে যত্ন করিব। অবশ্য কর্ম্ম-ফলে কোন প্রতিবন্ধক জন্মাব না, কারণ এখানকার কর্ম্ম এখানেই ভোগ হইয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল।

আমার কথায় বিশ্বাস না হইলেও বিশ্বাসের জন্য কোন পন্থা অবলম্বন করাও এখন আর সম্ভবপর নহে। বি—র মাতামহী আমার শিষ্যা না হইয়াও যদি মৃত্যুকালে আমার দর্শন পাইয়া থাকে, তবে তোমার সম্বন্ধে আর কথা কি? বিশ্বাস হউক আর না হউক, আমার কর্ত্তব্য আমি যথাসময় পালন করিব। * * * অন্যান্য সমস্ত কুশল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(১৩)

সারস্বত মঠ
৭।২।৩০

পরম কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশীরাস্তাম্বিশেষঃ—

তোমার শারীরিক অবস্থা অবগত হইলাম। তুমি সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

তুমি জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া নূতন জীবনে উন্নীত হও, ইহাতে দুঃখের কারণ কিছুই নাই। কিন্তু জগতের কার্য্যে তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাহিরের কার্য্যে তোমার উপরই নির্ভর করিতেছিলাম। তুমি চলিয়া গেলে আমি অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়িব। দেখা যাউক মায়ের কিরূপ ইচ্ছা! তুমি নিরুৎসাহ হইও না। 'যদি নিতান্তই তোমাকে না রাখিতে পারি, তোমার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। যথাসময়ে যথাস্থানে দর্শন দিয়া তোমার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিব। জন্ম-মৃত্যু কিছুই চিন্তা না করিয়া আত্মসমাহিত ভাবে অবস্থান করিও। আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

তোমার ঠাকুর

(১৪)

সারস্বত মঠ

২৪।৮।৩৪

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

সু— আমার স্নেহের সু—! গতকল্য তোমার কার্ড-খানা পাইয়াছি। অসময়ে প্র—র এই মহাপ্রস্থানে তোমাদের

হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, এই বয়সে মর্ম্মে দারুণ আঘাত পাইয়াছ, আমি তাহা প্রাণে প্রাণে বেশ অনুভব করিতেছি। ছুটিয়া তোমাদের কাছে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। এই প্রথম আঘাতের সময়—দারুণ দুঃসময়ে তোমাদের কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব, তাহার ভাষা জুটিতেছে না। প্রার্থনা করিতেছি, শ্রীগুরুদেব তোমাদের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন। মায়ার যবনিকা তোমাদের চক্ষু হইতে অপসারিত হউক, শ্রীভগবানের লীলা তোমাদের সম্মুখে উদঘাটিত হউক।

বৎস! তোমাদের প্র—— আমারও স্নেহের পাত্রী, আমাকেও সে ভালবাসিত। সে জীবিত থাকিলে আমাদের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিত,—তোমাদের প্রাণ তাজা থাকিত। কিন্তু আমাদের এই স্বার্থ ভুলিয়া তাহার বিষয় স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখিও, তাহা হইলে তাহার প্রতি ভগবানের অপার করুণা উপলব্ধি করিয়া শোকাশ্রুর পরিবর্ত্তে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিবে। এবারও তুমি আমাকে বলিয়াছিলে— 'প্র—র আশ্চর্য্য অদৃষ্ট!' বিবাহের পর হইতে তাহার নানারূপ দুঃখ-কাহিনী তোমার মুখে শুনিয়া আসিতেছি। এবারের কাহিনী যেমন সাংঘাতিক, তেমনি ঘৃণার্হ। অবশ্য তাহার পিতা-মাতার স্নেহের অভাব ছিল না, কিন্তু পিতা-মাতার স্নেহাদরে নারীজীবন সার্থক হয় না। স্বামীর প্রেম, স্বামীকে দেবতা-জ্ঞানে আত্মনিবেদন করিয়া তাহার সেবাই হিন্দু রমণীর একমাত্র কার্য্য। প্র— আজীবন একরূপ স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা,

তত্থপর নানারূপ নির্য্যাতন। তবুও স্বামী যদি ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান্ হইত, তাহার ধ্যান-ধারণায়ও গৌরব অনুভব করিতে পারিত। কিন্তু সেই চরিত্রহীন পশুতুল্য স্বামীকে জোর করিয়া দেবতার আসনে আসন দেওয়া কি সহজ? বাস্তব জগতে অসম্ভব। সুতরাং তাহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব কর। আজীবন হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন যাতনা সহ্য করিয়া তাহার বাঁচিয়া থাকা কি বাঞ্ছনীয়? অথচ ইহা অদৃষ্ট লিপি—কর্ম্মফলের অচ্ছেদ্য বিধান। তাই দয়াময় ভগবান্ দয়া করিয়া এই যন্ত্রণার হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে ডাকিয়া লইয়াছেন। সে নূতন জগতে নূতন দেহে জগৎ-স্বামীর উদ্দেশে নূতন আনন্দে ছুটিয়াছে। তোমরা নয়নজলে তাহার গন্তব্য পথ পিচ্ছিল করিয়া দিও না, তাহার মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময়ের নিকট প্রাণ ঢালিয়া প্রার্থনা কর।

আর একটী কথা, এবার তোমার বাড়ী হইতে আসিবার কালে প্র—র মা আমাকে বলিয়াছিল, "বাবা! আমি তোমার কাছে কখন কোন প্রার্থনা করি নাই, এবার তুমি প্র—কে রক্ষা করিও।" হায়! হায়!! আমি ত আমার মেয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। তাহার সহিত দেখা করিতে যে লজ্জায় আমার মাথা উঠিবে না। সে মা, মায়ের প্রাণে যে কি আঘাত লাগিয়াছে, তুমিই তাহা ভাল বুঝিবে। সুতরাং তুমি সর্ব্বাগ্রে ধৈর্য্য ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা

দিবে। সর্ব্বদা ভগবৎ প্রসঙ্গে তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবে, জয়গুরু নামে উদ্বুদ্ধ করিবে। রোগে-শোকে-দুঃখে জীবের তমোভাব বাড়ে আবার চিত্তশুদ্ধিও হয়। আশা করি এই দারুণ শোকে তোমাদের চিত্ত স্বচ্ছ হইবে—কালের যবনিকা ভেদ করিয়া দৃষ্টি প্রসারিত হইবে। মায়া-মোহে যেন আর অভিভূত করিতে না পারে। অমৃতের সন্তান তোমরা, মর-জগতের মোহে চিরদিন মুগ্ধ থাকিও না। জাগ—ওঠ—সম্মুখে অগ্রসর হও, পশ্চাতে চাহিও না। আমার সন্তানকে আমি শোক-মোহে আবিষ্ট দেখিতে চাই না। চিরদিন ভগবানের অনুকূল দয়াই ভোগ করিয়াছ—এবার প্রতিকূল দয়া অনুভব কর। ইহা কঠোর শাসন নহে, ইহাও দয়া—তবে কঠোর বটে। প্র—আনন্দে আছে, তোমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি, তাই দেখিতে পাইতেছ না। জন্মে আনন্দ—মৃত্যুতে দুঃখ তোমাদের সাজে না। কর্ত্তব্যে ত কোন ত্রুটী কর নাই, তবে ভগবদ্বিধানে অবিশ্বাসী হইয়া শোকাভিভূত হইবে কেন? আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সত্য দৃষ্টি ফুটিয়া উঠুক। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(১৫)

নীলাচল কুটীর
১।৯।৩৮

কল্যাণবরেষু—

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

শ্রীমান্ ক্ষে—র পত্রে অবগত হইলাম, তোমার পিতৃদেব সহসা ৺গঙ্গা লাভ করিয়াছেন। তোমার পক্ষে এ বৎসরটা খুবই দুর্ব্বৎসর সন্দেহ নাই। একে চাকরি বাকরি নাই, তদুপর পিতৃদশায় পড়িলে! পিতা বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার আশ্রয়-ছায়ায় স্নিগ্ধ ছিলে, এখন সকল দায়িত্বই তোমাকে বহন করিতে হইবে। স্নেহচক্ষে তোমার পক্ষে তাকাইবার আর কেহ রহিল না। কিন্তু ইহা জগতের নিত্য ঘটনা, পিতা-মাতা লইয়া কেহ চিরকাল সংসার করিতে পারে না। তোমার বৃদ্ধ পিতা তোমাদের রাখিয়া উপযুক্ত সময়েই জীর্ণদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন দেহে নূতন জগতে উন্নীত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সুখেরই কথা; তুমি ইহা স্মরণ করিয়া আনন্দিত হও। পিতাকে হারাইয়া মুহ্যমান হইও না, তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা কর। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার জন্য সাধারণের ন্যায় অধীর হইও না। জগৎপিতার মঙ্গল দৃষ্টি তোমার উপর স্নেহময় রহিয়াছে, ইহা ভুলিও না। তোমার পিতার সদ্গতির ভার আমার উপর অর্পণ করিও।

শ্রীমান্ জি— জানিতে চাহিয়াছে, 'ত্রিশূল আসনের কোন্ স্থানে গাড়িতে হয়।' আসনের বামদিকে সম্মুখের কোণে পূজারীর দক্ষিণ দিকে আসনের দ্বিতীয় স্তরে ত্রিশূলটী বসাইবার নিয়ম, আসনের উপরে নহে। বরং দ্বিতীয় স্তরে কোনরূপ অসুবিধা হইলে আসন ঘেষিয়া মেজেতেও বসাইতে পারা যায়। চি— এসব জানে। যথাসময়ে প্র— আসিলে তাহার দ্বারা আসন প্রতিষ্ঠা করিও; নতুবা চি— বা পূ— করিতে পারিবে। আমি ৯ই বৈকালে হালিসহর আশ্রমে পৌঁছিব। তবে ৮ই প্রাতে হাওড়া উপস্থিত হইয়া ফ—র বাড়ী থাকিব। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(১৬)

নীলাচল কুটীর
পুরী
৮।৩।৩৫

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

স্নেহের সু—! শান্তি শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছে। মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে তাহার অবশ্যই ভাল হইবে।

তাহার জন্য আর কোন দুঃখ নাই; কিন্তু তুমি সংসার পথে যাহাকে সঙ্গিনী করিয়া এই কয়টা বৎসর কাটাইয়াছ, সে সহসা চলিয়া যাওয়ায় তুমি সংসারে নিঃসঙ্গ ও একক হইলে, প্রথম জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রহিয়া গেল; তাই আজ পুনঃপুনঃ তোমারই কথা মনে হইতেছে, দুঃখও হইতেছে, কিন্তু ভরসা আছে তুমি সংযত ও ধীর, এই ঘটনায় তোমাকে ততদূর অভিভূত করিতে পারিবে না। যে ঘটনা সংসারে নিত্যই সংঘটিত হইতেছে, তাহার জন্য অনুশোচনা বৃথা। তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী, তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস আছে। তিনি যেই মঙ্গল উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করিলেন, অবশ্য একদিন বুঝিতে পারিয়া শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় তাঁহার উদ্দেশ্যে বার বার মস্তক অবনত করিবে। আশীর্ব্বাদ করি, এই ঘটনায় তোমার চিত্ত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হউক, শান্তির প্রেম তোমাকে শান্তিময়ের দিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিউক, বাহিরের শান্তি হারাইলেও তোমার প্রাণের শান্তি চিরস্থায়ী হউক।

এই কয়দিন ধরিয়া রোগী সেবা শুশ্রূষার জন্য তোমার দেহ-মন নিশ্চয়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া আসিলে বোধ হয় সব দিকে ভাল হইত। আমি মধ্যে কয়েক দিন ভাল ছিলাম, আবার অসুস্থতা অনুভব করিতেছি। রথ উপলক্ষে ভক্তের ভিড়ও হইয়াছে। এই মাসের শেষ দিকে বাঙ্গালায়

যাবার ইচ্ছা আছে। তোমার মনের অবস্থা জানাইও। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(১৭)

পুরী
১৫।৪।৩৪

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

দে—র মার সতীলোক প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়াছি। শ্রীমান্ সু—র পত্রে তোমার ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের বিষয় জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনিত্য সংসারে যাহা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, তাহার জন্য অধীর হইলে চলিবে কেন? বিপদে-সম্পদে সবই তাঁহার দান ভাবিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। দে—র মার জন্য কোন দুঃখ হয় না। ছেলে-মেয়ে রাখিয়া, স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া যে নারী মরিতে পারে, সে ত ভাগ্যবতী! কিন্তু তোমার ও তোমার ছেলে-মেয়েগুলির কথা ভাবিলে দুঃখ হয়। ছোট বালক-বালিকাগুলি মাতৃ-স্নেহ হারাইয়াছে, তাহাদের মুখ চাহিয়া আরও দৃঢ় হইতে

হইবে। তোমার দুঃখ চিন্তা দূর করিবার তোমার অবসর কৈ? এখন পিতা-মাতার উভয় কর্ত্তব্য তোমাকে পালন করিতে হইবে। অবশ্য যিনি এ ভার দিলেন, তিনি বহিবারও শক্তি দিবেন। তোমাকে বাক্যে আর কি বুঝাইব? আশীর্ব্বাদ করি, যিনি তোমার হৃদয়ে থাকিয়া তোমাকে মঙ্গলের পথে পরিচালনা করিতেছেন, তিনি তোমাকে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করুন। সু— ও শ—র পত্র পাইয়াছি। আমার এখন মঠে যাইবার সম্ভাবনা নাই। শরীর অসুস্থ, দাঁতের অসুখেই কষ্ট পাইতেছি, সম্প্রতি দুইটা দাঁত তুলিয়া ফেলিয়াছি। অন্যান্য কুশল। সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি-

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(১৮)

পুরী
২৮।৯।৩২

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। তোমার পিতৃদেবকে পৌষ মাসের এই কয়েকটা দিন দেহে রাখিতে আমি

চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। দক্ষিণায়নে——কৃষ্ণপক্ষে——সন্ধ্যার পর যখন দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন পিতৃযান পথেই তাঁহার গতি অনিবার্য্য ইহা বোধ হয় তুমি অবগত আছ। যথারীতি শ্রাদ্ধাদি করা এবং যথাকালে গয়ায় পিণ্ডদানই তোমার পক্ষে করণীয়। তবে তুমি সন্ধ্যা বন্দনা কালে তাঁহার মঙ্গল কামনায় ভগবদুদ্দেশে প্রার্থনা করিও। তিনি যাহাতে প্রেতদেহ বা পিতৃলোকে অধিক দিন কষ্ট না পান এবং সত্বর যাহাতে সদ্বংশে তাঁহার জন্ম হয়, আমি সেজন্য চেষ্টা করিব। আমাকে অধিক কিছু বলিতে হইবে না। তিনি আমার যো—র বাবা একথা ভুলিব না। আমি এখনও সুস্থ হইতে পারি নাই। প্রবল কাশী হইয়াছে। অন্যান্য কুশল। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(১৯)

পুরী

১১।১১।৩২

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সমস্ত সমাচার অবগত ও প্রীত হইয়াছি। জীব দেহত্যাগের পর মহানিদ্রায় অচেতন

অবস্থায় থাকে, তৎপরে আদ্যশ্রাদ্ধের দিন পূরক পিণ্ড হইয়া গেলে প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়। পরে বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ হইলে পিতৃলোকে উন্নীত হয় ইত্যাদি। নিরালম্ব অবস্থা হইতে প্রেতদেহ প্রাপ্ত হইয়া জীব স্বপ্নের ন্যায় মৃতাবস্থায় নানারূপ ভোগ করিয়া থাকে। তোমার পিতৃদেবের যাহাতে ঐরূপ অবস্থা না হয়, নিরালম্ব অবস্থায় থাকিয়া প্রেতদেহ ভোগ করিতে না হয়, সেজন্য ঐ গিরগিটীর আবির্ভাব হইয়াছিল। দেহত্যাগ করিয়া ঐ গিরগিটীটা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রেতশ্রাদ্ধের পর তিনি আর প্রেতদেহ ভোগ না করিয়া একেবারে পিতৃদেহে উন্নীত হইয়াছেন। অতএব তিনি সুখে ও শান্তিতে আছেন; তাঁহার জন্য তোমাদের আর কোন উদ্বেগের কারণ নাই। পত্রে আর বিশেষ কিছু জানিতে চাহিও না। কৌতূহল থাকিলে, যখন দেখা হইবে, জানিও। আমি চৈত্র মাসের শেষ কিম্বা বৈশাখের প্রথমে কলিকাতা হইয়া আসাম যাইব। আমি পৌষ মাসে যে সর্দ্দি—কাশী লইয়া পুরী আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও সারে নাই। হাঁপানীর মত হইয়া কষ্ট পাইতেছি। অন্যান্য কুশল। আশীর্ব্বাদ করি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হউক। প্রেরিত টাকাও পাইয়াছি। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(২০)

শান্তি আশ্রম

৭।৮।১৩৩৯

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশীরাস্তাম্বিশেষঃ—

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তোমার পিতৃদেব তোমাদের রাখিয়া উপযুক্ত সময়ে যোগ্য-লোকে গমন করিয়াছেন। আমি প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুন। তুমিও তাঁহার আশীর্ব্বাদে সংসারের কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পাদন করতঃ মরণের পথে নব জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠ।

শ্রাদ্ধাদি হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য, পিতার প্রতি পুত্রের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ্য অবসর। কিন্তু আমাদের দেশের লোক নিন্দা ও প্রশংসার বিচার করিয়া শ্রাদ্ধে অগ্রসর হয়। অনাবশ্যক আড়ম্বর করে। অবশ্য সাধ্য থাকিলে পিতা-মাতার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য ব্যয়ে দরিদ্র নারায়ণের সেবা বিধেয়। কিন্তু তুমি দরিদ্র, বিশেষতঃ ঋণগ্রস্ত। এরূপ অবস্থায় লোকের উত্তেজনায় আর কতগুলা ঋণজালে জড়িত হও, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত লইয়া শাস্ত্রানুযায়ী শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবে। জ্ঞাতি

তো আছেন, আর পার ত কিছু অক্ষম দরিদ্রের একবেলা সেবা করিও। মায়ের উপর সব ভার দিয়া তাঁহার নামে মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাও। অত্র মঙ্গল হাত-

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(২১)

পুরী

৩১।৪।৩১

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিলে যদি জীবের মুক্তি হইত, তবে ভাবনা ছিল কি? শ্রীগুরু কৃপায় জ্ঞান বা প্রেম-ভক্তি লাভ করিতে না পারিলে মুক্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ব্যাপার; ইহাতে প্রেতের তৃপ্তি হয়। এইজন্য আপন আপন শক্তি মত শ্রাদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু বৃষোৎসর্গ বা চন্দনধেনু করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অবস্থানুসারে যে কোন শ্রাদ্ধ করাই বিধি। সুতরাং ধার-কর্জ্জ করিয়া বৃষোৎসর্গ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তোমাদের আর কি উপদেশ দিব? মুখে তোমরা শ্রীগুরুর আশ্রিত বল বটে, কিন্তু কার্য্যে 'অহং গুরুর' শরণাগত! তাই খোদার উপর খোদকারী করিয়া থাক। সত্যস্বরূপ গুরুকে ছলনাময় ভগবান্ বলিতে কুণ্ঠা হয় না। যার যেমন ভাবনা সিদ্ধিও সেইরূপ। আমি তোমাদের ভালবাসিয়াছিলাম, তাই দাগাও খুব পাইলাম। তোমরা নিজের ভাল নিজেই বোঝ, তাই ভয় হয়, উপদেশও দিতে গেলে বা 'ছলনা' করিতেছি লিখিয়া বসিবে!

ভু— সম্বন্ধে তোমাদের ব্যবহারে বুঝিয়াছি, আমার উদ্দেশ্য বা উপদেশ মত গঠিত হওয়া কেহ প্রয়োজন মনে কর না। সাক্ষাতে সব বলিব। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের শুভবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হউক। * * * ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(২২)

প্রিয় সু—,

ইদানীং তোমাদের কোন পত্রাদি পাইতেছি না। সম্প্রতি তোমার বাবার এক পত্র পাইয়াছি। প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়ায় তোমার পিতা ক্ষুণ্ণ হইয়া কারণ জানিতে চাহিয়াছেন। তাই অন্য পত্রে দু'একটা কারণ বাধ্য হইয়া লিখিতে হইল।

যদিও সম্পাদকগণ কারণ জানান না, তবে তোমার বাবা সম্বন্ধে সে রীতি খাটে না। আমরা মাসে মাসে বড় বড় পণ্ডিত ও নামজাদা লেখকদের প্রবন্ধ ফেরৎ দিতেছি। যাহা হউক 'মূলখানা তোমার বাবাকে দিবা—তুমিও বুঝাইয়া বলিবা।

বৎস! তোমার বাবা যে জন্মান্তর বিশেষতঃ পরলোকে অবিশ্বাসী, তাহা বুঝিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। পরলোক না মানিলে যে জড়বাদ আসিয়া পড়ে, এ যে ভীষণ চার্ব্বাক মত! পরকীয়া প্রেমের উচ্চাধিকারী জানিয়া যে ধারণা পোষণ করিতেছিলাম, তাহা কি পরলোক-অবিশ্বাসীতে সম্ভব? পরলোকে মিলনের সম্ভাবনা না থাকিলে সে কি প্রেম? দৈহিক ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র। তিনি লিখিয়াছেন—পরলোক অজ্ঞ লোকের সান্ত্বনা মাত্র। কি ভয়ানক কথা! মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, স্পিরিচুয়ালিষ্ট প্রভৃতি জন্মান্তর মানে না বটে, কিন্তু পরলোক-অবিশ্বাসী কোন সম্প্রদায় এই উন্নত যুগে আছে বলিয়া শুনি নাই। ব্যক্তিগত ভাবে আছে বৈ কি? কিন্তু সে কি ভীষণ লোক! সুতরাং তোমার বাবা যদি বাস্তবিক পরলোক-অবিশ্বাসী হয়েন, তবে তোমার মত পুত্রের অনেক কর্ত্তব্য আছে। ভগবান্ না মানিলে বরং ক্ষতি নাই, কিন্তু পরলোক গেলে আর থাকে কি? আমার নিকট প্রকৃত নাস্তিকের ব্যাখ্যা শুনিয়াছ, সুতরাং এই মৃত্যু বাসরে তোমার পিতার মনে যাহাতে পরলোক-চিত্র দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত

হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। অন্যান্য বিষয় সাক্ষাতে বলিব। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা এবং অন্যান্য ভক্তগণকে জানাবে। কাজ-কর্ম্মে বড়ই ব্যস্ত। তুমি চাকরীতে যোগদান করিয়াছ কি না, শারীরিক অবস্থা কিরূপ, স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিলে কিনা জানাইবে। অত্র শুভ। ইতি—

তোমাদের—

ঠাকুর

(২৩)

সারস্বত মঠ

তাং ৩০ই পৌষ, সন ১৩২৩ সাল

স্নেহাস্পদাসু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। আমি নিরাপদে যথাসময়ে আশ্রমে আসিয়াছি। রাস্তায় ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি, কাশ, বুকে-পিঠে বেদনা হইয়া কয়েকদিন কাতর ছিলাম। এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি বটে, কিন্তু কাশিটা সম্যক সারে নাই। এদেশে ভয়ানক শীত পড়িয়াছে।

তোমার মাকে আমার আশীর্ব্বাদের সহিত জানাবে, যখন একবার তাহাদের শিষ্যারূপে গ্রহণ করিয়াছি, তখন যেখানেই থাকি না কেন, তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিব। তবে

তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য হইতে যেন চ্যুত না হন, জীবনের লক্ষ্য যেন ভুলিয়া না যান।

তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে বিধবা, অবশ্য মঙ্গলময় বিধাতা মঙ্গলোদ্দেশ্যেই এ জীবনে তোমার ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে জীবনের পবিত্রতার উদ্বোধন করাই তোমার জীবনের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। স্বামীকে যতদিন জগৎস্বামীরূপে না ধরিতে পারিবে, ততদিন গৃহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ভাবে—সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে। পিতা-মাতার সেবাও ধর্ম্ম। তদ্ব্যতীত সকলকেই সন্তান জ্ঞানে সেবা করিবে। শত্রু-মিত্র যেই হউক, বিপদে সাহায্য করিবে—পীড়ায় সেবা করিবে—শোকে সান্ত্বনা দিবে, পতিতাকে ঘৃণা না করিয়া তাহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিবে। জীবমাত্রেই ভগবানের সন্তান, সুতরাং তুমি তাহাদের মায়ের স্থান অধিকার করিতে যত্ন করিবে। আর অন্তরে কবে তাঁর সহিত মিলন হইবে, সেই দিনের অপেক্ষা করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নাম লইবে। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার জয় উচ্চারণ করিবে। সর্ব্বস্ব তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই শরণাগত হইয়া জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ ও শিক্ষা আমি সুযোগ ও সুবিধা মত তোমাদের দিব। তোমার ছোট বোনটীকেও তোমার পথেই পরিচালিত করিবে এবং তদনুসারে শিক্ষাদি দিবে। সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন হইতে নিজকে

সাবধানে দূরে রাখিবে। চিত্ত বেশী চঞ্চল বা নীচের দিকে যাইতে চাহিলে প্রাণপণে ভগবানের নাম লইবে। নিজকে রক্ষা করিতে তাঁহার উপরই ভার দিবে।

* * * আশ্রমের উপযুক্ত সেবকগণ কেহই মঠে নাই, সকলেই বাহিরে। আমি ফাল্গুন মাসের এদিকে আর বাহির হইব না। অন্যান্য কুশল। তোমরা আমার আশী-র্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(২৪)

সারস্বত মঠ

২৮।৯।২৩

কল্যাণীয়াসু—

তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। তুমি তোমার কন্যা সম্বন্ধে যাহা লিখিতে চাও জানাইবে। ইতিপূর্ব্বে কুচ-বিহার হইতে তোমার ছোট ভগ্নী এক পত্র লিখিয়াছে। তোমার পত্রেই তাহার সম্বন্ধে আমার মনোভাব জানাইয়াছি। তাহাকে তাহাই অবগত করাইবে। এখন আর পৃথক্ পত্র লিখিলাম না, আবশ্যকও নাই। সময়ে তাহাকে পত্র লিখিব। তাহার “ভোঁদা” ভিন্ন কোন পোষাকী নাম থাকিলে আমায় জানাবে। তাহাকে সংযমের পথে পরিচালিত করিবে।

ভোগের আশা মিটিবার নহে। রাজ রাজেশ্বরীরও মেটে না। সংযমের নিরাবিল শান্তিময় পথেই গমন শ্রেয়ঃ। একবার প্রবৃত্তি সংসার হইতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীভগবন্মুখী হইলে অনন্ত শান্তি ও তৃপ্তি। অত্র মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(২৫)

সারস্বত মঠ

১৭।৫।২৫

কল্যাণীয়াসু—

পরম শুভাশীরাস্তাম্বিশেষঃ—

বহুদিন পরে তোমার ও তোমার দিদির পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। এবার যখন উত্তরবঙ্গে যাইব, তখন তোমাদের দীক্ষা-শিক্ষা সম্পাদন করিব। শিব পূজা লইয়াছ ভালই। মন দিয়া পূজা কর। ধ্যানকালে শিবের স্থলে তোমার স্বামীর মূর্ত্তি চিন্তাতে কোন দোষ নাই। শিবই জগৎ স্বামী।

তোমার দিদির অসুখ হইয়াছে বলিয়া তাহাকে আর স্বতন্ত্র পত্র দিলাম না। তাহাকে সাবধানে রাখিবা। সর্ব্বদা মাথার উপর সাদা বরফের পাহাড় ও তদুপরি শিব উপবিষ্ট—

চা—কে সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিতে বলিবা। অধিক মাত্রায় ভাবুকতা তার ব্যাধির নিদান। ঐরূপ চিন্তায় চিত্ত স্থির ও মস্তিষ্ক শীতল হইবে।

আমি সত্বর নিম্নআসামে যাইব, সুতরাং পূজার পূর্ব্বে আর পত্রাদি লিখিও না। এখানকার অন্যান্য কুশল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(২৬)

শান্তি আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩২১

ভাগবতোত্তমেষু—

প্রিয় গি— বাবু! আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার পীড়ার সংবাদেও নিরানন্দের কারণ নাই। আপনার জীবন-মৃত্যু সকল অবস্থাই এখন আনন্দময়। আপনি সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানের চরণ সার করিয়াছেন, সুতরাং আপনার পক্ষে জীবন-মৃত্যু তুল্য আনন্দদায়ক। ভগবন্নির্ভরপরায়ণ ব্যক্তির বিপদ্‌ও যে সম্পদের কারণ! আপনার পবিত্র জীবনে পুনঃপুনঃ রোগ আক্রমণ অবশ্য মঙ্গলেরই কারণ, সুতরাং আপনার জন্য

আমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভাগ্যচক্র অভীপ্সিত পথে চালিত করিতে চেষ্টা করুন এবং সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের জয় উচ্চারণ করিতে থাকুন। যে জীবন তাঁর চরণে—তাঁর সেবায়—তাঁর কাজে উৎসর্গ করিয়াছেন, সে জীবনের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আপনার চিন্তা কি ? যাঁর উপর ভার আছে, তিনিই মঙ্গলের পথে চালাইয়া লইবেন। ভগবান্ যে তাঁর একান্ত অধীনকে রোগ-শোক দেন, তাহার কারণ এই যে, যাহাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইবেন, পূর্ব্বে তাহার ময়লা মাটী ঝাড়িয়া লন, তাই সাধু-ভক্তে রোগাদি ভোগ করেন। তাপ পাইলেই পাপাদি মলা মাটী পুড়িয়া জীব খাঁটী হয়। —তখন ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হয়। আপনার ন্যায় পরম ভাগবতের রোগের কারণও তাই। অত্র মঙ্গল। আপনার আফিসের ভক্তদের আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবেন এবং আপনিও জানিবেন। ইতি—

ভক্তপদারবিন্দভিক্ষু—

শ্রীনিগমানন্দ

(২৭)

কল্যাণবরেষু—

শ্রীমতী জ্ঞা—র একখানা পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। সে তোমার ব্যাধি প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছে। যখন তোমার ঐ ব্যাধি প্রথম প্রকাশ পায়, আমি কি বলিয়াছিলাম স্মরণ আছে কি? যদি আমার দ্বারা প্রতিকার হইত, তবে সেই সময়ই করিতাম। আমার সন্তান ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সাধারণের ঘৃণ্য হউক, এটা কি আমার সাধ? এ কর্ম্মভোগ শেষ না হইলে পরলোকে পরিত্রাণ নাই। তাই জানিয়া শুনিয়া আর কর্ম্মফলের বহর বাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করি না। ঐ ব্যাধি তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। উহা পাপজ ব্যাধি। ব্যাধি ভোগ না করিলে পাপ দূর হইবে না। বরং ঈ— ভট্টাচার্য্যের মত ব্রাহ্মণের দ্বারা পঞ্চগব্য প্রস্তুত করাইয়া প্রত্যহ একটু খাইলে ও ব্যাধিস্থানে লেপন করিলে শীঘ্র পাপ দূর হইতে পারে। একদিন পঞ্চগব্য শাস্ত্রমত তৈয়ার করাইয়া ৫।৭ দিন ব্যবহার করা চলে।

এই শরীর ব্যাধি-মন্দির। কাহার কখন কোন্ রোগ ফাটিয়া বাহির হইবে ঠিক নাই। ইহাতে লজ্জা বা ঘৃণার কথা কি আছে? আমাদের অশিক্ষিত সমাজ বুঝে না বলিয়াই মানুষকে ঘৃণা করে। সনাতন গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা পাইয়াও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পরম ভক্ত বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ভীষণ গলিত কুষ্ঠে আক্রান্ত হন।

আর সেদিন পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্য শ্রীমৎ মধুসূদন স্বামী কুষ্ঠরোগে মারা গেলেন। এইসব লোকের যদি এমন ব্যাধি হইতে পারে, তবে আমাদের তাহাতে লজ্জা বা ঘৃণার কথা কি আছে? বরং ঐসব ঐহিক দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া যাহাতে আর জন্ম না হয়,—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক কোন রোগে যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে সেই চিন্তা কর। ভগবানের কৃপা তোমার উপর আছে। তাই সংসারের বাঁধন তোমার অল্প। সন্তান-সন্ততি নাই। স্ত্রী দুইটী ধর্ম্মপরায়ণা, বিশেষতঃ জ্ঞা— মায়ের বিশেষ কৃপার পাত্রী। সুতরাং স্ত্রী দুইটী তোমার বন্ধনের কারণ নহে; বরং যথার্থ সহধর্ম্মিণী। তাহাদের লইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দাও। তোমার যেটুকু সংসার-আসক্তি আছে, তত্ত্ববিচার ও প্রার্থনা দ্বারা তাহা দূর করিয়া ফেল। আমার সন্তানরূপে জগতে পরিচিত হও। মাকে আত্মসমর্পণ করিয়া মায়ের নাম লইয়া আনন্দে দিন কাটাও। আশীর্ব্বাদ করি মায়ের কৃপায় তোমাদের শুভবুদ্ধি সঞ্জাত হউক।

আমি শারীরিক ভাল আছি। জ্ঞা—র চরিত্রে আমার অন্তরঙ্গ অনেক ভক্ত আনন্দিত হইয়াছে। কারণ সে ময়নামতী আশ্রমে গিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ ছাড়া কাহারও সহিত বাজে আলাপ করে নাই। বাজে আলোচনাতেও যোগদান বা আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। শিষ্য-ভক্তের কেহ প্রশংসা

করিলে আনন্দে প্রাণ গলিয়া যায়। অন্যান্য কুশল। সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(২৮)

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি কয়েক মাস যাবৎ নানারূপ অসুখে ভুগিতেছ, অথচ ঔষধাদি সেরূপ ব্যবহার কর না, দৈব নির্ভর করিতে অভ্যাস করিতেছ—আলিপুরের লোক সেজন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আমার নিকট মাঝে মাঝে পত্র লিখে। তোমার পত্রেও তাহার প্রমাণ পাইলাম। আমি জগতে যে সাধুত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই—শিষ্য তাহার অন্যথা চায়, তাই বাঙ্গালা ছাড়িয়া আসামের জঙ্গলে চলিয়া আসি। দৈহিক বা মানসিক সুখের সম্ভাবনা থাকিলে আমি ত্যাগ-বৈরাগ্য প্রচার করিতাম না—বেচারাদের স্ত্রী-পুত্র ছাড়াইয়া সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করিতাম না। নিজেও স্ত্রী-পুত্র লইয়া গোস্বামীদের মত গুরু সাজিয়া শিষ্যেরও দেহ-মন-প্রাণের কুশল চিন্তা করিতাম। কি আর লিখিব—উপদেশে তো রোগ সারিবে না! কারণ আমার মধ্যে উপদেশের চুবড়ী আছে কিন্তু রোগ ছাড়ে না। গুরু বেটা আমায় এত কৃপা

করিল, বিশ্বাস-ভক্তি-জ্ঞান সব দিল, কিন্তু রোগ ছাড়াইতে পারিল না। সুতরাং তোমাদের আর আমি কি করিব? আমার যাহা নাই, তাহা তোমরা পাইবে কিরূপে? বাপু! মেয়েবুদ্ধি ছাড়িয়া পুরুষকারের পথে চল, ব্যারাম হয় ডাক্তার কবিরাজ দেখাও, ভাল না হয় পড়িয়া পড়িয়া ভগবানের নাম কর। লোক হাসাইও না, আমারও আলিপুর যাওয়া বন্ধ করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(২৯)

সারস্বত মঠ

১৭ই আষাঢ়, ১৩২১

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। শরীরটা অবসন্ন ও অসুস্থ হইয়াছে, সুতরাং তজ্জন্য সুচিকিৎসার প্রয়োজন। রোগের প্রতি ঔদাস্য করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহা পরিণামে ভীষণাকার ধারণ করিতে পারে। ভগবানে নির্ভরতা ভুলিও না। সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে স্মরণ মনন করিও। দু'দিনের জন্য সংসারে আসিয়া আসল কথা ভুলিয়া যাইও না। আমি সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে

উত্তরবঙ্গে যাইব। সেই সময় তুমি দেখা করিতে চেষ্টা করিও। সুবিধা ও সুযোগ হইলে তোমারও যাইতে পারি। অত্র মঙ্গল। আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিও। রাণাঘাট হইতে মেয়েরও পত্র পাইয়াছি। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
নিগমানন্দ

(৩০)

শান্তি আশ্রম
২২।৭।১৯

কল্যাণবরেষু—

আজ কয়েক দিন হইল তোমার স্ত্রীর একখানি পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইয়াছি, কিন্তু কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে উত্তর দিতে পারি নাই। বিশেষ কি যে উত্তর দিব তাহাও ভাবিয়া পাই না। যাহা হয় হইয়াছে, হইতেছে, সবই ভগবানের ইচ্ছায় হইয়া থাকে। সাধুর ইচ্ছাও ভগবানের ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত। স্বতন্ত্র ইচ্ছা যাহার, সে এখনও সাধারণ শ্রেণীতে। সুতরাং ভগবানের ইচ্ছায় যাহা হইতেছে তাহাতে ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাক; ব্রহ্মাণ্ডের লোক কাণ ঝালা-পালা করিলেও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার ব্যতিক্রম হইবে না। কে তাহা রোধ

করিবে ? রক্তস্রাব হউক বা না হউক গর্ভলক্ষণ বুঝিতে পারিলে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাক—বিশ্বাস বলে নিশ্চিন্ত হও। আর যদি গর্ভ হইয়া থাকে তবে ত কথাই নাই। তবে বিপদটা যে কি বুঝিতে পারিলাম না। গর্ভ হইয়া সময়ে সন্তান না হইলে বিপদ্ বটে, তবে যাহারা ভগবৎকৃপার উপর সন্তান কামনা নির্ভর করে, তাহাদের সামান্যে অস্থির বা চঞ্চল হইলে চলিবে কেন ?, সুতরাং এরূপ অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেরূপ তাঁহারা বলেন করিও। তাঁহারা পরীক্ষা করিলেই সব ব্যাপার বুঝিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে আমাকে পুনঃপুনঃ চিঠি লিখিলে কি হইবে ?

নির্ভর অর্থে কি জান ? একজনের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা। আমি তোমাদের পুনঃপুনঃ চিঠি পাইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমার উপর নির্ভর করিয়াই তোমরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ। আমি কিন্তু ভগবান্ ব্যতীত তুচ্ছ মানুষের উপর নির্ভর করিতে কাহাকেও পরামর্শ দেই না। আমি সরল অন্তঃকরণে বলিতেছি, তোমরা বিজ্ঞলোক ও সুচিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য কর। আমি কোন পরামর্শ দিতে সম্মত নই। কারণ গুরু আমাকে বিশ্বাস ও নির্ভরতা ব্যতীত কিছুই শিখান নাই। যাহারা কিছু চায় না—এমন কি স্ত্রী-পুত্রাদি ছাড়িয়া আমাকে

আশ্রয় করিয়াছে, হায়! আমি তাহাদেরই কোন উপকার করিতে পারিলাম না! আমার ন্যায় শক্তিহীন সাধুর সমাজে বাস বিড়ম্বনা মাত্র। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হউক, ইহা ব্যতীত কোন শক্তি সম্বল নাই। ইতি-

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

পুঃ——আমি সন্ন্যাসী হইয়াও অবগত আছি, ১৩।১৪ মাসে এমন কি দেড় বৎসরেও সন্তান প্রসূত হইয়াছে। সংসারী লোক হইয়া কেহ কি তাহা শোনে নাই?

(৩১)

শান্তি আশ্রম

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। আমি পত্র না লিখিলেও তোমাদের ভুলি নাই। সর্ব্বদাই তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। আমি যতই দূরে অবস্থিতি করি না কেন, কখন তোমরা আমার স্নেহ হইতে দূরে থাকিবে না। সংসারে জীবের স্বতন্ত্রতা কোথা? সর্ব্বস্ব

অর্থাৎ ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সমস্তই তাঁহার চরণে অর্পণ কর, সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে স্মরণ কর, নিয়ত তাঁহার জয় উচ্চারণ কর, তাহা হইলেই মানবজীবন ধন্য হইবে। বিন্দুমাত্র অহং-অভিমান বশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া 'আমি' 'আমার' করিয়া জড়াইও না। 'তুমি তোমার' এই মূলমন্ত্র ভুলিও। প্রাণ খুলিয়া অকপটে প্রার্থনা করিও, তিনি সব ভা'র লইবেন। অত্র মঙ্গল। আমি ৪।৫ দিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ যাইব, ফিরিবার কালে ঢাকা হইয়া আসিতে পারি। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৩২)

শান্তি আশ্রম
২৯।৮।১৬০

স্নেহের ধী—,

তোমার পত্রখানা যথাসময়ে পাইয়া অবগত আছি—কিন্তু নানা কারণে উত্তর দিতে পারি নাই। সম্প্রতি অজয় ও দামোদর নদের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক লোক গৃহান্নশূন্য, তদুপরি নিউমোনিয়া ও কলেরা প্রভৃতি রোগের

প্রকোপ। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথনিকেতনের ডাক্তার ও সেবকগণ লইয়া আশ্রমের ম্যানেজার তথায় গিয়াছে। আর্ত্ত সেবায় বহু অর্থ ব্যয় হইতেছে। আশ্রমের যে কার্য্য ৩ জনে সম্পাদন করিত, আমাকে মাত্র একজনের দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিতে হইতেছে। একদণ্ড অবকাশ নাই। মন-প্রাণ বর্দ্ধমানে পড়িয়া আছে। তাই এই পত্রে বিশেষ কিছু লিখিতে পারিলাম না। সময় মত সবিশেষ জানাইব।

আমি তোমাকে যে কার্য্য দিয়াছি তাহাতে প্রাণায়াম করিবার বিধি নাই, সুতরাং তোমার ঐসব করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কেবল ধ্যান ও জপ করিবা। তৎপরে পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে—তুমি সুবিধা ও সুযোগ মত এখানে একবার আসিলে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দিব। কেবল কতক-গুলা কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবনের পূর্ণত্ব লাভ হয় না। ভগবানে আত্মনির্ভর করিতে অভ্যাস কর। সর্ব্বস্ব তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে, সম্পদে-বিপদে তাঁহার জয়গান করিও, নাম লইয়া পড়িয়া থাকিও। আকীট ব্রহ্ম পর্য্যন্ত একই ভগবানের বিকাশ জানিয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করিও। মানব-জীবন ধন্য হইবে, পবিত্র আনন্দের অধিকারী হইবে। আমি ভাল আছি। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৩৩)

সারস্বত মঠ
১০।১১।২৫

কল্যাণীয়াসু—

পরম শুভাশীরাস্তাম্বিশেষঃ—

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি কলিকাতা যাইব ইচ্ছা করিয়া ঢাকা যাই। তথায় জানিতে পারি কলিকাতায় খুব জ্বর হইতেছে, কলেজাদি বন্ধ, সেবকগণ অধিকাংশ কলিকাতায় অনুপস্থিত। তাই আর কলিকাতা যাইলাম না। বাঙ্গালা দেশ বেড়াইয়া ১১ই মাঘ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছি। আবার সুবিধা মত যাইতে চেষ্টা করিব।

তোমাদের হৃদয়ে আমার আসন। সুতরাং তোমাদের নূতন ঘরে তোমরা বাস করিলেই আমার বাস করা হইল। আমাকে প্রত্যক্ষ মনে করিয়া সংসার করিবে। সুখে—দুঃখে রোগে—শোকে সম্পদে—বিপদে মায়ের নাম ভুলিও না। এ সংসারে কেহ নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্তে বাস করিতে পারে না—যত বড়ই ক্ষমতাশালী হউক না কেন। কেবল ভগবচ্চরণে নির্ভরশীল বিশ্বাসী ভক্ত, দীনহীন হইলেও সুখে—দুঃখেও শান্তিতে কালযাপন করে। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদেরও সেইরূপ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও নির্ভরতা প্রতিষ্ঠিত হউক।

এখানকার মঙ্গল। দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(৩৪)

সারস্বত মঠ

৫ই আষাঢ়, ১৩২২

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। আমি প্রায় ৬ মাস পরে গত ২৫শে বৈশাখ আশ্রমে আসিয়াছি। উৎসবের পর আশ্রমের সেবকগণের মধ্যে অনেকেই জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়াছিল, এখনও স্ব—— প্রভৃতি সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতে পারে নাই। তদুপর একমাস যাবৎ অত্যধিক বর্ষণে চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছে। নানা অসুবিধা এবং কার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খল হইয়াছে। অন্যান্য কুশল।

তুমি সার্ভে স্কুলে কি করিতেছ লিখ নাই। যাহাই কর নিজ লক্ষ্যচ্যুত হইও না। সংসারের দু'দিনের জন্য সুখ-দুঃখে কাতর হইয়া কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইও না। ক'দিনের সংসার? সুখ-দুঃখ মায়া মরীচিকা! মৃত্যু-অন্তে রাজা-প্রজার এক গতি। বরং ভগবানের দত্ত সুখ-দুঃখ বা কর্ম্মফলে বিচলিত না হইয়া তাঁর চরণে সব নির্ভর করতঃ সকল অবস্থায় তাঁহার জয়োচ্চারণ করিয়া যাইতে পারিলে একদিন চরম শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

সংবাদাদির জন্য প্রয়োজন হইলে চি— প্রভৃতি সেবকগণের নিকট পত্র লিখিয়া আশ্রমের মঙ্গলামঙ্গল সংবাদ অবগত হইও। কারণ আমার সব সময় পত্র লিখিবার সুযোগ ও সুবিধা ঘটে না। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিও।

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৩৫)

শান্তি আশ্রম
১৯।১২।১৯

কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের যো—, বহুদিন পরে তোমার পত্রখানি পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। কিন্তু তোমাকে কি লিখিব ভাবিয়া পাই না। লিখিতে বসিলে স্তব্ধ হইয়া যাই। হায়! অশুভক্ষণে তোমার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, তুমি সাংসারিক শান্তি হারাইলে, অথচ কোনরূপ আধ্যাত্মিক আনন্দ তোমাকে দিতে পারিলাম না। বাস্তবিক আমার উপর আমার বড় ঘৃণা হয়, কাহারও কোন উপকার করিতে পারিলাম না। অথচ অনেকেই অশান্তির দাবদাহে জ্বলিয়া মরিতেছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও—সংসারের ভোগ-বিলাসে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা অপেক্ষা তাঁহার অভাবজনিত অশান্তি শতগুণে শ্রেয়ঃ। 'তিনি কাহাকে কি ভাবে দয়া

করেন, কাহাকে কোন্ পথে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লন, তাহা সাধারণ মানব-বুদ্ধির অতীত। বর্ত্তমান বিপদে--আপদে অশান্তি-উদ্বেগে কিম্বা শোকে—দুঃখে তাঁর দয়াময় নামে যেন সন্দেহ না আসে। দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাতে নির্ভর করিলে একদিন অবশ্য তিনি সব ভার নিবেন, অভাব দূর করিয়া দিবেন। বিশ্বাস হারাইও না, তাঁহাকে ভুলিও না—তাঁহার নাম লইয়া পড়িয়া থাক। আমাতে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য আমার উপদেশ মত চলিবে। সাধনা থাকিলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, ভগবান্ অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। * * *

তোমার আবীরে রঞ্জিত হইলাম। আমি যে তোমার প্রাণের অনুরাগ-রাগে সর্ব্বদাই রঞ্জিত রহিয়াছি। এক শক্তিরই সর্ব্বত্র বিকাশ, সুতরাং তোমার আনন্দময়ী লীলা আমি প্রতিক্ষণেই উপলব্ধি করিয়া থাকি। মেয়ে মায়েতে লয় হইলেই আমার বুকে আসিবে, সুতরাং মাকে ভুলিও না। অত্র মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৩৬)

শান্তি আশ্রম
৫ই কার্ত্তিক

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

* * * তোমার শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। কিন্তু তজ্জন্য চিন্তা করিও না। ভগবান্‌কে নির্ভর করিতে শিক্ষা কর। মানুষ চেষ্টা বা চিন্তা দ্বারা নিজের কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং বৃথা চিন্তা না করিয়া সুখে-দুঃখে তাঁহার চরণ চিন্তা ও তদীয় নামের জয় উচ্চারণ করিয়া যাও। কয়দিনের সংসার—কয়দিনের দেহ? আর মঙ্গলময়ের উপর ভার দিলে তিনিই মঙ্গল ব্যবস্থা করিবেন। ডাক্তারের অস্ত্র চিকিৎসায় বাধা দিলে ক্ষত ভাল হইবে কেন? আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যই তিনি তাঁহার ভক্তকে সাংসারিক কষ্ট দিয়া থাকেন। রোগ বুঝিয়া ব্যবস্থা। কিন্তু তিনি মঙ্গলময় এ কথা ভুলিও না। সেবকগণ অদ্যাপিও আসে নাই। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রী নিগমানন্দ

(৩৭)

শান্তি আশ্রম
১৭।৪।২০

স্নেহাস্পদাসু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

বহুদিন পরে তোমার একখানি পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। * * * আমি রংপুরের তিস্তা ষ্টেশনে বসিয়াও নবাবগঞ্জের লোকের নিকট তোমার অনুসন্ধান করিয়াছি। তোমাকে আমি একদিনের জন্যও ভুলি নাই—অন্ততঃ তোমার নামটী তোমাকে ভুলিতে দেয় নাই। তুমি হর-হৃদিকমলের কমলিনী, স্বেচ্ছায় গৃহস্থের ঘরে আবদ্ধা, আমি তোমাকে খুজিয়া পাইব কেন? কোনদিনই আমার পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং তোমাকেই আমার নিকট আসিতে হইবে। ভগবান্ যতদিন সে সুযোগ না দেন, ততদিন তাঁহাতেই নির্ভর করতঃ তাঁহার নাম লইয়া বসিয়া থাক। তিনি নিরুপায়ের উপায়, সকল উপায় করিয়া দিবেন। তোমাকে আমার দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার উপর সে ইচ্ছা নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। বিশ্বাস রাখ তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। আমি তোমাকে না দেখিয়া বা তোমার মনের কথা না শুনিয়া কোন উপদেশ বা সাধনপন্থার ব্যবস্থা করিতে পারিব না। সুতরাং সুবিধা ও সুযোগ মত আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিবা।

আমি পূজার পর পুনরায় রংপুর অঞ্চলে যাইব। পার ত সেই সময় আমার সহিত দেখা করিও। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানে অনুরক্তা হও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৩৮)

শান্তি আশ্রম

৪।১২।১৯

কল্যাণীয়াসু—

* * * আমি পত্র লিখিতে না পারিলেও তোমাদের ভুলি না, এ বিশ্বাস রাখিও। ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে অভ্যাস করিও। সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে তাঁহার জয় উচ্চারণ করাই মানব জীবনের সিদ্ধি। নতুবা সব মিথ্যা, দু'দিন সংসারের খেলা ; আগাগোড়া সব মিথ্যা, মাঝে দু'দিন সংসারে মায়ার অভিনয়। যে নিত্য সত্য সুখ শান্তির আধার তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব বলিয়া জান, জীবন মধুময় হইবে, উদ্বেগ অশান্তি দূরে যাইবে। অত্র মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিও।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(৩৯)

নীলাচল কুটীর (পুরী)

৪।১১।৩৮

কল্যাণবরেষু-

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। শুধু তোমার বা তোমাদের গ্রামের নহে, অর্থাভাবে সর্ব্বত্রই হাহাকার পড়িয়াছে। আমরাই সেই ধাক্কা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুভব করিতেছি। কারণ পাঁচজনেই আমাদের প্রতিপালন করিতেছে। যাহা হউক, যাহা সর্ব্বব্যাপী ও অবশ্যম্ভাবী, তাহার জন্য হা-হুতাশ করিলে কি হইবে? ভগবান্ যখন যেমন রাখিবেন, তদনুরূপ থাকিতে ও নিজের পরিবারবর্গকে সেইরূপ গঠিত করিতে হইবে। সবই ভগবানের দান ভাবিয়া আনন্দে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। অনর্থক ভাবিয়া চিন্তিয়া মন খারাপ করিও না। ভক্তগণকে পরীক্ষায় ফেলিয়া তিনি পাকা করিয়া লইয়া থাকেন। অনেক সময় বিপদ্ সম্পদেরই নিদান হয়। সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাতে নির্ভর করিয়া তাঁহারই নাম কর, তাঁহার জয় উচ্চারণ কর। তিনি মঙ্গলময়, হাত ধরিয়া মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন। বিপদে-আপদে লক্ষ্যচ্যুত হইও না। প্র— মঠে গিয়া আসন ঘরের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমার কাছে মঠের যে টাকা ছিল পাঠাইয়া দিয়াছি। তুমি এইখানেই প্রতিশ্রুত টাকা

পাঠাইও। আমি একরূপ আছি, বাতে বুঝি অচল করিয়া দিবে। অন্যান্য কুশল। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবা ও ভক্তদের জানাইবা। ইতি—

শ্রীমান্ বি— , অত্র পত্রে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। তোমার পত্র ও প্রেরিত ৮৲ টাকা পাইয়াছি। তোমার লিখিত বইখানি আমার ত ভালই লাগিয়াছে। লিখিবার প্রণালীও নূতন বটে। তবে অন্যের কিরূপ লাগিবে জানি না। কিন্তু ছাপা ও কাগজ অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। বই বিক্রয় হইলে তোমার খরচের টাকা তুমি কাটিয়া লইও। চেষ্টা করিলে বই বিক্রয় হইবে আশা করা যায়। বই সম্বন্ধে অন্যান্য কথা সাক্ষাতে বলিব। ন— আমাকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহার যখন বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, তখন দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু পরিবার প্রতিপালন করিবে কিরূপে? প্রারব্ধ কেহ রোধ করিতে পারে না। বিবাহ না করিলে আমি তাহার ভার লইতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু প্রারব্ধ তাহাকে নিজ পথে লইয়া গেল।

আশীর্ব্বাদক—

"ঠাকুর"

(৪০)

শান্তি আশ্রম
২২।৯।১৪

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত আছি। তুমি কোথায়ও চাকরীর সুবিধা করিতে পার নাই জানিয়া চিন্তিত থাকিলাম। চেষ্টা কর, অবশ্যই সুফল পাইবে।

বৎস! আমি যখন তোমায় শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তখন যেখানেই থাকি না কেন, সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল চিন্তা করিব। কোন অবস্থায় বিশ্বাস হারাইও না। যখন যে অবস্থায় থাক—সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে ভগবানের নাম ভুলিও না। নানারূপ অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি জীবকে মঙ্গলের পথে লইয়া যান। সুতরাং সাংসারিক সুখ-দুঃখে চঞ্চল হইও না। সম্পূর্ণ তাঁহাতে নির্ভর করিও। মনে রাখিও তোমার ভার ভগবান্ লইয়াছেন। সুতরাং তোমার চিন্তার কিছুই নাই। কেবল কর্ত্তব্য সম্পাদন কর এবং সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার নাম গান কর। সর্ব্বদা সুখে-দুঃখে তাঁহার জয় উচ্চারণ কর। জীবের এতদপেক্ষা পুরুষার্থ নাই। যখন যে অভাব বা দুর্ব্বলতা অনুভব করিবে, কায়মনোপ্রাণে সরল ভাবে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিও—সদ্য সদ্য ফললাভ

করিতে পারিবে। সর্ব্বদা আনন্দে থাকিবে। অত্র মঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৪১)

শান্তি আশ্রম

২৫।১১।১২

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি জানি ভগবানের করুণা তোমাদের উপর অপার। তাঁর দয়া সাংসারিক হিসাবে মাপ করিও না, স্ত্রী-পুত্র বা বিষয়-বিভবের সঙ্গে তাঁর দয়ার সম্বন্ধ নাই। পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর দয়াই সংসারে বিচার্য্য। আর ভগবানের দয়া বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। আত্মচরিত্রে তাঁর দয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে দয়া তোমার উপর আছে।

বাণলিঙ্গ যন্ত্র বিশেষ। সুতরাং সমস্ত দেবতারই তাহাতে পূজা হয়। তুমি অগ্রে শিব পূজা করিয়া পরে ইষ্ট-দেবতার পূজা করিতে পার। বই দৃষ্টে নারায়ণের পূজা করিলে ইষ্টপূজা হয় না। মন্ত্রানুযায়ী পূজা ভিন্ন ভিন্ন।

ইষ্টদেবের পূজার পদ্ধতি মন্ত্রানুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। অত্র মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৪২)

শান্তি আশ্রম

১৮।৪।২০

স্নেহের স্ব—,

তোমার পত্র পাইলাম; যো—কে লিখিত পত্রও সমস্ত পাঠ করিলাম। যো— কাহাকেও পত্র লিখে না, তবে কেহ কোন বিষয় জানিতে চাহিলে কাহারও দ্বারা উত্তর লেখাইয়া দেন। সুতরাং তোমার পত্রের আর কি উত্তর দেওয়াইবে? যো—র নিজের কিছু নাই, তার সবই ঠাকুর; সুতরাং ঠাকুরকে ভালবাসিয়া কেহ যদি তাহাকে পদাঘাত করে, তবু সে তাহার আপন; আর ঠাকুর ছাড়িয়া কেহ তাহাকে শত আদর করিলেও সে তাহার কেহই নহে। জানি না কি কারণে তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে—'তোমার প্রাণ ঠাকুরময়।' তাই প্রাণে প্রাণে তোমাকে আপন বলিয়া মনে করে, আপনার ন্যায় ভালবাসে। তবে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমাকে সে অনেক সময়ই বলে যে, যে প্রাণ দিয়া প্রাণ বুঝিতে পারে না,

তাহাকে মুখের কথায় কি বুঝাইব? আর প্রাণের কথা কি মুখের ভাষায় বাহির হয়? বিশেষতঃ যে এখনও ঠাকুরকে ষোল আনা না বুঝিয়াছে, তাহার নিকট প্রাণের কথা খোলা প্রগল্‌ভতা প্রকাশ বলিয়া তাহার জ্ঞান হইয়াছে। সে বলে যে—'ঠাকুরের মেয়ে ভক্তগণের মধ্যে একমাত্র স্ব—র নিকট ঠাকুরকে রাখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে।' সুতরাং তাহাকে আর তোমার পত্র কি শুনাইব, কিম্বা তাহার প্রদত্ত কি উত্তর লিখিব? আর যিনি জগজ্জননী, তিনি ত তোমার রমণীসত্ত্বা সর্ব্বদা আত্মসত্ত্বায় মিলাইয়া লইতে ব্যাকুল! তুমি নিজকে পৃথক্ রাখিয়া ত্রিতাপে জ্বলিয়া মরিতেছ। বৎসে! নিজকে মায়ের মধ্যে ডুবাইয়া দে, তৎপরে মায়ের দেহ-ইন্দ্রিয় লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিস্। মায়ের সাধনা না করিলে কি মেয়েরা মাতৃত্ব লাভ করিতে পারে? আর মাতৃত্ব লাভ না করিয়া সয়তানের উচ্ছিষ্ট দেহ-মন লইয়া কি আর গুরুসেবা চলে? তাই পদে পদে সন্তুষ্টির স্থলে বিরক্তি বোধ করিতেছ। গুরুপ্রেম সখ্যপ্রেমে বলি দিয়াছ, গুরুবাক্য স্বামীবাক্যে উড়াইয়া দিয়াছ, আর কি মায়ের স্নেহের আশা কর? মায়ের জাতিতে জন্মিয়া মায়ের মর্য্যাদা বুঝ না? মা কি বেশ্যা? —যে মা পিতার মুখে স্বামী-নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁর পতিবাক্য অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার কোলে স্থান পাওয়া সম্ভব কি?

——তবে উপায়?——

আর আমিই গুরুরূপে আবার উপায় করিয়া দি—গুরুবাক্যে অবজ্ঞাও বুঝি সেই মঙ্গলের জন্য হইয়াছে। তোমার মুখে যখন একবার 'মা' বুলি ফুটিয়াছে, কায়মনোপ্রাণে তাহা আর ছাড়িও না। শিশুর ন্যায় সরল প্রাণে মা মা বলিয়া ডাক, ধূলায় পড়িয়া কাঁদ, মায়ের স্বভাবে আত্মাহুতি দাও, মা তোমার সারা হৃদয় জুড়িয়া আবির্ভূত হইবেন। তখন সব শৃঙ্খলা হইবে, চারিদিকে সামঞ্জস্য দেখিবে। বুদ্ধির বিক্ষিপ্ত অবস্থা গিয়া স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আসিবে, লঘীয়সী রমণীত্ব স্থলে গরীয়সী জননীত্ব ফুটিয়া উঠিবে। আমি তোমাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি, আশাও ছিল তোমার মধ্যে মায়ের দর্শন পাইয়া গুরুগিরির সার্থকতা করিব। কিন্তু আমি মায়ের আসনে এ পর্য্যন্ত এক স্বার্থপর ক্ষুদ্র রমণীকে দেখিয়া আসিতেছি, এ দুঃখ কি কেহ বুঝিবে? এইবার এই ধাক্কায় যদি সামলাইয়া উঠ। তাই বলি—মা ডাক যদি ধরিয়াছ, প্রাণের সহিত সুর বাঁধ, আর বাবা বাবা বলিয়া বেসুরা বাজাইও না—কাণ ঝালা-পালা হইয়াছে। তোমার গুরুদত্ত মন্ত্রে মাতৃত্ব মাখা, বাবা বলিলে চৈতন্য হইবে কেন? আগে মাতৃত্ব জাগাও, তবে বাবা পাইবে। অহঙ্কারে পথ হারাইয়াছিলে, তাই গুরুর অন্যতর মূর্ত্তি স্বামীর উপর অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যদি স্বামী চাইতে তাহা হইলে সামান্যা নারীভাবে তাহার সাধনা হইত, যখন গুরুরূপে বাসনা জাগাইয়াছ তখন শক্তি সাধনায় শক্তিত্ব, মাতৃসাধনায় মাতৃত্ব

লাভ কর—সব ঠিক হইয়া যাইবে। ও চ'খে আমাকে দেখিতে পাইবে না, মায়ের চোখ দিয়া দেখিতে হইবে। বোধ হয় তোমার ভাবের পথ বুঝিয়াছ, বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইলে আমার কাছে আসিও। যো—রও ইচ্ছা একবার আসিয়া আশ্রম দেখিয়া যাও। কেন না যে ভক্ত ঠাকুর চায়, এটা যে তার নিজের বাড়ী! নিজের বাড়ী আস্‌বি না? অত্র মঙ্গল। ভক্তবৃন্দকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৪৩)

শান্তি আশ্রম

২৭।৪।২০

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্রখানা যথাসময়ে পাইয়া অবগত আছি। মানুষকে চিৎ ও আনন্দ মনে করিতে পারিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কাগজে কালী দিয়া সে প্রার্থনা জানাইলে, পত্রের মারফৎ তাহা পাইবার আশা নাই। আমার আশ্রমভুক্তা যো—কে ভৈরবী ভেকধারিণী বলিয়া এবং শা— ব্রাহ্মণী বলিয়া তাহাদের মা বলিতে বা প্রণাম করিতে পার, কিন্তু কোন শিষ্য তাহাদের বাহিরে কেবল মুখের কথায় জগজ্জননীর

সমান ব্যবহার করে আমি ইহা পছন্দ করি না। তাই তোমার পত্র আমি কাহাকেও দেখাই নাই। কিন্তু প্রকৃত 'মা' তোমার আকুল প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা অবশ্য শুনিয়াছেন, প্রার্থনা অবশ্য পূর্ণ হইবে। বৎস! ভিতরে আনন্দ-উপাদান দ্বারা মায়ের মূর্ত্তি গড়াও, এবং চিৎশক্তিতে তাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীগুরুর পার্শ্বে বসাইয়া প্রাণের প্রার্থনা জানাও, মা সব শুনিবেন, সকল আশা পূর্ণ করিবেন। মা ঠিক মায়ের মত তোমার হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমায় কোলে করিয়া বসিবেন। নতুবা বাহিরে পঞ্চাশ জনের কাছে মায়া কান্না কাঁদিলে কিছু হইবে না। মন ঠিক কর, লক্ষ্য ঠিক কর, গুরুর উপর বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া তাঁহার নাম একমাত্র ভরসা করিয়া পড়িয়া থাক। সময়ে সব পাইবে, কেবল বচনে রচনে হইবে না। অত্র শুভ। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(৪২)

ঢাকা আশ্রম

১৬।৭।১৩১৮

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং-রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

প্রিয় গো! তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত

হইলাম। স্তব কবচ পাঠ সম্বন্ধে পুরোহিত যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। অন্য কার্য্যে কিম্বা পুস্তকে যেখানে যাহা আছে তাহা পাঠের সময় কোথাও আপন বীজমন্ত্র থাকিলে তাহা উচ্চারণে দোষ নাই। পংক্তিচ্ছন্দে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া যাইতে স্বীয় বীজমন্ত্র উচ্চারণে দোষ হইবে না। পুরোহিতের নিকট পূজাপদ্ধতি দেখিয়া শিখিয়া অভ্যাস করিয়া তবে কালীপূজা করিও। তোমার বিবাহ সম্বন্ধে ২৬শের দিন উৎকৃষ্ট এবং ঐ দিন অনেক লগ্ন আছে, কুষ্ঠি পাঠাইলে লগ্ন ঠিক করিয়া দিব। কর্ম্মজীবন পরিচালন করিতে শরীরটার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। অত্র আশ্রমের কুশল। ম— বাবু আসিয়াছেন কি? তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি—

তোমার—

ঠাকুর

(৪৫)

পুরী

১৭।১১।৩৪

কল্যাণীয়াসু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

এইমাত্র তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত

হইলাম। বিবাহ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ; মেয়ের জন্মসময়েই স্বামী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথাকালে মিলনও হইবে, তবে পিতা-মাতার কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সুপাত্রের জন্য চেষ্টা করা, তোমরাও তাহা করিতেছ। তবে কেন ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছ না? ভাবনায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করা কি সুবুদ্ধির কার্য্য? কোন্ কার্য্যটা মানব মনের মত ঠিক ঠিক করিতে পারে? মানুষের কতটুকু শক্তি? প্রারব্ধই মানুষকে পরিচালিত করিতেছে। অজ্ঞানান্ধ অহং স্বভাব জীব অকারণ হা-হুতাশ করিয়া মরিতেছে। সুতরাং ভগবানে নির্ভর ব্যতীত শান্তির কোন পথ নাই। অবশ্য কর্ত্তব্যজ্ঞানানুসারে চেষ্টা করিতে হইবে। তোমার উল্লিখিত ছেলেটির জন্য ১৬।১৭ শত টাকা পর্য্যন্ত যখন উঠিয়াছে, তখন আর ৩।৪ শতের জন্য ঐ ছেলে ত্যাগ করা কি সঙ্গত হইবে? সুতরাং বিবেচনার সহিত আর একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিও। পাড়া গাঁ বলিয়া ভয়, নতুবা ······এর বয়স এমন কি বেশী হইয়াছে! ছেলেটীরও যখন মত আছে, তখন কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিলে বাপ-মায়ের দাবী কিছু কমাও অসম্ভব নহে। অবশ্য এদিকে অন্য চেষ্টাও দেখিতে থাক্। বিপদে-আপদে অধৈর্য্য হইও না, ভগদ্বিধান মাথা পাতিয়া লইতে অভ্যাস করিও। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। এখানকার সমস্ত কুশল। আমি ৬ই ফাল্গুন পুরী আসিয়াছি, এখন এখানেই থাকিব।

ডাক্তারখানার গোলমাল এখনও মিটে নাই। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৪৬)

শান্তি আশ্রম

২৩শে কার্ত্তিক ১৩১০

স্নেহের ন—,

তোমার পত্র বহুদিন পরে পাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে মো— ও স—র একখানি পত্র আসিয়াছে, কাকে উত্তর দিব ভাবিয়া তোমাকেই লিখিতে স্থির করিলাম। স—র বিবাহ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, আমি তাহার উল্টা বুঝি, অর্থাৎ কেহ কাহারও ভাগ্যের জন্য দায়ী নহে, সকলেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে। কর্ম্মানুযায়ী বিধাতা স্বামী-পুত্রসহ সংযোটন করেন মাত্র। অতএব ছেলের ভাগ্য না খুঁজিয়া নিজের মেয়ের অদৃষ্ট অনুসন্ধান করাইলে আর পাত্রের জন্য এতদিন বিবাহ বন্ধ থাকিত না। রামচন্দ্র বা গৌরাঙ্গদেব অপেক্ষা রমণীর প্রার্থনীয় স্বামী কি হইতে পারে? কিন্তু সর্ব্বগুণবান্ ভগবান্ স্বামী পাইয়াও তাঁহাদের মত দুঃখিনী (সাংসারিক ভাষায়) রমণীজীবন কয়জন রমণী ভোগ করিয়াছেন? তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম বর কোথা পাইবে?

অতএব তোমার শ্বাশুড়িকে বুঝাইয়া উপস্থিত মত একস্থানে মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিতে বল। পাত্র কাণা খোঁড়া বা চরিত্রহীন না হয়, হিন্দু পিতা-মাতা এইরূপ পাত্রই প্রার্থনা করিয়া থাকে। আমি সংসার-অনভিজ্ঞ, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে আমার নিকট মীমাংসা পাইবার উপায় নাই।

মো— বাড়ীতে থাকিলে বলিবা—জীবের কর্ত্তব্য অশান্তির কারণানুসন্ধান ও প্রতিকার, সুতরাং তাহার পুরুষকারের পথে সাংসারিক উন্নতির চেষ্টায় আমি অসম্মত নহি। ইহাতে হয় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, নতুবা ভগবৎপ্রভাবে বিশ্বাস জন্মিবে। আর একবার 'ভগবৎ প্রেরণা জীবের কর্ম্মহেতু' এ প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলে আত্মচেষ্টা আর সে ভিত্তি হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিবে না। সংসারের ব্যাপার তাঁহারই লীলামাত্র জানিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। কোন অবস্থাতেই আপন বা অন্যের স্কন্ধে কর্ত্তৃত্বের অভিমান চাপাইয়া উদ্বেগ-অশান্তির বহর বাড়াইবে না। সংসার পরীক্ষা ক্ষেত্র, পরীক্ষামাত্রই শিক্ষা, সুতরাং তাহার চেষ্টা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তবে কেহ যেন ব্যথা না পায়, আর সত্য যেন ঠিক থাকে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৪৭)

পুরী

৯।৬।৩৫

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত সংবাদ অবগত হইলাম। হে— বাবুর মেয়ের সঙ্গে যখন বিবাহ দিবে বলিয়া সম্মতি দিয়াছ, জ্যোতিষ মতে পণ্ডিত মহাশয় যখন মধ্যম যোটক বলিয়াছেন, বিশেষতঃ শ্রীমান্ দে—ও যখন সম্মত, তখন এই বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারে যখন ভোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তখন মেয়ের অদল-বদলে তাহা খণ্ডিত হইবে না। মাত্র অনর্থক বিলম্বে তোমার গৃহস্থালীর অভাব ও দে—র বয়স বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং ৯ই কার্ত্তিক বিবাহ দিয়া ফেল। ভগবৎ বিশ্বাসীর সব ভার ভগবানেই সমর্পিত হওয়া শ্রেয়ঃ। আমার মতে বর-ক'নের বয়স ৭ হইতে ১০ বৎসর পার্থক্য হওয়া সমীচীন। তবে এখন ৩।৪ বৎসরের বড়তে বহু বিবাহই হইতেছে। সুতরাং বাহ্যতঃ অশোভন হইলেও সামাজিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমি এই মাসের শেষে কিছুদিনের জন্য মধ্যভারতে বেড়াইতে যাইব। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কয়েক দিন বিশ্রামের পরই বাঙ্গালায় বাহির হইব। সেই সময় সাক্ষাতে অন্যান্য বিষয় শুনিব ও বলিব। শারীরিক ভালই আছি। অন্যান্য

কুশল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা, আশ্রমের সেবকগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবা। শ্রীমান্ ন—র পত্রও যথাসময়ে পাইয়াছি। সাক্ষাতেই আমাব বক্তব্য বলিব বলিয়া আর পত্রাদি লিখি নাই। পত্র লিখা একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছি। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৪৮)

পুরী

১৫।১২।২৪

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তোমাদের অসুস্থতা সংবাদ দুঃখের কারণ হইলেও, কর্ম্ম ছাড়া যখন পথ নাই তখন আর কি করিবে? এখানের কর্ম্মের বোঝা এখানে নামাইয়া রাখিয়া না যাইতে পারিলে পরলোকেও শান্তি নাই। এখানে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে আসি না, সুতরাং রোগ-শোক বিপদ্-আপদ্ দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে কেন? সবই মায়ের মঙ্গলহস্তের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শেষ বয়সে দেহটার সঙ্গে মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সব সহ্য করিতে

না পারিলে মনটা আরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অসারতা বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ আসক্তিশূন্য হয়েন, তাই দীর্ঘজীবন পুণ্যের ফল বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে; নতুবা ভোগের জন্য জীবনের সার্থকতা নহে। আশীর্ব্বাদ করি ৺মা তোমাদের প্রাণে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি দান করুন। তোমরা হাসিমুখে বার্দ্ধক্যের জ্বালা-যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া ৺মায়ের দিকে অগ্রসর হও। আমারও বাম অঙ্গে বাতের আক্রমণ হইয়াছে। এখানে খুব জ্বর হইতেছে, বাসাতে কেহ কেহ জ্বরে ভুগিতেছে। অন্যান্য কুশল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৭৯)

সারস্বত মঠ

৫ই আষাঢ়, ১৩২২

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। তুমি শ্রীমতী যো—র কথা না জানাইলেও তাহার করুণ প্রার্থনা নিয়ত আমার কর্ণে পৌঁছিতেছে। কিন্তু কি করিব? মঙ্গলময়ী মায়ের মঙ্গল ব্যবস্থায় প্রকৃতি যখন তাহাকে তোমা-

দের ইচ্ছার প্রতিকূল পথে লইয়া যাইতেছেন, তখন জানিয়া কে সেই মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিবে? জগজ্জননী যখন তাহাকে কোলে করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, তখন তাহার জন্য আমি ব্যস্ত হইব কেন? তবে সে বড়ই দুঃখ-যন্ত্রণা পাইতেছে—পাইয়াছে সত্য, কিন্তু মা যাহাকে কোলে লন, এইরূপেই তাহার ধূলা-কাদা ঝাড়িয়া লন। অবশ্য সংসারভাবে বিচার করিলে তোমার দুঃখ-কষ্ট যথেষ্ট স্বীকার করিব। যাহাকে সঙ্গিনী করিয়া স্বরূপের পথে অগ্রসর হইতেছিলে, সহসা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সঙ্গিনীটী অগ্রেই স্বস্থান প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু বাবা! বিশেষরূপে বুঝিলে জানিলে দেখিবে, তাহার আদৌ অভাব অনুভবে আসিবে না। বরং পূর্ব্বে যে অনভিজ্ঞ সঙ্গিনীমাত্র ছিল, এখন সে অভিজ্ঞ লিডারের (Leader) কার্য্য করিবে। মোহ-মায়ান্ধ জীব আমরা, তাঁহার মঙ্গলময়ী ব্যবস্থা না দেখিয়া না বুঝিয়া স্বার্থহানির জন্য ব্যাকুল হই, তাহার রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করি না, তাই চির-অন্ধকারে থাকিয়া যাই। স্বার্থহানিতে ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত অবিচারক, নিষ্ঠুর মনে করি। জগতে বিপদ্-শোক-দুঃখ-তাপ নাই, অজ্ঞানই এই সকলের একমাত্র জনক। বৎস! আমি যে একজন ভুক্তভোগী—আমার কথা বন্ধুভাবেও বিশ্বাস কর যে ভগবানের রাজ্যের কোন ব্যবস্থাই অমঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না। বাবা! ভগবান্ তোমার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন—তোমাকে, যে

দান দিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, তুমি হাসিমুখে তাহা গ্রহণ কর—আর সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার নামের জয় উচ্চারণ কর। কে কার? —কয়দিনের জন্য সংসার? ইহা ভুলিয়া স্বার্থপর যুবকের ন্যায় ভগবানের ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করিও না, বরং ধীর স্থির ভাবে যো—কে আশ্বস্ত করিও। সে দুঃখে-কষ্টে রোগ-যন্ত্রণায় যেন ভগবানের নাম না ভুলে—ভুলিলে তুমি স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রকৃত স্বামীর কার্য্য করিও। তাহার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি কাছে থাকিতে চেষ্টা করিও। যখন যেরূপ হয় আমাকে জানাইও।

* * * অন্যান্য কুশল। আশীর্ব্বাদ:করি সর্ব্বাবস্থায় লক্ষ্যে চিত্ত সংলগ্ন থাকুক। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৫০)

শান্তি আশ্রম
৪।১২।১৯

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রখানা যথাসময়ে পাইয়াছি। আমি ১২ই ফাল্গুন অত্র আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। নানাস্থানে ভ্রমণ করতঃ শরীরটা বড়ই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কাজেরও বড় বেশী ভিড়।

দেখ, মনুষ্যজীবনটা কেবল পাশ-ফেল লইয়া গঠিত। কেবল পরীক্ষা আর পাশ-ফেল। তাহার নিকট ইউনিভার্সিটির পাশ-ফেল কিছুই নহে। সংসার-পরীক্ষায় জীব প্রতিনিয়ত ফেল হইতেছে, তাই পুনঃপুনঃ সংসারে পরীক্ষা দিতে আসিতেছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে এই লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া অন্য পরীক্ষা তাঁহাতে নির্ভর কর, তিনিই উত্তীর্ণ হইবার উপায় বলিয়া দিবেন। আমি জানি শ্রীশ্রীভগবানের কৃপা তোমার উপর আছে, তুমি সর্ব্বাবস্থায় তাঁহারই শরণাপন্ন থাকিবে এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাসাধ্য সম্পাদন করিয়া যাইবে, তাহা হইলেই হইল। তাঁহার কাজ তিনি করিবেন। ভগবান্ অহেতুক দয়াময় একথা ভুলিও না, দীনের প্রতি তাঁর দয়া আবার ততোধিক। মহা-আনন্দে কলেজের পরীক্ষা দিবা, সংসার বা দুশ্চিন্তা আদৌ মনে স্থান দিবা না। কেবল ফলাফল তাঁর উপর নির্ভর করিয়া তোমার কার্য্য করিয়া যাও। কোন প্রকার উদ্বেগ মনে স্থান দিও না। আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি শান্তিলাভ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(৫১)

পুরী
২৭।১১।২৮ ইং

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। পরীক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-যত্ন করিতেছ—বর্ত্তমানে তোমার কর্ত্তব্যও তাহাই। কার্য্যের পূর্ব্বে ফলাফলের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া অবসন্ন হইও না। ফলাফল শ্রীভগবানে নির্ভর করিয়া অকপটে চেষ্টা-যত্ন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা কর্ম্মেরই অধিকারী, ফলের নহে। ফলদাতা একমাত্র শ্রীভগবান্। আশা করি শ্রীভগবানের কৃপায় সুফল লাভে কৃতকার্য্য হইবে। আমি মধ্যভারত হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইয়া পুরী আসিয়াছি। আবার এই মাসের শেষে কিছুদিনের জন্য আসাম যাইব। শারীরিক ভালই আছি। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৫২)

পুরী
২৫।১২।৩৪

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তোমার যে একটা না একটা উপসর্গ লাগিয়াই আছে! গ্রামে আরও লোক আছে, জমিদারও আছে, তবে তোমার ঘাড়েই ঐসব অপদেবতার ভার হয় কেন? তোমার দুর্ব্বলতাই এই সকল অশান্তির কারণ। আমি তোমাকে গৃহস্থ-যোগীর ন্যায় গঠিত করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আপনাকে আপনি লইয়া সুখী হইতে পারিলে না, আদর্শভাবে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইলে না, কেবল মায়ার হাতে লাঞ্ছিত হইতেছ। ঐসব অবিদ্যারই অনুচর, তাই তোমাকে পাইয়া বসিয়াছে। সাবধানে চল, সত্যনিষ্ঠ হও, পাপ-সংসর্গ ত্যাগ কর; নতুবা আমিও আর তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। প্রার্থনা করি, তোমার প্রাণে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি প্রকাশিত হউক। অপরের ভাল-মন্দে থাকিও না, আপন আপন কর্ম্ম সকলে ভোগ করিবে, অতএব পরের দোষাদি আলোচনা করিয়া নিজের চিত্ত কলুষিত করিও না। আমার শরীর ভাল নাই।

বাতের আক্রমণে ভুগিতেছি। অন্যান্য কুশল। সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৫৩)

পুরী—উড়িষ্যা।

২৩৷১১৷৩২

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আমার ও দেশের দারুণ দুর্ভাগ্য, তাই যে ডাল ধরিতেছি, সেই ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! তোমার চিঠিখানি বেশ তত্ত্বপূর্ণ; অথচ তোমার মত যুবককেও যে অবিদ্যা খেলার পুতুল করিতে পারে, তাহা ধারণার অতীত। অবশ্য তোমাদের মত বয়সে প্রবৃত্তি এবং ভাবপ্রবণতা খুবই প্রবল সন্দেহ নাই। আমি জানি, তোমরা দেবসন্তান, কোন অভাব ছিল না, স্বেচ্ছায় প্রবৃত্তি মার্গ সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছ, আজীবন প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করিয়া জয়ী হইবে, কিন্তু প্রবৃত্তির স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিবে, ইহা জানিতাম না। তথাপি আমি তোমাকে আশ্বাস ও সাহস দিতেছি। তুমিও মানুষ, মানুষের পতন অবশ্যম্ভাবী; মুনি-ঋষিদেরও পদস্খলন হয়,

বালকে পড়িতে পড়িতেই হাঁটিতে শিখে, তাই এবারের অপরাধ আমি সরল ভাবে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এবারের পতনে যেন তোমার দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয়। ভবিষ্যতের জন্য বেশী রকম সাবধান হও। যে আত্মগ্লানি ও অনুতাপ পূর্ণ পত্র দিয়াছ, তাহা অহর্নিশ প্রাণে জাগ্রত রাখ, তোমার মঙ্গল হইবে। যে উদ্দেশ্যে পিতা-মাতা প্রভৃতিকে কাঁদাইয়া ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছ, তাহা সার্থক করিতে আবার কৃতসঙ্কল্প হও। যদি আশ্রমে থাকিয়া সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার বিঘ্ন মনে কর, তবে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। কিন্তু আত্মহত্যার চিন্তাও মনে স্থান দিও না। আত্মহত্যায় কোন উন্নতি হইবে না, বরং আরও নরকের দিকে টানিয়া লইবে। সুতরাং জীবিত থাকিয়া দারুণ দুঃখ-কষ্টে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যায় সে আশা সুদূরপরাহত। আমার ইচ্ছা, তুমি আশ্রমে থাকিয়াই প্রবৃত্তি জয় কর এবং আত্মগঠন করিয়া আমার কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর। ইহাতে বাহিরের নিন্দা-গ্লানিও একদিন ধুইয়া যাইবে। কিছুদিন ধৈর্য্যের সহিত এইসব সহ্য কর। এক বৎসর পরে তোমাকেও ... ...পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিব। আর নিতান্ত যদি আশ্রমে না থাকিতে পার, আমার চিঠিতে বল না পাও, তবে কোন কারণ জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া নিভৃতে তপস্যা করগে। চিত্তশুদ্ধি হইলে আবার আমার আশ্রমকার্য্যে যোগদান করিও।

আমি মঠ ও আশ্রম পরিচালনের ভার ট্রাষ্টের হাতে অর্পণ করিয়াছি। বিধি ব্যবস্থার ভার মঠের অধ্যক্ষ এবং আশ্রমের কর্ত্তারা গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং অধ্যাত্মগুরুর কার্য্য ছাড়া আমি আর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না,—করিলে আমার কথার মূল্য থাকিবে না। সুতরাং প্রকাশ্যে তোমার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে পারিব না। কাজেই আশ্রমান্তরিত করিবার আদেশ আমি দিতে পারি না। বরং তুমি ······কে লিখিয়া এবং ······এর সম্মতি লইয়া যদি কোন ব্যবস্থা করাইতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্য হইবে না। সে ভার তোমাকে লইতে হইবে। তোমার চিঠির কথা আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ জানিতে পারিবে না। তবে আমার মতে ·····এ থাকিয়াই তোমার ধৈর্য্যের সহিত আত্মগঠন করা কর্ত্তব্য। আমি এখনও বিশ্বাস করি, তুমি নিশ্চয় অবিদ্যাকে একদিন জয় করিতে পারিবে। যাক্ এ সম্বন্ধে আর অধিক লিখিব না। শরীরটাও ভাল নাই। তোমাকে ভার দিলাম। বেশ ধীর ও স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় তাহাই করিও। তুমি আশ্রমে থাক বা অন্যত্র যাও, আমি গুরুরূপে তোমার মঙ্গল চিন্তা করিব। কিন্তু সাবধান !! হঠকারিতা বশতঃ কোন কার্য্য করিও না, ভেবে চিন্তে কর্ত্তব্য স্থির করিও। বাহিরেও অনেক বিপদ্—বহু প্রলোভন। আশ্রম তদপেক্ষা অনেকটা নিরাপদ। আশীর্ব্বাদ করি তোমার চিত্তে দৃঢ়তা, প্রাণে শক্তি ও হৃদয়ে

ভক্তি সঞ্জাত হউক, তুমি প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হও। আমাকে আর বিশেষ কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা ভাল বুঝ করিও। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত আমাকে জানাইও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৫২)

পুরী—উড়িষ্যা
তাং ৪।৭।৩৮

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমরা আমার শুভ ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ৺মায়ের কৃপায় তোমাদের চিত্তশুদ্ধি ও শুভবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হউক। নূতন বৎসরে নূতন উদ্যম-উৎসাহে গন্তব্য পথে অগ্রসর হও। পথের বিঘ্ন-বাধা অপসারিত হউক। আমার গৃহস্থ সন্তান-গণকে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাবা। আজ আর কিছু লিখিব না। আমি ভাল আছি। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৫৫)

পুরী
২৯।১১।৩১

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার প্রেরিত টাকা পাইয়াছি। আমার শরীর সুস্থ নহে। সামান্য পরিশ্রম ও বাক্যালাপে শ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে। বুকে বেদনাও হয়। একখানা চিঠি লিখাও আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাই প্রধান কারণ। বোধ হয় উৎসবের সময় মঠেও যাইতে পারিব না। যাইবার ইচ্ছা আছে। যদি যাওয়া হয়, যথাসময়ে জানাইব।

শ্রীমতী ব——র প্রেরিত ঘৃত পাইয়াছি, তাহাকে জানাইও। অদ্য র— ও জ্ঞা—র পত্র পাইলাম। জ্ঞা— লিখিয়াছে ঈ—পত্রোত্তর না পাইয়া ত্যক্ত হইয়াছে। ঈ—— কিন্তু যে বিষয় জানিতে ছাহিয়াছিল, গ——র পত্রোত্তরে তাহাই লিখিত হইয়াছে। আমার অবস্থা কেহ না বুঝিয়া ত্যক্ত হইলে আমি আর কি করিব ? আর র— ও জ্ঞা—র পত্র পাগলামীতে পূর্ণ। * * আমার নামে কলঙ্ক হইবে ভাবিয়াই তাহারা অস্থির! রোগ, পীড়া, দরিদ্রতার কথা লিখিলে কোন ফল হইবে না, বরং আমি বিরক্ত হইব। আমি কোন নিন্দার কাজ করি নাই, তবু ভক্ত হইতে যদি কলঙ্কই হয়, সে আমার অদৃষ্ট। ভক্তের দৌরাত্ম্যে মনে হয়

এখনি দেহত্যাগ করিতে পারিলে যেন বাঁচি। তাহাদের বলিও, আমি যে সাধন-ভজন দিয়াছি তাহা ছাড়া বাজে কথা লিখিলে আমার দ্বারা কোন উপকার হইবে না। শরীরের জন্য সামান্য কথাতেই বিরক্তি আইসে। আজ বিরক্ত হইয়াই এই পত্রখানা লিখিলাম। তোমরা দুঃখিত হইও না। আমারও দুঃখ-কষ্ট একটু বুঝিও। সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবা। প্রার্থনা করি তোমাদের শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছা সঞ্জাত হউক। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৫৬)

নীলাচল কুটীর

২৫।১২।৩৫

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া প্রীত হইলাম। কামই প্রধান রিপু, অন্যান্যগুলি তদানুসঙ্গিক মাত্র। শ্রীগীতাতে আছে—"কাম বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়" ইত্যাদি যথা—"কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।" সুতরাং 'কাম' অন্তর্ম্মুখী বা ভগবৎ-মুখী হইলে যেমন প্রেম হয়, তেমনি 'ক্রোধ' বা রাগ তখন

অনুরাগে পরিণত হয়, 'লোভ' আত্মসেবা ছাড়িয়া ইষ্টসেবায় নিয়োজিত হয়। অমনি ইষ্টের নাম ও রূপে জীব মুগ্ধ হইয়া পড়ে, আর সংসার-মোহে মুগ্ধ করিতে পারে না। আপনাকে ইষ্টের নিজ জন মনে করাই তখন মদের কার্য্য হয়। আর তখন কাঁচা আমি ছাড়িয়া ইষ্টের দাস সন্তান সখা আদিতে 'মাৎসর্য্য' স্থিতিলাভ করে। কামাদি রিপুর কোন কালেই বিনাশ হয় না, এইরূপে আত্মমুখী হইরা শান্ত হইয়া যায় মাত্র। তাই ভক্ত বলে—'কামাদি বলি না দিয়া ভগবানে নিবেদন করিয়া দাও।' আব একটী মত এই যে, আমিও যোগীগুরুতে লিখিয়াছি, রিপু দমনের উপায় বিপরীত বৃত্তির অনুশীলন। যেমন কামের বিপরীত বৃত্তি প্রেম, ক্রোধের বিপরীত বৃত্তি দয়া, লোভের বিপরীত বৃত্তি দান ইত্যাদি। সুতরাং ভক্তি, দয়া, দান প্রভৃতির যতই অনুশীলন করিবে, ততই কামাদি রিপু নিবৃত্তিপথে ভগবন্মুখী হইয়া পড়িবে। এখানকার কুশল। আমি ২৯শে চৈত্র দার্জ্জিলিং যাইতেছি। তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৫৭)

নীলাচল কুটীর (পুরী)
৬ই চৈত্র, ১৩৩৭ সাল

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। বাহ্যিক পূজা অর্চ্চনার—বিশেষতঃ কাম্য পূজার বিধি-পদ্ধতি আমি অবগত নহি। নিজে কখন ঐসব করি নাই—পদ্ধতি গ্রন্থাদিও অনুশীলন করি নাই। তুমি বলি দিয়া পূজা করিতে বিরূপ বলিয়াই মানসিক পূজান্তে অন্ততঃ বলি উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দিতে আমি ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। কারণ পাঁঠা উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দিতে আমি অনেক দেখিয়াছি।

যখন কথা হচ্ছে মহিষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দিবার বিধি শাস্ত্রে নাই, এমন কি তাহাতে মন্ত্র পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, বিশেষতঃ শ্রীমতী ব—র যখন বলি না দিলে মনঃপূত হইবে না, তখন আর দ্বিধা না করিয়া বলি দিবারই অনুমতি দিলাম। তুমি গৃহস্থ, সমাজে রহিয়াছ, সুতরাং সমাজের রীতি-নীতি, লঙ্ঘন করিয়া সমাজের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বা কুলগুরুর অবাধ্য হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অনর্থক একটা আন্দোলন সৃষ্টি করাও বিধেয় নহে। বিশেষতঃ মানসিক বা কাম্য পূজা সম্বন্ধে সাবধান হইয়া বিধিনিষেধ পালন করাই শ্রেয়ঃ। সুতরাং এবার বলি দিয়াই জগন্মাতার পূজা করিবে।

বলির সময় তোমাকে যে সে স্থানে উপস্থিত থাকিতে হইবে, এমন কোন বিধি আছে বলিয়াও আমি জানি না।

কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবে—বাড়ীর সকলকে সাবধান করিয়া দিবে, আর যেন কেহ কখনও এমন মানসিক না করে। স্বার্থপর অজ্ঞানান্ধ সংসারী বিপদে পড়িয়া পূজা মানসিক করে ; কিন্তু পরিণামে ইহাতে শ্রেয় না হইয়া কর্ম্ম-ফলের বহরই বাড়িয়া যায়। তোমরা গোঁসায়ের শিষ্য হইয়া—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াও এরূপ শাক্তাচারের প্রবৃত্তি হইল কিরূপে? বড় লোকের অভিমান আছে বলিয়াই বড় মেয়ের জোড়া মহিষের কথাটাই মনে পড়িয়া গিয়াছিল। নতুবা মা আমার পাঁচ পয়সার চিনি বা বাতাসাতেই তুষ্ট হইতেন। এরূপ মোটা ঘুস দিবার দরকার হইত না। যাক্ এবার কিন্তু তোমাকে 'বলি' দিয়াই পূজা করিতে হইবে।

এই গরমে, এইরূপ দেহ লইয়া, অতদূরে শতাধিক টাকা খরচ করিয়া আমার যাওয়া অসম্ভব—অক্ষমও বটি। বিশেষতঃ ঐরূপ ব্যাপারে আমার উপস্থিতিও কর্ত্তব্য নহে। তোমার আপন অন্তরে আমার আবির্ভাব উপস্থিতি উপলব্ধি করিয়াই পূজায় ব্রতী হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, নির্ব্বিঘ্নে মহামায়ার পূজা সম্পন্ন হউক। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৫৮)

শান্তি আশ্রম
৯।১।২০

স্নেহাস্পদাসু—

তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। যদি তোমার চিত্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে, মানবমণ্ডলীকে দেবতার ন্যায় চক্ষে দেখিতে শিখিয়া থাক, মানবীয় বিকার দূর হইয়া থাকে, তবে অক্লেশে স্বামীকে ইষ্টদেবীর স্বরূপ মনে করিয়া সেবা-পূজা করিতে পার, কোন বাধা নাই। স্বামীই তো নারীর ইষ্টদেবতা! পাশবিক ভাব অন্তর্হিত হইলে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা—ভাবের সাধনা। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি না হয়। তোমার স্বামী যদি ফুল বেলপাতা পায়ে দিতে দেন, তবে স্বামীকে ইষ্টদেবীর স্বরূপ মনে করিয়া বাহ্য পূজাও করিতে পার। তাহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। মন ঠিক থাকিলেই হইল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীনিগমানন্দ

(৫৯)

পুরী
২০।২।৩২

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিবাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। বর্ত্তমানে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এই তুইটী আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবে গৃহস্থ অত্যন্ত স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখী হইয়া শান্তি-সুখ হারাইতেছে। বর্ত্তমানে প্রকৃত জ্ঞানী কিম্বা অবিদ্যা-মোহিত অজ্ঞান ব্যতীত সংসারে থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই। যাহার 'সা[illegible] বিবেক জন্মিয়াছে, সে-ই সংসারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তুমি যে সংসারে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হই নাই। সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্য প্রতিপালন পূর্ব্বক মনঃস্থির করিয়া জ্ঞান লাভ করা আমি একেবারে দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে করি। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সন্ন্যাসযোগ বা জ্ঞানীগুরুর সেবা ব্যতীত অন্য উপায় নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কাহাকেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে প্ররোচনা করাও আমি সঙ্গত মনে করি না। বীজ পক্ব হইলেই বৃক্ষ হইতে স্খলিত হইবে। কর্ম্মবীজ পাকিলেই সংসার-বন্ধন খসিয়া যাইবে। কেহ ধাধা দিতে

সমর্থ হইবে না। জোর করিয়া সংসার ছাড়িয়া অনেকেই আবার বমি ভোজনকারীর ন্যায় পুনঃ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে। কাজেই মনের জোর—প্রাণের বল—শ্রীভগবানের প্রেরণা না বুঝিয়া সংসার ছাড়া অপেক্ষা সংসারে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াও সংসার-রসে কর্ম্মবীজ পুষ্ট করাই কর্ত্তব্য। তোমাকে আমি সংসারে থাকিতেও আদেশ করিতেছি না, সংসার ছাড়িতেও বলিতেছি না। তুমি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্। ভাল-মন্দ বিবেচনা করিয়া যে পথই অবলম্বন করিবে, আমি তোমাকে সেই পথেই সাহায্য করিব। আমার মত ও বিশ্বাস মাত্র তোমাকে লিখিয়া জানাইলাম। যদি ইহাতেও স্পষ্ট না বুঝিতে পার, কিছুদিন অপেক্ষা করিও। আমি আষাঢ়ের শেষে কিম্বা শ্রাবণের প্রথমে কলিকাতা হইয়া আসাম যাইব। সেই সময় সাক্ষাতে আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিয়া দিব। অত্র মঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৬০)

আশ্রম

২৩।১।২৮

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশীরাস্তাম্বিশেষঃ—

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। মাঝে মাঝে তোমার সংসার ছাড়িবার সঙ্কল্প উদয় হয়। ইচ্ছা করিলেই সংসার ছাড়া যায় না, আর সংসার ছাড়িলেই মুক্তি হয় না। সংসার-বীজ নষ্ট না হইলে গভীর অরণ্যেও তাহা অঙ্কুরিত হয়। অবশ্য সংসার ভীষণ স্থান বটে; কিন্তু সংসারেই ত জীবের পরীক্ষা! সুতরাং সংসারে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে মুক্তিপথে উন্নীত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ প্রেম-ভক্তি ভগবানের কৃপা ব্যতীত লাভ হয় না। গুরুসেবা অবশ্য বড় কথা বটে, কিন্তু যে পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিতে অক্ষম, তাহার দ্বারা গুরুসেবাও হইতে পারে না। অতএব আমার আদেশ, তোমাকে সংসারে থাকিয়া গুরুসেবার উপযুক্ততা লাভ করিতে হইবে, সংসার—জ্বালা হাসিমুখে সহ্য করিয়া ভগবানের কৃপা লাভ করিতে হইবে। নতুবা অনুপযুক্ত অবস্থায় আমার নিকট আসিলে আমার উপরও ভক্তি-বিশ্বাসের গ্লানি জন্মান অসম্ভব নহে। আশীর্ব্বাদ করি—হাসিমুখে সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন কর এবং নামের বলে

প্রলোভনাদি বাধা পদদলিত করিয়া অগ্রসর হও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৬১)

সারস্বত মঠ

৮ই জ্যৈষ্ঠ

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

আমি পূজার পর আশ্রম হইতে বাহির হইয়া নানা-স্থান ঘুরিয়া হরিদ্বার কুম্ভ দর্শনান্তে ২৫শে বৈশাখ আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়াছি। আসিয়া তোমার পত্র পাঠান্তে অবগত হইলাম। তোমার বিবাহ তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, ইচ্ছা থাকিলে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। যথাশাস্ত্রমতে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াও আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যাইতে পারে। আর শ্রীভগবান্ যাহাকে শ্রীচরণে টানিবেন, সংসার কখনও তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। বঙ্গের শ্রীগৌরাঙ্গ তার বিশেষ প্রমাণ। তবে গৃহস্থাশ্রমেও বিধি-নিষেধ আছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আছে। তাহার ব্যভিচার করিলে গৃহস্থধর্ম্মও কলুষিত হয়। যাহা হউক ভগবানে নির্ভর করিয়া চলিও, তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন। আমি আষাঢ় মাসে বগুড়া যাইব, সেই সময় আমার সহিত দেখা করিও।

সবিশেষ বলিব ও শুনিব। অন্যান্য কুশল, আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। আমি কাহারও নিকট বিশেষ পত্রাদি লিখি না। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৬২)

পুরী

৫।১২।৩৭

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষঃ—

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। পত্রে তোমার জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। কিন্তু তুমি ঐ পত্রে যে সকল তত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আমার দেহের পক্ষে অসাধ্যও বটে। সাক্ষাতে ভিন্ন সে সকল কথা বুঝাইতে পারিব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে দেখা করিতে পার! —কিম্বা কিছুদিন অপেক্ষা কর—, আমি যখন ময়নামতী আশ্রমে যাইব, তখন দেখা করিও, সব বিষয় মীমাংসা হইবে।

যদি তুমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমি তাহাতে সম্মতি দিতেছি। যখন আশ্রম-জীবন যাপন করিতে পারিলে না, তখন বিবাহ করিয়া আদর্শ গৃহস্থ হইতে

চেষ্টা কর। তুমি অর্দ্ধযুগ অর্থাৎ ৬ বৎসর আশ্রমে ছিলে, ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থ হওয়া নিন্দনীয় নহে, বরং শাস্ত্রাচার-অনুকূল। সন্ন্যাস নিয়া গৃহে গেলে সমাজেও নিন্দার কারণ, শাস্ত্রমতেও দোষাবহ, কিন্তু তুমি সন্ন্যাসী নহ, ব্রহ্মচারী মাত্র। তুমি আশ্রমে যতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে কোন আসক্তিতে বাঁধিতে পারিবে না। অবশ্য তুমি কোন অবস্থাতে সুখী হইতেও পারিবে না। কিন্তু ইহাতে তোমার কর্ম্মবীজ নষ্ট হইবে। তখন পুনরায় সন্ন্যাসাশ্রমে আসিলে কোন ক্ষতি হইবে না, বরং পরিপুষ্টি লাভ করিবে। অবশ্য আমি তোমাকে গেরুয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তান উপনয়নে গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারী হইয়াও সমাবর্ত্তন করিয়া গেরুয়া ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হয়। তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা দিতেছি। যদি বিবাহ কর, তবে গেরুয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিও।

বৎস ! আত্মহত্যা করিয়া কেহ শান্তি পায় না, বা পরজীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না, বরং আত্মহত্যায় কর্ম্মফলের বহর বাড়িয়া যায়। সুতরাং স্বভাবমৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ-দুঃখ রোগ-শোক সহ্য করিয়া যাওয়াই মানবের কর্ত্তব্য। এখানের বোঝা এখানেই ফেলিয়া যাইতে হইবে। প্রকৃতির বিধান লঙ্ঘন করিয়া কেহ কোনদিন সুখী হয় নাই, তুমিও হইতে পারিবে না। আমার এ কথাটী ভুলিও না। তুমি যেখানেই থাক, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করিব।

বিশ্বাস করিও, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তোমাকে ভুলিতে পারিব না। আশীর্ব্বাদ করি তোমার শুভবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হউক। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

"ঠাকুর"

(৬৩)

সারস্বত মঠ

২৩।৭।২৫ বাং

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। পূর্ব্বে চি—র পত্রে জানিয়াছিলাম তুমি স্ত্রী-পুত্রসহ মনুপাহাড়ে আশ্রম করিয়া থাকিবে এবং তোমার বড় ছেলেটীকে আমাকে দিবে। কিন্তু এবারকার পত্রে বিস্মিত হইলাম। আমাদের ২য় বার্ষিক ভক্ত-সম্মিলনীতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, মঠে স্ত্রীলোক আর গৃহীত হইবে না—এমন কি এক পরিবারের দুইজনকে স্থান দেওয়া হইবে না। অনেকের ঠেকিয়া শিখিয়া সে জ্ঞানলাভ হইয়াছে। সন্ন্যাসের সহিত গৃহস্থ আশ্রমের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া ....মিশনের পুনরভিনয় হওয়া বিচিত্র নয়। বরং আশ্রমে যে দু'একজন মেয়ে আছে, ক্রমশঃ তাদের স্থানান্তরিত করা হইবে। সুতরাং তোমার প্রার্থনা কিরূপে পূর্ণ করিব ?

অতএব স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সেবকরূপে তাঁহারই আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার সেবা কর। সেখানেই তাঁর প্রকাশ দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। অনর্থক ছুটাছুটি করিয়া লাভ কি? সাক্ষাৎ হইলে সব কথা বুঝাইয়া দিব। এ বিক্ষেপ-অবস্থা দূর হইবে, কিম্বা পরামর্শ মতে যাহা হয় একটা করা যাইবে। * * * আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা এবং অন্যান্য ভক্তকেও জানাইবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৬২)

সারস্বত মঠ

৩০শে আষাঢ়

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। পূর্ব্বের পত্রও পাইয়াছি। কিন্তু সেই সময় বো— আশ্রমে চলিয়া আসিতে লিখায় আমি কোন উত্তর দেই নাই। তুমি উভয় পত্রে যে সব সাধনার কথা লিখিয়াছ, তাহা বিভিন্ন অধিকারীরর জন্য। জীবনে একটী সাধনা অবলম্বনেই পূর্ণত্ব সাধিত হইতে পারে। তুমি বৈদিক সন্ন্যাসী; তপ, জপ, কি কোন সাধনা যাহা কর্ম্ম নামে খ্যাত, তাহা তোমার না করাই ভাল। তোমার একমাত্র সাধনা—'অপরোক্ষানুভূতি'। ব্রহ্মের সহিত আত্ম-অভেদ

ধ্যানেই তাহা সম্পাদিত হইতে পারে। ধ্যানে অশক্ত হইলে মহাবাক্য জপ ইহাই সন্ন্যাসীর সাধনা। বিশেষতঃ পত্র দ্বারা ভাবের উচ্চাঙ্গের সাধন-তত্ত্ব বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তোমার আশ্রমে থাকিতে ভাল না লাগিত, আমাকে বলিয়া নিজের জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্যগুলি জানিয়া যাওয়া উচিত ছিল। মাত্র ভেক লইয়াছিলে, আর ত কিছুই জান নাই। এখন পত্রদ্বারা ঐ সকল কঠিন বিষয় জানিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। উপযুক্ত গুরুতুল্য সন্ন্যাসী পাইলে তাঁহার নিকট সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানিয়া লইও। নতুবা পুনরায় আমার নিকট আসিয়া সব জানিয়া যাইও। আমি শীতকালে কাশীতে থাকিব। ইচ্ছা হইলে সেই সময় তথা হইতে জানিয়া যাইতে পার। মন স্থিরপূর্ব্বক এক বিষয়ে জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিলে সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠা হইল না। মনের ইচ্ছায় মতলব মত চলিলে ত্যাগের উচ্চাসন পাইবে না। মনোবুদ্ধির সহিত স্থূল-সূক্ষ্মদেহ বিনাশ না হইলে স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। শ্রীগুরুদেব তোমায় সুমতি দিন। জগতের সুখার্থে আত্মসুখ অর্থাৎ মায়িক আমিকে বলি দিয়া স্বরূপানন্দ লাভ কর। অত্র মঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৬৫)

নীলাচল কুটীর
১০।১১।৩৮

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। ব্রহ্মচর্য্য-জীবনে চিত্তশুদ্ধি প্রধান লক্ষ্য, চিত্তশুদ্ধি হইলে লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়া সহজ হয়। সত্ত্বশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া তুমি যাহাই করিতেছ তাহা চিত্তশুদ্ধির কারণ জানিয়া আমি তাহা সমর্থন করিয়াছি। ইচ্ছা আছে যথাসময়ে তোমার ভাব বুঝিয়া বিশেষ কোন সাধন-পন্থা বলিয়া দিব।

আমার মতে শুদ্ধসত্ত্ব বা স্বরূপ একার্থবাচক নহে। শুদ্ধসত্ত্বে রজস্তমের ময়লা না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাও গুণ। স্বরূপ বলিলে আমরা গুণাতীত অবস্থা বুঝি। আর ব্যক্তিত্ব ও জীবত্বকে এক বলিয়া মনে করি। প্রকৃতির গুণাবরণে ব্রহ্মই বহু ব্যক্তিত্ব বা জীবত্বে প্রকাশিত হইয়াছেন। জীব ব্রহ্মের অংশ নহে—সুতরাং নিত্যও নহে। চিত্তে চৈতন্যের আভাস মাত্র। আধার না থাকিলে যেমন প্রতিবিম্বও থাকে না, চিত্ত না থাকিলে জীবও লয় হয়। তাই যোগপথে চিত্ত নিরোধ করিলে জীবত্ব লয়প্রাপ্ত হয়, স্বতঃই সাক্ষীস্বরূপ প্রকাশিত হন। ইহাই আত্মসাক্ষাৎকার; নতুবা ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার আত্মসাক্ষাৎকার নহে। আপনাকে

জানা আত্মসাক্ষাৎকার বলিতে পার, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনার স্বরূপ অবধারণ করা চাই। আমার মতে আমি ব্যক্তি নহি। আর জ্ঞানপথে সন্ন্যাসযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যক্তিত্ব (জীব অর্থাৎ আভাস চৈতন্য) পরিহার করিয়া, শ্রবণ, মনন নিদি–ধ্যাসন কিম্বা ব্রহ্মবিৎ গুরুর সেবা, পূজা, ভালবাসায় ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করা যায়। যোগপথ এবং জ্ঞানপথ বা ব্রহ্মবিৎ গুরুর সেবা ভিন্ন ব্রহ্মনির্ব্বাণের (স্বরূপ মুক্তির) আর তৃতীয় পথ নাই!

যাহারা নির্ব্বাণমুক্তি বা ব্যক্তিত্বলয়ের বিষয় ধারণা করিতে পারে না, তাহারাই ভক্তিপথের সিদ্ধান্ত বা লক্ষ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ভক্তের মতে ভগবানের একটা সত্ত্বশুদ্ধ রূপ আছে; জীব তাঁহারই অংশ, সুতরাং নিত্য। জীব মলিন অবস্থায় (রজস্তমোঽভিভূত) তাহা জানিতে পারে না। কাজেই গুণের উৎকর্ষ দ্বারা তমঃ-রজঃ অতিক্রম করিলে সত্ত্ব শুদ্ধাবস্থায় ভগবানে দৃঢ়াভক্তি সম্পন্ন হয়। তখন কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ থাকে না। আপন আপন ব্যক্তিত্বের ভাবানুসারে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে সালোক্য সারূপ্য প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। চরমে সাযুজ্য মুক্তিও লাভ হইতে পারে। কিন্তু ভক্ত নির্ব্বাণ দূরে থাক সাযুজ্য মুক্তিরও বিরোধী।

যাক্—এই কথাগুলিতে তুমি বুঝিতে পারিবে কি না জানি না। ইহাতে মূল বিষয়ের আভাস দিলাম মাত্র।

সাক্ষাতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বুঝিয়া লইও। আমি ভাল আছি। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৬৬)

পুরী

১।৬।৩৩

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষঃ—

তোমার পত্রখানা পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইলাম। তোমাদের এখন পূর্ণ যৌবন কাল, এ সময় নানারূপ চিত্তবিক্ষেপ স্বাভাবিক। তদুপরি অসুখাদিতে চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে বিক্ষেপ শক্তির ক্রিয়া বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি 'হাল' ছাড়িয়া দিতে হইবে? জীবন ভোর চিত্ত-বৃত্তির সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। কর্ম্মফলানুসারে সঞ্চিত গুণে আত্মসমর্পণ করিলে চলিবে না। পুরুষার্থের হাপরে গুণকে দগ্ধ করিতে হইবে। এখনই হতাশ হইবে কেন? নিজকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুতে আত্মনিবেদন করিতে অভ্যাস কর। মনে বিরুদ্ধ বৃত্তির উদয় হইলে 'জয়গুরু' মহামন্ত্র জপ করিও—অকপটে তাঁর নিকট প্রার্থনা করিও, মনে বল

পাইবে। যদি সংযমের সহিত ত্যাগের সংস্কার লইয়া মরিতেও পার, তাহাও পরজন্মে মহা সৌভাগ্যের সূচনা করিবে। একজন্মেই আমাদের সব শেষ হইবে না। আশী-র্ব্বাদ করি তোমাদের হৃদয়ে ভক্তি ও দেহে শক্তি সঞ্জাত হউক। সাক্ষাতে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিব। আমরা শারীরিক ভাল আছি। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

তোমাদের ঠাকুর

(৬৭)

পুরী

২৭।২।৩১

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া জ্ঞাত হইলাম। পূর্ব্ব পত্রখানাও যথাসময় পাইয়াছি। কিন্তু ……সম্বন্ধে যে অপবাদের কথা লেখা ছিল, তোমরা তাহা উড়াইয়া দিলেও এবং আমি তাহা বিশ্বাস না করিলেও আমার চিত্তে খুব ধাক্কা লাগিয়াছে। “যেটা রটে কিছু না কিছু বটে।”

নিশ্চয়ই তোমাদের ব্যবহার এমনই অসামাজিক, যাহাতে লোকে ঐসব অপবাদ দিবার সুযোগ পাইয়াছে।

সাধারণ লোকের মধ্যেই ঐ আন্দোলন চলিতেছে। র—র চক্ষুলজ্জা নাই, সে তোমাদের মুখের উপরই বলিয়াছে! তাই তাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছ। ·····এর ব্যবহারে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাহাকে পুনঃপুনঃ ক্ষমা ও সাবধান করা সত্ত্বেও সে সংযত হইতেছে না। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্রহ্মচারীর বাক্যালাপ নিষেধ। সে আমার উপদেশ উপেক্ষা করিয়া মাতৃভাবে বিভোর হইয়া সমাজ-বিগর্হিত ব্যবহার করিতেছে। আপন মা ছাড়িয়া পরের মার সহিত এরূপ ব্যবহার বিসদৃশ। সত্যকার মায়ের নিকটও বুড়া ছেলের এত আদর-সোহাগ চলে না। হরিদাস বৃদ্ধার হাতে ভিক্ষা লওয়ায় গৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। আর বগুড়ায় তোমাকে এত সাবধান করা সত্ত্বেও ব্রহ্মচারীদের এরূপ প্রশ্রয় দেওয়া কিরূপ গুরুভক্তির পরিচয় আমি বুঝিতে পারি না। গৃহীলোক সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর সর্ব্বনাশ করে; শেষে উল্টা দোষ চাপাইয়া বসে। জানি না ······এর কোন্ গুণে তোমরা মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছ! তার বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞান আমার অবিদিত নহে। নিতান্ত বেহায়া বলিয়াই এখনও সে ভণ্ডামী করিতে সাহস করিয়াছে। এবার তাহাকে আমি গুরুতর শাস্তি প্রদান করিব নতুবা ত্যাগ করিব। আশ্রম না হওয়াও শ্রেয়ঃ, তবু ঐরূপ গুরুদ্রোহী ভোগী সেবকের দ্বারা ত্যাগী সমাজ কলঙ্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তোমাদের উপরও এবার আমি বিরক্ত হইয়াছি। বি—র ঘটনার পর

আমার বিশ্বাস ছিল আর কখনও তোমাদের দ্বারা অসামাজিক কাণ্ড ঘটিবে না। দুর্ভাগ্য আমার, আমি যাহাদের একটু ভালবাসি, তাহারাই আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। ......এর মত অপদার্থের আদর যেখানে, দ......র প্রভাব সেখানে কিরূপ, তাহা এখন বেশ বুঝিতেছি। ......এর জন্য আমার লজ্জা হইতেছে। তোমাদের আর কি লিখিব? সাক্ষাতে সে সব কীর্ত্তি-কাহিনী আলোচনা করিব। আমি ভাল আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(৬৮)

৺পুরীধাম

৫।৮।৩০

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে সু——র দুইখানি পত্রে স্ব——র অবস্থা অবগত হইয়াছি। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তরই মন্দ দাঁড়াইতেছে। ৩রা পৌষ চরম মন্দে উপনীত হইবে। যদিও তাহাকে আর জীর্ণদেহে ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে, তবুও যাহাতে সম্মিলনীর পরে উহা সংঘটিত হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা

করিতেছি। ফল কি হইবে ঠিক এখনও বলিতে পারি না। যাহাই হউক তাহার জন্য তোমরা বিচলিত না হইয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্যে মনঃসংযোগ করিও। সম্মিলনী যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করিবা। অবশ্য যাঁহার কার্য্য তিনিই তাহা করাইবেন। তোমাদের প্রাণে ধৈর্য্য, উৎসাহ, অধ্যবসায় থাকা চাই। আমি আগামী শুক্রবার ২৮শে এখান হইতে বাঙ্গালায় রওনা হইব। পথে পশ্চিম-বঙ্গে ও পূঁঠিয়ায় কয়েক দিন বিলম্ব হইবে। তৎপরেই বগুড়া যাইব। সাক্ষাতে অন্যান্য বিষয় ও তোমার পারিবারিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অন্যান্য কুশল। সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৬৯)

সারস্বত মঠ

১২ই মাঘ, ১৩৩০

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশীরাস্ত্বাশিষঃ—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমান্ স্ব—র অভাবে আমাদের যে ক্ষতি হইবে তাহা আর পূরণ হইবার উপায় নাই। সুতরাং তাহাকে জগতে রাখিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আত্মা আয়ত্তীকৃত

হইলেও দেহটাকে কর্ম্মোপযোগী করিবার পন্থা পাইতেছি না। দেহের প্রতি পরমাণু রোগবীজে জীর্ণ করিয়াছে। তরা পৌষের মৃত্যুই গত পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ণিমার দিনই আমি জানিতে পারি ঐদিন দেহত্যাগ হয় নাই। সুতরাং প্রতিপদ হইতে সঙ্কল্প করিয়া মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ আরম্ভ করিয়াছি। ৮ই ফাল্গুন তাহা শেষ হইবে। এইবার চরম চেষ্টা। ইহাতেও যদি সুফল না হয়, তবে আর ঐ দেহে তাহাকে আটকাইয়া রাখিব না। মৃত্যুর দ্বার ছাড়িয়া দিব। আর যদি সুফল পাই, তবে তখন নদীতীরে বাসাদির ব্যবস্থা করিলেই হইবে। এখন দরকার নাই। তবে আয়ুহীন দেহ, সকল সময়ই দেহত্যাগের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন আশা নাই। কাজেই অন্য কোথাও পাঠান যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। ইহার মধ্যে যদি কিছু না হয় তবে ৮ই ফাল্গুনের পরদিন তাহার অবস্থা আমাকে জানাইবে।

বগুড়া আশ্রম হইয়া অবধি সেবকের অভাব আর বিরুদ্ধ দলের কুৎসার কথা শুনিতে শুনিতে আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। এ পর্য্যন্ত এত সেবক কোন আশ্রমে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু প্রাণবান্ আশ্রম-ধর্ম্মাভিজ্ঞ পরিচালকের অভাবে কোন সেবকই টিকিতেছে না। কা—, র—, দে—, গী— প্রভৃতি কেন চলিয়া গিয়াছে তাহা তাহারা আমাকে জানাইয়াছে।

এই মঠে দুই শ্রেণীর সেবক আছে। একদল কর্ম্মী ও অন্যদল শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীকে আশ্রমের সকল নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মীসেবক দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। অনেকে তামাক খায়; একাদশী, আমাবস্যা, পূর্ণিমাদি পালন করে না। কিন্তু তাহারা ভিন্ন একদিনও আশ্রমের কার্য্য চলিবে আশা নাই। অবস্থা বুঝিয়া আমিই এসব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। গাঁজাখোর কা— দ্বারা সেবাশ্রমের প্রতি সাধারণের যেরূপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত কোন সেবক তাহা পারিল না। সুতরাং যাহাদ্বারা কাজ পাওয়া যায়, তাহার প্রতি একটু স্নেহদৃষ্টি রাখিতে হয়—তাহার আব্দার-অভিমান অধ্যক্ষকে সহ্য করিতে হয়। নতুবা কেবল কঠোর বিধিনিষেধ দ্বারা শাসন করিলে সেবক টিকিবে না। আবার বাড়ী হইতে দেবত্ব লাভ করিয়া কেহ তোমাদের আশ্রমে আসিবে না। যাহারা আসিবে তাহাদিগকে দেবতা করিয়া লইতে হইবে। র— তোমাদের আশ্রমে থাকিল না, কিন্তু ভাওয়াল আশ্রমে সে ২ বৎসর কেমন কাজ করিতেছে আমি দেখিতেছি। যাহা হউক এখানকার শিক্ষার্থীসেবক বা কর্ম্মীসেবককে তোমাদের ওখানে পাঠাইলে চলিবে না, কারণ তাহারা বাহিরের সেবা বা অর্থ সংগ্রহে অভ্যস্ত নহে। তোমাদেরই সেবক সংগ্রহ এবং তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। বি—র কিছু কিছু বদ্‌খেয়াল আছে জানি, কিন্তু সে কাজের লোক। তাহাকে পরিচালিত করিতে পারিলে

তাহাদ্বারা কাজ পাওয়া যাইত। তাহাকে বাহিরের কাজে নিযুক্ত রাখ। তুমি যে সকল কাজের কথা লিখিয়াছ, তাহা তাহাদ্বারাই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। তদপেক্ষা কাহাকেও যোগ্য দেখিতেছি না। তবে যদি সে নিতান্ত অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাহা হইলে তাড়াইয়া দিও। আমার অপেক্ষার প্রয়োজন নাই। একখানা পত্র তাহাকেও দিলাম।

শ্রীমান্ দে— সম্বন্ধে আমার যাহা কর্ত্তব্য, অবশ্য করিব। এখন তোমার অদৃষ্ট। তবে সংসারের সুখ-সুবিধার জন্য বাসনা-কামনায় আসক্ত হইয়া পড়িও না, অমৃত ভুলিয়া মৃতের জন্য উতলা হইও না। আমি ফাল্গুন মাসেই বঙ্গদেশে যাইব। এখানকার কুশল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৭০)

নীলাচল কুটীর
৩।১।৩১

কল্যাণবরেষু—

গরমে কলিকাতায় না তিষ্ঠিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি পুরী চলিয়া আসিয়াছি। নূতন বাড়ীতে উঠিয়াছি। গতকল্য তোমার পত্র হাওড়া হইতে এখানে আসিয়াছে। পাঠান্তে অবগত হইলাম। * * *

সান্ত্বাহারে যখন বি— টাকা দিয়া প্রণাম করে, তখন সু—র সঙ্গে আমি কথায় ব্যস্ত ছিলাম। টাকার কথা জিজ্ঞাসা করার ও অন্যান্য কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ ট্রেণ ছাড়িয়া দেওয়ায় আর কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলাম না। ত্যাগী ব্রহ্মচারী সেবকগণ শ্রীগুরুর কার্য্যে দেহ-মন উৎসর্গ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের উপার্জ্জিত বা সংগৃহীত অর্থ সবই শ্রীগুরুর। যাহারা দেহ-মন শ্রীগুরুকে প্রণামী দিয়াছে, তাহাদের টাকা দিয়া প্রণাম করিবার প্রয়োজন নাই। যে সেবক যে আশ্রমে থাকিবে, তাহার সংগৃহীত অর্থ সেই আশ্রমে ব্যয়িত হইবে। আশ্রমগুলিও শ্রীগুরুদেবের। তাহা ছাড়া সেবকের নিয়ম এই যে, তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে না। করিলেও তাহা আশ্রমে জমা দিতে হইবে। বি—র সে শিক্ষা বা জ্ঞান নাই। তাই আমাকে টাকা দিয়া বৃথা সন্তুষ্ট করিবার সে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার হালিসহরের ব্যবহার, চরিত্র, জ্ঞান-বুদ্ধি আমার অবিদিত নহে। সংযম, ত্যাগ ও সাধু ব্যবহার ব্যতীত আমি কোন সেবকের উপর প্রীত হইতে পারিব না। এমন কি নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলিও সেবকগণকে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চাহিয়া লইতে হইবে। এইসব কথা বি—কে বুঝাইয়া বলিবা। তাহার প্রদত্ত ১০৲ টাকার নোটখানা এইসঙ্গে ফেরৎ দিলাম। * * *

রাজসাহী বিভাগের শিষ্যের তালিকা যাহা দিয়াছি

তাহা একটা খাতায় উঠাইতে ব্যবস্থা করিবা।

বাড়ীটা বেশ মনোমত হইয়াছে। তবে এখনও প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া অভাবাদি দূর করিয়া লইতে হইবে। বেশ আনন্দেই আছি। অন্যান্য কুশল। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৭১)

সারস্বত মঠ

স্নেহের র—,

বহুদিন পরে তোমার পত্রখানা পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। পূজার বন্ধে আশ্রমে অনেক ভক্ত আসিয়াছিল, তাহাদের লইয়া সময় কাটিয়া গিয়াছে, পত্রাদি লিখিবার সময় সুযোগ পাই নাই। যখন সময় হইল, কোথায় উত্তর লিখিব তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। কারণ কলেজ খোলার সময় আসিয়াছিল, তাই যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই।

বৎস! পূজার সময় যে বিভ্রাট হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য অনুশোচনায় ফল নাই, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান ও দৃঢ় হইবে। স্বেচ্ছায় হউক আর অনুরোধেই হউক যে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে তাহাতে কদাচ ঔদাস্য করিবে না। দায়িত্ব যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পালিত হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা

করিবে। নিজের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাইবার সময় তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে। বিশেষতঃ দেবতার কাজে অবহেলা বিশেষ গর্হিত। আমি সকল প্রকার দায়িত্বেই সর্ব্বদা শেষ পর্য্যন্ত মনোযোগী হইতে উপদেশ দিতেছি। আশা করি তোমাদ্বারা আর কোন কর্ত্তব্যে কখনই কোন ত্রুটী হইবে না।

আশ্রমের কার্য্য দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সম্মুখে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বিকশিত। সে আলোকে কত প্রশস্ত পথই দৃষ্ট হইতেছে। আমি ও আমার বলিতে যাহারা আছে তাহাদের সম্মুখে অসংখ্য কার্য্য। পৃথিবীব্যাপী রজঃগুণের ধ্বংসে সাত্ত্বিক গুণের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। ভারতের ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ব্যতীত এই সাত্ত্বিক গুণের আহার জোটাইয়া কে তাহাদের পুষ্ট করিবে? এই উপস্থিত সাম্য ও উদার যুগে বেদান্ত ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন্ ধর্ম্ম সকলের সমান ভাবে তৃপ্তি সাধন করিবে? সেইজন্য বাঙ্গালার সুদূর প্রান্তে এই মঠ স্থাপন করা হইয়াছে। লোক সমাজে কেবল গোলে-হরিবোল না দিয়া যাহাতে বেদান্তবিদ্ গুরুর বিকাশ হয় তজ্জন্য অনাথ আশ্রম ও মঠের প্রতিষ্ঠা এবং জগদ্গুরু তাহার পরিচালক। কার্য্য কিরূপ হইতেছে তিনিই তাহা জানেন। তবে এইমাত্র সূত্রপাত, এখনও পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাই হয় নাই। অনেক বিভাগের অনেক বিষয়ই এখনও অসম্পূর্ণ। অভাবের মধ্যেই আমাদিগকে ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তবে

যেরূপ কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, তাহাতে হতাশের কোন কারণ নাই। সেবকগণের উদ্যম, অধ্যবসায় ও সেবা-প্রাণতা দিন দিন বর্দ্ধিতই হইতেছে।

বৎস! তোমাদের মত বালক ভক্তগণের উপর আমি অনেক আশা করিতেছি। তোমরা যেদিন শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখন আমরা সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণতা লাভ করিব। দশ বৎসরের মধ্যেই এই মঠের সেবকগণ বেদান্ত প্রচারার্থ জগতে বাহির হইতে পারিবে বলিয়া আমি মনে করি। প্রার্থনা করি শ্রীগুরুদেব তোমাদের প্রাণে তদনুরূপ শক্তি-ভক্তি প্রদান করুন।

আমি অতি সত্বরই বাঙ্গালা দেশে যাইব, তৎপরে কাশী যাইব। তথায় কিছুদিন অবস্থানান্তে চৈত্রে হরিদ্বার কুম্ভ মেলায় যোগদান করিয়া বৈশাখ মাসে উৎসবের পূর্ব্বেই আশ্রমে আসিব। শ্রীমান্ য—দের কোন সংবাদ অবগত নহি। তুমি তাহাকে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাইবে এবং নিজেও জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

"ঠাকুর"

(৭২)

বেনারেস সিটি
১৭ই পৌষ

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

প্রিয় রা— ও সন্তানগণ! তোমাদের ছাড়িয়া—হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছি। সে হৃৎপিণ্ড তোমাদের আদর-যত্ন দ্বারা রক্ষিত না হইলে বন-ফুলের ন্যায় লোকচক্ষুর অগোচরে লয়প্রাপ্ত হইবে। তোমরা কেহ একথা ভুলিও না। 'শান্তি-আশ্রম'টী আমার জীবন-ব্যাপী সাধনার ফল, আশ্রমের কাছে আমার প্রাণটা তুচ্ছ—ঐ আশ্রমের জন্য আমি শতবার আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি। আশা আছে ঐ আশ্রম হইতে কালে শত শত নিগমানন্দের বিকাশ হইবে। বৎস! তোরা আমার সেই আশ্রমের রক্ষক, আশা আছে আমার প্রাণতুল্য আশ্রমকে অবহেলা করিয়া তোরা কেহ আমার প্রাণহন্তারক হবি না। প্রার্থনা করি স— বা সু— যে লীলা করিল, তোমাদের হৃদয়ে যেন সেরূপ উপাদান সংগৃহীত না হয়। আমার আশ্রম ত্যাগের কারণ তোমরা কখনই ভুলিয়া যাইও না। ঠাকুর ঠাকুরের লোক ব্যতীত কখন অন্যের লোক লইয়া এক আশ্রমে থাকিবে না—একথা বোধ হয় এবার বুঝিতে পারিয়াছ। যাহারা স্ত্রী-পুত্র ভাই-ভগ্নী পুত্র-কন্যা লইয়া অনিত্য জগতে

নিত্য বাস করিতে চায়, তাহাদের সহিত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের মতের বা সন্ন্যাসের কোন সম্বন্ধ নাই।

*

বৎসরে! বলিব কি? —তীর্থরাজ কাশী—সর্ব্বধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল কাশী—অন্নপূর্ণার সোণার কাশী আসিয়াও বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। আশ্রমের স্মৃতি দাউ দাউ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হৃদয় পুড়াইতেছে। সর্ব্বদা মনে হয়, আমি আমার কাশী ও প্রাণতুল্য তোদের ছাড়িয়া ব্যাসকাশীতে আসিয়াছি। যারা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আমার আশ্রয় লইল—জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি আমার উপর নির্ভর করিল, আমি তাদের ছাড়িয়া কোন্ প্রাণে এই সুন্দর স্থানে দোতালা দালানে বাস করিতেছি! তোরা আমার সন্ন্যাসী শিষ্য—তোদের লইয়া গাছতলায় একসন্ধ্যা ভিক্ষান্নও যে শ্লাঘ্য ছিল। তোদের লইয়া থাকিতে পাইলে আমি যে মুক্তিকেও গ্রাহ্য করিতাম না।

যাহা হইবার হইল। কিন্তু এখনও উদ্দেশ্য নষ্ট হয় নাই—তোমরা ৫।৬ জন সেবক একপ্রাণ হইলে আমি এখনও অসাধ্য সাধন করিতে পারি। জানি না শ্রীগুরু কেন আমায় কাশী আনিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে জানিবে। আমি যেথায় থাকি না কেন, অনুক্ষণ তোমাদের ও আশ্রমের মঙ্গল চিন্তা করিব এবং সকল দিক দিয়া ঐ আশ্রমের উন্নতি চেষ্টা করিব। তোমরা রক্ষা করিতে পারিলে উহার উন্নতি অনিবার্য্য। আশ্রমাপেক্ষা আমি এক্ষণে অধিক

চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছি। শীঘ্রই কাশীতে কার্য্যারম্ভ করিব। আসামের জংলীর মধ্যে আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, ইহা বুঝি শ্রীগুরুর ইচ্ছা নহে। জানি না কেন তিনি কাশী আনিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

*   *   *

যাক্—আমি যে নিয়মে চলিতে বলিয়াছি, সেরূপ চলিলে কালে ঐ আশ্রম আনন্দধাম হইতে পারে, আবার প্রেমের বন্যা বহিতে পারে। কিন্তু সাবধান! যেন ......র সহিত আমার কোন সেবকের কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে। * * * আসিবার সময় আমি আশ্রম নন্দন-কানন দেখিয়া আসিয়াছি—যেন তোমাদের অবহেলায় তাহা মরু-ভূমি না হয়। আমি এবার আশ্রমে গিয়া তোমাদের সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিব। স—ফিরিয়াছে কি না? —তাহাদের সহিত কোনরূপ কথান্তর না হয়। * * * সকলে ধীর স্থির ভাবে আশ্রমের গৌরব রাখিয়া চলিবে এবং সাধারণের সহিত ব্যবহার করিবে। নূতন বর্ষে আর্য্য-দর্পণ ১ ফর্ম্মা বাড়াইতে পারিলে ভাল হয়। * * * শৈ—কে সাবধানে ও সযতনে রাখিবা। কোন দুঃখ-কষ্টে সে যেন নিরানন্দে তমের উপাদান সংগ্রহ না করে। বুঝিতেছি তাহার বড়ই কষ্ট হইতেছে, কিন্তু উপায় কি? শঙ্করা মিস্ত্রীকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিবা, তার মরিয়ানীর ভাব—আকুল উচ্ছ্বাস—ব্যাকুল রোদন তোমাদের অপেক্ষা প্রাণে অধিক

আঘাত দিতেছে। নারায়ণতুল্য দধিরামের সেবা-পূজার ত্রুটী না হয়। বিড়ালগুলোকে যত্ন করিও। মণির ছানা হইয়াছে কি ? মেদিনীপুরের অনাথাদল কি করিতেছে ? * * * তোমরা আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানিও। অন্য কাগজে লেখা সংবাদটী মাঘ কিম্বা ফাল্গুনের আর্য্য-দর্পণে প্রকাশ করিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

তোমাদের ঠাকুর

(৭৫)

শান্তি আশ্রম

৩০শে ভাদ্র, ১৩২০

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

মেদিনীপুর হইতে তোমার লিখিত পত্র অদ্য প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইলাম। ইতিমধ্যে বঙ্গবাসী কলেজের ঠিকানায়ও এক পত্র লিখা হইয়াছে। আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। * * * দিন দিন আমি আশ্চর্য্য হইতে আশ্চর্য্যতর হইয়া যাইতেছি, আমাকে আমিও আর বিশ্বাস করিতে পারি না। মায়ার মূর্ত্তিগুলিই সর্ব্বনাশ করিতেছে। বুঝিতেছি, অথচ প্রতিকারের পন্থা পাই না। বৎস ! তোমাদের অভাবে আশ্রমে আমাকে নিতান্ত দীন

ভাবেই অবস্থান করিতে হইতেছে। আমার মন-প্রাণ তোমাদের নিকট পড়িয়া আছে। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আশা করি এতদিনে কার্য্যারম্ভ করিতে পারিয়াছ। কাজ কর, কাজ কর, দু'জন আর্ত্ত নর-নারীর সেবা করিয়াও সেবাব্রতের সার্থকতা কর। তোমাদের সংসার ছাড়াইয়াছিলাম, তাহা সফল হউক। আশ্রমের কথা ভুলিয়া নর-নারায়ণের সেবা কর। কর্ত্তব্য জ্ঞানে নহে—প্রাণের টানে। (প্রাণের ঠাকুর আজ নিজকে নিজে বিপন্ন করিয়া ভক্ত-সেবকগণের ভালবাসা পরীক্ষা করিতেছেন!) আমার সব ছাড়িয়া তোমাদের নিকট ছুটিয়া যাইতে সাধ হইতেছে, কিন্তু কি করিব? আমি কর্ত্তব্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছি, আমার প্রাণের আবেগ তোমরা মিটাইয়া আসিবা। এ পর্য্যন্ত আশ্রম দ্বারা জগতের সামান্য কার্য্যও হয় নাই, কেবল আভ্যন্তরীণ গোলমাল হিংসা-দ্বেষ স্বার্থ লইয়া কাটান গিয়াছে। এবারকার সুযোগে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার সার্থকতা না হইলে সকল উদ্যম বৃথা। তোমাদের শারীরিক সেবা সর্ব্বত্র অবারিত, অর্থ যতদূর হয় ক্রুটী হইবে না। তোমাদিগের উদ্যম ও উৎসাহ দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। বাহুতে শক্তি হৃদয়ে ভক্তির উদয় হউক, আমি গুরুরূপে তোমাদের প্রকৃত সেবা গ্রহণ করি। * * *

আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল, আশ্রমের জন্য তোমরা কোন চিন্তা করিও না; আমি যখন নিজে আশ্রমে উপস্থিত থাকি তখন তোমাদের চিন্তার কারণ কি? বোঁ—কেও

কোন কথা লিখিও না, তাহাকে বোধ হয় স—র রোগে ধরিয়াছে। মানুষ ভালভেসে যাদের এখনও সাধ মেটে নাই, তারা সন্ন্যাসের জন্য ঘর ছাড়ে কেন বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক তাহার সহিত প্রকাশ্যে আমার কোন কথা হয় নাই, সুতরাং তুমি বা তোমরা এ সম্বন্ধে তাহাকে কিছু লিখিও না, বা এ সম্বন্ধে কিছু ভাবিও না। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। * * * অন্যান্য মঙ্গল। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

তোমাদের ঠাকুর

(৭৪)

শান্তি আশ্রম

১৫ই আশ্বিন, ১৩২০

স্নেহের সু—,

বহুদিন পরে তোমার একখানা পত্র পাইলাম। আমি এবার আশ্রমে আসিয়া পর্য্যন্ত পাগল হইয়া রহিয়াছি। বর্দ্ধমান বিভাগের খণ্ডপ্রলয়ে আশ্রম শূন্য। ডাক্তার ও সেবকগণ আর্ত্তসেবার জন্য চলিয়া গিয়াছে, কেবল বো—কে লইয়া কার্য্য করিতেছি। এ পর্য্যন্ত ৭।৮ শত টাকা বন্যার্ত্ত-সেবায় দেওয়া হইল, অথচ পৌষ মাস পর্য্যন্ত সেবা চালাইতে হইবে। আশ্রমে আধ পয়সা নাই। এক বৎসরের পুস্তকের আয়, যোগমায়া ভাণ্ডার সম্পূর্ণ শূন্য। গৃহস্থ শিষ্যগণ মেয়ে-

মহলে চাঁদা উঠাইয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। ঢাকা, আলিপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি শিষ্যগণের পরিশ্রমের ক্রটী নাই। আমি কেবল চিঠি লিখিতেই আছি। এই দুর্দ্দিনে মায়ের প্রকৃত সন্তান ৩।৪টী শিষ্য ভ্রাতৃ-সেবায় আত্ম-উৎসর্গ করিয়া আমাকে কিনিয়া লইয়াছে। তাহাদের উদ্যম-উৎসাহে ত্যাগ-তিতিক্ষায় আমার গুরুগিরির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সময়ে তোমাদের একখানাও পত্র পাইলাম না। বৎস! এবার বঙ্গদেশে প্রকৃত বোধন হইয়াছে, বাঙ্গালী প্রকৃত মাতৃ-পূজা করিতে শিখিয়াছে। এ আনন্দ যে প্রাণে ধরে না! বঙ্গবাসী ও বেঙ্গলীতে আমাদের কার্য্য-বিবরণ বাহির হই-তেছে। তোমার ও গো—র কান্না যে শুখাইয়াছে তাহার প্রমাণ বেশ পাইতেছি। কিন্তু যে সকল ভক্ত কখনও কাঁদে নাই, এবার তাহাদের চোখেও বন্যা আসিয়াছে। বাবা! সময় নাই, পরে সব বিবরণ লিখিব। তুমি ও তোমার বৌ যদি পরিধেয় পুরাণ বস্ত্র দুইখানা ছাড়িয়া আর্ত্তসেবার জন্য আমার হাতে দিতে, তবুও আমি মনকে প্রবোধ দিতাম, বাবার কাজে ছেলে মেয়ের শক্তি যুক্ত হইত। বাবা! আমি তোমাদের ভুলি নাই, পূর্ব্ববৎ ভালবাসি। তবে মায়ের আদেশ পালন করিতে, নিজের——মায়ের নয়——জগতের নয়——ছেলে-দের খোঁজ করিতে পারি নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

তোমাদের ঠাকুর

(৭৫)

শান্তি আশ্রম
২২।১০।১৩

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশীরাস্তাম্বিশেষঃ—

তোমাদের উভয়েরই পত্র পাইলাম। আমি নানা কারণে যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই। আশ্রমের সেবকগণ কাঁথি রহিয়াছে। বো—কে লইয়া আমাকেই কাজ চালাইতে হইতেছে। চিঠি-পত্র লেখা ও টাকার যোগাড় করিতে আমাকে হয়রাণ হইতে হইয়াছে। এক্ষণে সুন্দররূপেই কার্য্য চলিতেছে। টাকা দিয়া সাহায্য করিতে আর সেবাকার্য্যের জন্য সেবকগণের থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। তাহারা এই কার্ত্তিকের শেষে বোধ হয় আশ্রমে আসিবে। ১২ই ডিসেম্বরের উৎসবের পর আমি ঢাকা হইয়া দিনাজপুরের ঐদিকে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। এবার বঙ্গদেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ; সেবকগণের বিশ্রাম নাই। যে যাহা পার চেষ্টা কর। নরই সাক্ষাৎ নারায়ণ, নরের সেবা ব্যতীত নারায়ণের কৃপা হয় না। তাই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এত মাহাত্ম্য। আপন প্রাণকে বিশ্বপ্রাণের সহিত মিশাইতে হইবে। স্ত্রী-পুত্রের দ্বারা প্রথম প্রাণে সে বীজ উপ্ত হয়, পরে বিশ্বের কীট-পতঙ্গে সমপ্রাণতা আইসে। তখন ভগবান্ যাচিয়া দয়া করিয়া থাকেন নতুবা মুখের প্রার্থনায় তাঁহার সিংহাসন টলে না।

আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের প্রাণের দ্বার খুলিয়া যাউক, আত্মসত্ত্বা বিশ্বসত্ত্বায় পরিণত হউক, তোমরা বিশ্বের মঙ্গলে—বিশ্বের সেবায় আত্মহারা পাগলপারা হইয়া যাও। তোমার নবপ্রসূতা কন্যাটীতে মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। সমস্ত কুশল। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৭৬)

শান্তি আশ্রম

২৬।১১।১৯

স্নেহের ন—,

তোমার পত্রখানা যথাসময়ে পাইয়াছি, ইতিপূর্ব্বে স—কে পত্র লিখিয়াছি। বৎসে! আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমায় ভালবাসি। স—র মুখে তোমার পুত্রশোকে ধৈর্য্যের কথা শুনিয়াছি, নিজে জননীর ন্যায় তোমার গাম্ভীর্য্য দেখিয়াছি, তাই পূর্ব্বেই তোমায় ভালবাসিয়াছিলাম। এখন তো আমারই হইয়াছ, সুতরাং যখন যে দুঃখ-কষ্ট আসিবে অকপটে আমায় জানাইবে। আর এই অভাবময় পৃথিবীতে রাজরাণী হইতে ভিখারিণীর সমান অভাব। ভাবের রাজ্যে না পৌঁছিলে এ অভাব কাহারও মেটে না। জীব-জগৎকে ভালবাসিতে শিখ, মাতৃত্বের বিকাশ কর, জগৎ আনন্দময়

দেখিবে। আমার অবকাশ মত এ সম্বন্ধে বিহিত উপদেশ দিব। গুরু ও ইষ্টদেবতা অভিন্ন। তুমি গুরুকে শিবরূপে এবং দেবীকে তৎপত্নীরূপে চিন্তা করিবে। তাহা হইলে ভাব-মাধুর্য্যে বা জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না। অত্র মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(৭৭)

শান্তি আশ্রম

৫ই পৌষ, ১৩১৯

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশীরাস্তাম্বিশেষঃ—

তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইলাম। তোমার স্ত্রীর এ পর্য্যন্ত যত স্বপ্ন শুনিয়া আসিতেছি প্রায়গুলিই সফল স্বপ্ন; সুতরাং এ স্বপ্নটাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তাঁহাকে ৺কাশীধাম পাঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়, এমন কি মাসাধিক কাল তথায় বাসের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে আরও সুবিধা। গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্ব হইতে দৈবের ক্রীড়া হইতেছে, তোমরাও দৈবে নির্ভর করিয়াছ। সুতরাং স্বপ্নানুসারে উভয়বাহিনী গঙ্গায় স্নান একান্ত আবশ্যক।

মন্ত্রদাতা গুরু, ইষ্টদেবতা ও বীজমন্ত্র একই পদার্থ। সুতরাং যাঁহাকে আপন মন্ত্র বলিতে হইবে, তাঁহাকেও উহাদের সহিত কায়মনোপ্রাণে অভেদ ভাব না হইলে, অর্থাৎ গুরু ইষ্টস্বরূপ জ্ঞান না করিলে মন্ত্রের চিৎশক্তি নষ্ট হয়। এজন্য অন্যকে মন্ত্র জানান শাস্ত্রের নিষেধ। আমি মন্ত্র না জানিলে পূজার পদ্ধতি বলিয়া দিব কিরূপে? অত্র মঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৭৮)

পুরী

২০।১০।৩২

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। জ——র ভক্তদের চরিত্রে আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। কাহার কথা সত্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমাকে কেহ মিথ্যা লিখিতে পারে তাহা আমার জ্ঞানের বাহিরে। শিষ্য হইয়া মুখে এক কথা, মনে এক কথা, ইহার মানে কি? আর লাভই বা কি হইবে? কামারকে ইস্পাতফাঁকি দিলে নিজের অস্ত্রেই যে ধার হইবে না, এই সাধারণ জ্ঞান কি কাহারও

নাই? ......লিখিয়াছে সে চিঠির কথা কিছুই জানে না। যাক্ আমি আর কাহাকেও কিছু বলিতে চাই না। সবই বুঝিয়াছি। আমাকে প্রতারিত করা চলিতে পারে; কিন্তু তোমাদের ফলদাতারূপে আমার হৃদয়ে যিনি আছেন, তাঁহার নিকট মেকী চলিবে না। তুমি অগ্রহায়ণ মাসে যে চিঠি লিখিয়াছিলে তাহাতে ত আমার প্রাণ গলিয়া গিয়াছিল। পরের চিঠিতে উহা লিখিলে কেন? তোমাকে 'আমার বি—' বলিয়াই ত ভাল বাসিয়াছি। তোমার জন্যই পরে অন্যান্য ভক্ত পাইয়াছি। কিন্তু ক্রমশঃ জ—র ভক্তদের ব্যবহারে মনটা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। যাক্ বর্ত্তমানে তোমার উপর আমার কোন বিরক্তির কারণ নাই। সাবধান হইয়া সাধারণের সহিত ব্যবহার করিও। কাহারও পত্রাদি লিখিয়া দিও না। তোমার নিজের কথাই নিবেদন করিও। আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৭৯)

পুরী

২।১০।৩২

কল্যাণীয়াসু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। যে সকল শিষ্য

আমার নামও শুনিতে পারে না, তোমরা জোর করিয়া তাহাদের আমার নাম শুনাইতে যাইও না। তোমরাও যে বিশেষ কোন অবস্থা লাভ করিয়া ধন্য হইবে, তাহা ত আমি জানি না। যদি সেইরূপ কোন আশা করিয়া থাক, তবে বড়ই ভুল করিয়াছ। কারণ সেরূপ বিশেষ কোন সাধন-ভজন বা জীবন গঠনোপযোগী শিক্ষা এ পর্য্যন্ত আমার নিকট গ্রহণ কর নাই। এতদিন আমি জানিতাম, তোমরা অক্ষম, একমাত্র আমার কৃপাপ্রার্থী। এ সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। এখন জীবন ফুরাইয়া গেল যদি বুঝিয়া থাক এবং আমার মুখ চাহিয়া থাকিয়া এতদিনে কিছুই হইতেছে না যদি বুঝিয়া থাক, তবে বিশেষ ভাবে চেষ্টা-যত্ন কর না! জাগ, ওঠ, লেগে পড়!

যাহারা সংসার ছাড়িয়া ২।১০ দিন গুরুর নিকট থাকিতে পারে না, তাহাদের এসব কথা লজ্জাজনক। অন্ততঃ আমি ত পত্রখানা পড়িয়া লজ্জায় মরিতেছি। রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতে আছে—"হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে একটী দীপশলাকা জ্বালাইয়া দিলে মুহূর্ত্তে সব অন্ধকার দূর হইয়া যায়, একদিনও লাগে না।" তবু যদি তোমরা অপেক্ষা করিতে না পার, অন্য চেষ্টা কর। তোমাদের এ জাগরণও বড় সুখের মনে করিব। কিন্তু এসব পুরুষকারের কথা পুরুষের মুখেই শোভা পায়, তোমার মত মেয়ের ধারণাও কি এইরূপ? আমার মনে হয়, তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া

পুরুষ শিষ্যগণই তাহাদের কথা তোমার পত্রে লিখিয়া দিয়াছে। বাস্তবিক আর কেন তোমরা আমাকে ভালবাসিবে? আমি ভাল আছি। আশীর্ব্বাদ জানিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(৮০)

মঠ

১৫।১০।২৮

স্নেহের বি—,

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমাকে যখন আমি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তখন অবশ্য তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। তবে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার কাম, ভয়, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি দূর হইতেছে না বলিয়াই প্রেম-ভক্তি প্রকাশ হইতে পারিতেছে না। কিন্তু আমি জানি, তোমাতে প্রেম–ভক্তির বীজ নিহিত আছে। এই জন্মেই তুমি তাহা লাভ করিয়া ধন্য হইবে। আর বী—কে যদি মানুষ করিতে পারি, তুমি কেন তোমার বংশ পর্য্যন্ত ধন্য হইয়া যাইবে।

আমি বার্ষিক হিসাবাদি লইয়া ব্যস্ত আছি, বেশী

লিখিতে পারিলাম না। * * * অত্র শুভ। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৮১)

ঢাকা শান্তি আশ্রম

১২ই মাঘ, ১৩১৮

প্রিয় বো— ও চি—,

তোমাদের প্রেরিত টাকা এবং পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। তোমরা ভগবদাদেশে বাহির হইয়াছ, সুতরাং যথাসাধ্য অভিমান ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিয়া যাও; তাহাতে কৃতকার্য্য হও বা না হও, তাহাতে বিচলিত হইও না। তোমাদের কর্ম্ম করিবারই অধিকার, ফলাফলে অধিকার নাই, সুতরাং নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম কর।

তোমাদের দূরতর দেশে পাঠাইয়া আমরা সর্ব্বদাই চিন্তিত, তবে প্রথম পত্রখানা পাইয়া কতক আশ্বস্ত হইয়াছি। শরীরে প্রতি ঔদাস্য করিও না, যেখানেই থাক সুখে ও শান্তিতে থাকিলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকিব। তোমরা সন্ন্যাসী, অথচ আমি তোমাদের সংসারীর সঙ্গে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছি, সুতরাং দুঃখ-কষ্টে আমার প্রতি বিরক্ত হইও না। তোমরা দুজন আমার দু'হাত, তোমাদের বলেই আমি

সংসারে শ্রীগুরুর আদেশ কথঞ্চিৎ পালন করিতে ভরসা করিয়াছি। তোমরা জগৎ-সেবায় আত্মোৎসর্গ কর। —আমি সর্ব্বত্র—সুতরাং আমার নিকট না থাকিলে দুঃখিত হইও না। আমার কার্য্যে আমার জগতেই তোমরা বিচরণ করিতেছ। আশা করি অদম্য উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। আমি আগামী কল্য স—র নিকট আসাম যাইব।. সেবকগণের মধ্যে কেবল র— আশ্রমে থাকিল, সুতরাং তাঁহার নিকট পত্রাদি লিখিয়া আশ্রমের সংবাদ লইও। আমার ঠিকানা ঠিক হইলে র— তোমাদের জানাইবে। অন্যান্য মঙ্গল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা। আমরা আসামেই আশ্রম করিতে মনস্থ করিয়াছি। ইতি—

তোমাদের—

ঠাকুর

(৮২)

শান্তি আশ্রম

২২।৭।২০

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

যথাসময়ে তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার কাছে কোন প্রকারে তোমাকে কুণ্ঠিত ও কাতর হইতে হইবে না। সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করিয়া দোষী হইলে জ্ঞানীমাত্রই

তাহা গ্রহণ করেন না। আর শ্রীগুরুদেব অহেতুক শিষ্যের মঙ্গলকামী। তিনি বরাভয় করে সর্ব্বদা শিষ্যকে অভয় দিতেছেন, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শিষ্যকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট তোমাকে ভীত ও কুণ্ঠিত হইয়া কোন কাজ করিতে হইবে না।

বুড়িমাকেও আমার আশীর্ব্বাদ দিবা। যেখান হইতেই প্রণাম করুন না কেন, সকল স্থানেই তাঁহার প্রত্যক্ষ অবস্থিতিতে বিশ্বাস চাই, সুতরাং প্রণাম করিতে পারেন নাই—তাহাতে দুঃখ কেন? আমি যে প্রত্যহই তাঁহার কত প্রণাম পাইতেছি! প্র— ও পূ—কে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবা। আশ্রমের মঙ্গল। আশীর্ব্বাদ করি প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়া দিন দিন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৮৩)

পুরী
তাং ১৩-১২-৩৫

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

আমি প্রায় এক বৎসর পরে গত ৪ঠা চৈত্র প্রাতে পুরী আসিয়াছি। তাহার পরদিনই তোমার পত্রখানা পাইয়া

সমস্ত সমাচার অবগত হইয়াছি। আমি এখন আর কাহা-কেও পত্রাদি লিখি না; কিন্তু এবার সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে এই পত্রখানা লিখিতেছি। শ্রীমান্ ··· এ পর্য্যন্ত আমার নিকট "পীরের" কথা কিছুই জানায় নাই, সুতরাং আমিও তাহাকে কোন পত্রাদি না লিখিয়া আমার কথা তোমাকেই জানাইতেছি। তুমি এই পত্র তাহাকে বা অন্যান্য আমার সন্তানদের দেখাইতে পার।

আমি আমার যে কোন শিষ্য-ভক্তকে কোন সাধু-মহাত্মা বা মহাপুরুষের নিকট যাইতে কখন নিষেধ করি না। তবে বহু মত বা পথ; সুতরাং স্বগুরুর মত বা পথ ছাড়িয়া সহসা অন্যের মত বা পথ গ্রহণ করা মঙ্গলজনক নহে। শাস্ত্রেই এইরূপ আদেশ আছে। কিন্তু কোন শিষ্য-ভক্ত যদি কাহাকেও আমার অপেক্ষা বড় বা ক্ষমতাশালী মনে করিয়া আপনার মঙ্গলের জন্য তাহার মত বা পথ গ্রহণ করে, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইব না। আমার যাহা নাই, অন্যের নিকট কেহ যদি তাহা পাইয়া আমাকে পরি-ত্যাগও করে, তাহাতেও আমার ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমি যাহাদের ভালবাসি, তাহারা উন্মার্গগামী হইয়া স্বেচ্ছায় অমঙ্গল ডাকিয়া আনিলে দুঃখের কারণ ঘটে সন্দেহ নাই। যে সব সাধু সহসা কিছু দেখাইয়া রাতারাতি সিদ্ধি করাইয়া দেয়, বিজ্ঞমাত্রেরই তাহাতে একটু সন্দেহ হয়। বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সব সাধুর সঙ্গ করা কর্ত্তব্য।

বিশেষতঃ জ—— অঞ্চলের লোকের একটু বেশী সাবধান হওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক। আর সে লোক যদি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হয়, কিম্বা সমাজদ্রোহকর মত চালায়, তবে ত কথাই নাই! তোমরা আমার মত জানিতে চাহিয়াছ জানিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমার মতামত জানাইলাম। এক্ষণে বুঝিয়া কার্য্য করিবে।

শ্রীমান্ ···কে আমি সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ জানিয়া কিছু-দিন যাবৎ তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। তাহার উন্নতিতে তোমাদের ও তোমাদের দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া বিশ্বাস ছিল। তাহার ফলে একে একে অনেকেই আমার শিষ্য হইতেছিল। বিশেষতঃ কিছুদিন যাবৎ ······এর মধ্যেও ত্যাগ, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, ভক্তি প্রভৃতি ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল, তাহাও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এবার বগুড়া সম্মিলনীতে আসিয়া জানাইল, সে আর বাড়ী ফিরিবে না। আমি বাড়ী থাকিয়াই সব হইবে বলিয়া অনেক বুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু গেরুয়া পাগড়ী বা কোন গুপ্ত নাম আমি ত দিই নাই। লিখিত পীরের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক কোন যোগ আছে বলিয়াও আমি কোন অনুভূতি পাই নাই। এক কথায় আমি সে পীরকে চিনি না। তাহার বিকাশোন্মুখ চিত্তকে কে কিরূপে আসিয়া দখল করিয়া বসিল তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। 'পীর' হইতে তাহার মঙ্গল হউক— আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক তাহাতে দুঃখিত নই, কিন্তু

সে গাঁজা খাইয়া নেশাখোর হইয়া পড়িবে, ইহা আমি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিব না। বরং প্রয়োজন হইলে আমিই তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। তবু আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না।

অন্যায় ও অসত্য একদিন ধরা পড়িবেই। ...... যদি অন্যায় ও অসত্য পথে গিয়া থাকে, একদিন সে নিজের ভ্রম বুঝিয়া আসিবে। কিন্তু ইহাতে তাহার ও ..... সঙ্ঘের যে ক্ষতি হইবে, তাহা আর কিছুতেই পূরণ হইবে না। সে গাঁজাখোর নামে সাধারণের উপহাসাস্পদ হইবে। তার প্রকৃত উন্নতিও আর কেহ বিশ্বাস করিবে না। তোমরা পার ত তাহাকে ফেরাও, নতুবা নিজেরা সাবধান হও। এ সম্বন্ধে আমি আর কিছুই বলিতে চাই না।

আমি বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার সময় মঠে যাইয়া ফিরিবার সময় ..... হইয়া আসিব এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমি তমলুকে প্রবল জ্বরে ও ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া মাসাধিক কাল শয্যাশায়ী ছিলাম। এরূপ পীড়িত জীবনে আর হই নাই। কর্ম্ম আছে, তাই আবার বাঁচিয়া উঠিলাম। এখনও দুর্ব্বলতা আছে। মাঝে মাঝে ডানদিকের ফুস্‌ফুসে বেদনা অনুভব করি। এরূপ পীড়িত অবস্থায় দীর্ঘ পথ বহিয়া মঠে যাওয়া সঙ্গত কি না বুঝিতেছি না। তবে এখনও মাসাধিক কাল সময় আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে নিশ্চয়ই মঠে যাইব।

রামানুজতুল্য শ্রীমান্ ন——র ভাইটী শ——র মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়াছি। গুরুশক্তিতে তাহাকে অন্তরে সান্ত্বনা দিতে না পারিলে পত্রে লিখিয়া কোন কথা বলিতে লজ্জা হয়। তোমরা তাহাকে দেখিও।

আশা ছিল ······এর উন্নতি দেখিয়া তোমরা আনন্দে সে সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করিবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তদ্বিপরীত সংবাদে হতাশ হইয়া পড়িলাম। দেশের দুরদৃষ্ট সন্দেহ নাই। যদি মঠে যাই, একবার ······ গিয়া পীর সাহেবকে দেখিয়া চক্ষু কর্ণের তৃপ্তির বাসনা রহিল। অত্র অন্যান্য কুশল। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবা। প্রার্থনা করি তোমার মেয়ে-জামায়ের দাম্পত্য-জীবন ধর্ম্মময় ও মধুময় হউক। * * * ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৮৪)

সারস্বত মঠ

২।৭।২২

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র ও প্রেরিত দ্রব্যাদি যথাসময়ে পাইয়াছি। দেশী ধুতিখানি সুবিধামত আশ্রমে অবস্থিতিকালীন ব্যবহার

করিব। তোমাদের ভক্তির দান কি আমি উপেক্ষা করিতে পারি? আমার যে তোমরাই সব। 'ভক্তের জন্য আমি ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি। ভক্ত লইয়াই আমি অধ্যাত্ম জগতে সংসারী, আর তোমরা দুই ভাই যে কত কাল হইতে প্রেমে মাতিয়া আমার অনুসরণ করিতেছ, আমার সেবা ও সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিতেছ! যোগমায়ার কৌশলে নূতন করিয়া আমার আশ্রয় লইয়াছ ও কৃপা চাহিতেছ। তোমরা ভুলিলেও আমি জানি যে তোমরা আমার চির-আপনার। এ তোমার-আমার ভাব মায়িক নহে, পারমার্থিক। বৎস! নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে মায়ের নাম করিয়া যাও, মায়ের কৃপা—মায়ের নাম প্রচারে জীবন-মন উৎসর্গ কর, মা মা রবে জগৎ উদ্বুদ্ধ হউক। অত্র মঙ্গল। তোমরা দুই ভায়ে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর এবং অন্যান্য ভক্তকে জানাও। নূতন বই "মায়ের কৃপা" দুইখানা দুই ভায়ের জন্য পাঠাইলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
তোমাদের ঠাকুর

(৮৫)

পুরী
৪।৪।৩৮

স্নেহের, যো—,

তোমার পত্রখানা যথাসময়ে পাইয়া পরম প্রীতিলাভ

করিয়াছি। মধ্যে আমি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়া শয্যা-শায়ী কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। উৎকট কাশী ও দুর্ব্বলতা কিছুদিন ছিল, এখনও একটু একটু আছে, তবে ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছি। এ কারণে উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, ক্ষুণ্ণ হইও না। ভক্ত-শিষ্যে অনেকেই ত আমাকে "তুমি" "তোমার" বলিয়া থাকে, তবে তোমার লেখাতেই বা কিছু মনে করিব কেন? সম্ভ্রমে দূরত্ব রক্ষা করে, আর "তুমি" "তোমার" শব্দ ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নিকট হইতেও নিকটতম সম্বন্ধ; প্রকৃত গুরু-শিষ্য এক আত্মা, কায়া ভিন্ন মাত্র। আবার উচ্চস্তরে উঠিলে গুরুই কায়া, শিষ্য ছায়া-মাত্র। এইরূপে একদিন ছায়া কায়ায় মিলাইয়া যাইবে। সুতরাং ইহা তোমার অলীক স্বপ্ন নহে, দুরাশা বা অসম্ভবও নয়; ভালবাসাই এ মিলনের সেতু। আমি জানি তুমি আমাকে কিরূপ ভালবাসিতে; সে দিনের কোন কথাই ত ভুলি নাই। তোমরাই যে এই সন্ন্যাসীর অন্তর্নিহিত রসকে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার আকর্ষণে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিয়া-ছিলে, কঠিনকে সহজ বা সরস করিয়াছিলে!

তোমাদের মধ্যে অনেকেই একে একে আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছে, তাই আজ আবার সে রস ও আনন্দ অন্তরে লুপ্ত। বাহিরে কঠোর কর্ম্মী সাজিয়া কতকগুলা বালকের সঙ্গে কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছি। সে আনন্দ আর বাহিরে প্রকাশ হইতেছে না, সজোরে বার্দ্ধক্য আক্রমণ করিতেছে, সে

জীবনের সাথীদের মধ্যে তুমিই অবশিষ্ট, তাই তোমার পত্র পড়িয়া আজ যুবকের আনন্দে এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম—নতুবা প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা বলিবার আর লোক নাই, ভাব ও ভাষা সুপ্ত। বৎস! নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভর করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিয়া চল; মাঝে মাঝে আবর্ত্তে পড়িলেও নিশ্চয় জানিও তাহা কখন স্থায়ী হইবে না। একদিন আমার তোমাদের লইয়া আনন্দধামে উপনীত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রেমরস-মাধুর্য্যের সম্ভোগে আনন্দময় হইয়া যাইব। এখানকার অন্যান্য কুশল। শ্রীমতী ক্ষী— ও স্নে—কে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবা। তুমি আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

ঠাকুর

(৮৬)

হাওড়া

২২।৪।৩৯

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

আমি মধ্যে স্থলে (পাবনা) গিয়াছিলাম। গত পরশ্ব আসিয়া পর পর তোমার দুইখানা পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তুমি যাহা উপলব্ধি করিয়াছ, তাহা প্রকৃতই। তুমি সাধনপথে শ্রীগুরুর সাহায্যমাত্র স্বীকার

করিতে, কিন্তু তাঁহার কৃপায় বিনা সাধন-ভজনেও যে ভক্ত সত্যলাভ বা আত্মদর্শন করিতে পারে, তাহা তোমার মুখে শুনি নাই। তাই এবার শক্তি-সঞ্চারের মাহাত্ম্য তোমার নিকট প্রকাশিত হইল। এখনও সময় হয় নাই, তাই শ্বাস বন্ধ হওয়ায় কষ্ট অনুভব করিয়াছ, নতুবা এইবারই আত্মদর্শন হইয়া যাইত। প্রাণভরা বিশ্বাস ও আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া অপেক্ষা কর এবং যথাসাধ্য সাধন-ভজন করিতে থাক, সময়ে আত্মদর্শন হইয়া যাইবে। বৎস! নিজকে যতই বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত মনে কর, কিন্তু "চাবিকাটী" শ্রীগুরুর হাতে একথা ভুলিও না। তাঁহার কৃপায় "অসম্ভব" সম্ভব হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। ....!

আমি একরূপ ভাল আছি। অন্যান্য কুশল। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৮৭)

সারস্বত মঠ

৩০শে আষাঢ়

স্নেহের সু—,

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইলাম। আমি দিন দিন 'আলসে' হইয়া পড়িতেছি। আর চিঠিখানা লিখিতেও শ্রম

বোধ হয়, উৎসাহ নাই। আশ্রমের সেবকগণ জ্বরে ২।৩ বার করিয়া ভুগিয়াছে, এখনও ২।৩ জন শয্যাগত। কাজ কর্ম্মের বড়ই বিশৃঙ্খলা। আমিও অবসন্ন। কাজেই আর কাহাকেও পত্রাদি লিখি না।

নানা কারণে বাঙ্গালা যাওয়া আমার ঘটিয়া উঠিতেছে না। কতকগুলি জটীল কাজ-কর্ম্ম পড়িয়াছে, আমি উপস্থিত থাকিয়া তাহা মিটাইয়া না গেলে ভবিষ্যতে গোলযোগ হইতে পারে। কাজেই বাহির হইতে পারিতেছি না। পূজার পূর্ব্বে একবার নিশ্চয়ই বাঙ্গালায় যাইব।

পত্রাদি না লিখিলে আমি ভুলিয়া গেলাম এরূপ ধারণা দুর্ব্বলতাপ্রসূত সন্দেহ নাই। বরং চুপ মারিয়া থাকিলে তোরা সারা হৃদয়টা আরও জুড়িয়া বসিস্। বাহিরের অভাবেই ভিতরের ভাব বিকাশ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বাহিরটা যে একদিন মুছে যাবে—কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। সুতরাং এখন হইতে বাহির ছাড়িয়া ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হও। ভিতরেই ডুবিয়া যাও। ল—— ও গো——কে আমার স্নেহাশীষ জানাইও, তুমিও জানিও। অন্যান্য কুশল। * * * ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৮৮)

নীলাচল কুটীর
১৪।১।৩১

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

কয়েক দিন পূর্ব্বে হ—র এবং গতকল্য গো— ও তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম।

হ—র পত্রের উত্তর ঃ—সে ছেলেটী যদি আশ্রমের খরচে আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ না করে, তাহাকে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ ভাবে কাহাকেও রাখিবে না। তবে যদি এমন ছেলে পাও, সে ম্যাট্রিক পাশ কিম্বা সে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তবে তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া টোলে কিম্বা কোন পণ্ডিতের নিকট পড়াইয়া আশ্রমের শিক্ষা-বিভাগোপযোগী করিয়া লইতে পার।

হ—র বগুড়া থাকাই কর্ত্তব্য। এতদিন পরে —— জন্মস্থান হইলেও —— সেস্থানে মনের শান্তি হইবে না। এখানে গুরুভাইগণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিলে পরস্পরের সাহচর্য্যে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তাহার স্ত্রীর কথাও আমি সমর্থন করি। বাসায় আত্মীয়-স্বজন ছেলে-পেলে বেশী রাখা কর্ত্তব্য নহে। তবে খরচে কুলাইলে যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করিতে পার।

—৯খ

গো—র পত্রের উত্তর ঃ—আমি অর্থনীতি ভাল বুঝি না। তবু আমার মনে হয় বাসাটা রাখিতে পারিলে ভাল হয়। তাহা মর্ডগেজ রাখিয়া অল্প সুঁদে একস্থানে টাকা লইয়া ঐ সকল দেনা শোধ করা কর্ত্তব্য। আর তুমি কিছু অমিতব্যয়ী। যতদিন দেনা শোধ না হয়, ততদিন খরচ পত্র সম্বন্ধে খুব কৃপণতা পূর্ব্বক চলিবে। ইহা আমার আদেশ বলিয়াই জানিবে। * * *

এক্ষণে তোমার কথা ঃ—তুমি যে অনুভূতি পাইয়াছ, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু তাহা লাভ করিবার অবস্থা বা সময় এখনও হয় নাই। তবু যে মাঝে মাঝে বা এবার যে অবস্থা আসিয়াছিল, তাহা একমাত্র তাঁহার কৃপা। তোমার মধ্যে ধর্ম্মের যে সকল মিথ্যা বা অন্ধ সংস্কার আছে, তাহা দূর হইয়া যাহাতে সত্য সংস্কার এবং কৃপায় বিশ্বাস জন্মে, সেই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে এই সকল অহেতুকী কৃপা পাইতেছ। একদিন এমন দিন আসিবে যে, সে সত্য সকল হৃদয় জুড়িয়া প্রকাশিত হইবে। অজ্ঞান-অন্ধকার চিরদিনের জন্য দূরে পলাইবে। বৎস! আর নিরাশ বা বিশ্বাসহীন হইও না। * * *

শ— আমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসাম মঠে রওনা হয়। আমি বগুড়া আশ্রম দেখিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম। দেখ যেন অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট না হয়।

তোমার প্রবন্ধটা আমি সময় মত পড়িয়া মতামতসহ প্রেরণ করিব। কিছু বিলম্ব হইবে। আমি প্রতিপদ হইতে উপবাস ব্রত আরম্ভ করিয়াছি। মাত্র সময় সময় একটু জল খাইতেছি। আগামী ১৮ই পারণ করিব অর্থাৎ অন্নাহার করিব। হাত কাঁপিতেছে, ভাল করিয়া কিছু লিখিতে পারিলাম না। সব প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিয়া লইও। তোমরা দিন দিন যেন আমাকে কিনিয়া ফেলিতেছ! তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ ও প্রাণভরা ভালবাসা জানিও এবং আশ্রমবাসিদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৮৯)

পুরী

২১।১।৩১

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

গতকল্য তোমার ও স্থু—র পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। আমি কি উপবাস দ্বারা আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছি যে তোমরা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই উপবাস আরম্ভ করিয়াছিলাম। আজ ৪ দিন ভাত

খাইতেছি। শরীর বেশ সুস্থ ও সবল আছে। আর চিন্তার কারণ নাই।

শ— ও আর একটী ছেলেকে টোলে সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম।

সু— ও হ—কে বলিবা, বি— যখন কিছুতেই সুপথে আসিতেছে না, তখন তাহাকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আর সে যখন সদ্ব্যবহারের মর্য্যাদা বুঝিল না, তখন তাহাকে ব্যথা না দিয়া প্রকারান্তরে ত্যাগ করা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। সুতরাং উৎসবের পর ৫।৬ই জ্যৈষ্ঠ তাহাকে আশ্রম হইতে চলিয়া যাইতে বলিবে,—সহজে না গেলে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিবে। * * *

স্ব——র মহোৎসবের পত্রে আছে—"আত্মার উন্নতি-কল্পে" ইত্যাদি। মহোৎসবে কি আত্মার উন্নতি হয়? "আত্মার তৃপ্তির জন্য" লেখা উচিত ছিল। সারস্বত মঠ ও তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ সু—— লিখিয়াছে, তাহাতে এরূপ অসঙ্গতি অনেক আছে। অনেক উদাহরণ সুধীসম্মত হয় নাই। ভাষারও পর্য্যায় রক্ষিত হয় নাই। যাহা পড়িয়াছি, তাহাতেই বুঝিতেছি উহা কাটিয়া ছাঁটিয়া সংশোধন করিয়া দেওয়া এক বিরাট ব্যাপার! যাহা হউক চেষ্টা করিতেছি।

এবার ভাদ্র মাসে যখন তোমরা রিপোর্ট বাহির করিবা, তখন পরিশিষ্টে এবারকার ভক্ত-সম্মিলনীর সংক্ষিপ্ত

সংবাদ দিয়া; যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার এক কপি হ—কে দিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রকাশিত করিবে।

অন্য পত্রখানা দে——কে দিবা। অন্যান্য কুশল। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৯০)

শান্তি আশ্রম
১১।১।২১

স্নেহের যো—,

এইমাত্র তোমার পত্রখানা পাইলাম। গো——ও ইতিপূর্ব্বে তোমার চাক্‌রীর গোলযোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়াছিল। তুমি স্বেচ্ছায় চাক্‌রী ছাড়িবে কেন? সকল বিভাগেই চাক্‌রীর সমান বিড়ম্বনা। তবে চাক্‌রী ছাড়িয়া দিলে যাঁহাদের সংসারে বিশেষ কোন অভাব হয় না, তাহাদের চাক্‌রী স্বীকার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধীর ও স্থির ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও, বিধাতা যে ব্যবস্থার বিধান করিবেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না, সুতরাং বিচলিত হইলে চলিবে কেন? কাহারও মন যোগাইয়া চলা কালের ধর্ম্ম নহে, তবে তাহার ব্যবস্থা যে মঙ্গলময়ী তাহাতে

সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বিপদে—সম্পদে নাম লও. চিত্তের একই প্রকার ভাব রক্ষা করিতে দৃঢ় হও, সর্ব্বাবস্থায় শরণাগত ভাবে তাঁহার জয় উচ্চারণ কর। বিপদ্ দেহীর নিত্য সঙ্গী, মায়ার সংসারে সবই ক্ষণভঙ্গুর, কখন কোন্ দিক দিয়া বিপদ আসিবে ঠিক নাই। জীবের সমুদ্রে শয্যা—— সুতরাং শিশিরে অস্থির হইলে সংসার করিবে কিরূপে? কেবল নাম লও—'আপনা হইতে গলিবে প্রাণ।'

আমার স্নেহময়ী মেয়ে মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছে, কিম্বা সংশয় আসিয়াছে, কিন্তু তাহা ত প্রত্যক্ষ ভাবে আর সংশোধনের উপায় দেখিতেছি না। অন্য উপায়ে সংশোধনের চেষ্টা করিব। এক্ষণে যাহা মনে আছে তাহাই জপ করিতে বলিয়া দিবে, নতুবা আর উপায় কি? আমি উৎসবান্তে একবার উত্তরবঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিব। সু—র নাকি পিত্তশূলের ব্যারাম হইয়াছে, সে কিছু আমায় লেখে নাই, তাহার পিতার পত্রে জ্ঞাত হইলাম। সু— কি করিতেছে? বৎস! আমি তোদের লইয়া স্বেচ্ছায়—কর্ম্মবশে নয়—সংসার পাতাইয়াছি, কাজেই সময়ে পত্রাদি না পাইলে এ খেলার পুষ্টি হয় না। অন্যান্য কুশল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৯১)

শান্তি আশ্রম

২৪শে ফাল্গুন, ১৩২০

কল্যাণবরেষু,—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

বহুদিন পরে তোমার একখানা পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। তোমার সাক্ষাৎ খুঁড়া ন——কে এক পত্র লিখিয়াছেন, যাহাতে তোমার বিবাহে আমি অনুমতি প্রদান করি। কেহ বিবাহ করিবে, আমি নিষেধ করিব কেন? কাজেই অনুমতি দিয়াছি। তুমি বালক নহ, বিশেষতঃ একবার বিবাহ করিয়া কিছুদিন সংসারী হইয়াছিলে, সুতরাং তাহার ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ। নিজের দায়িত্ব—জীবনের কর্ত্তব্য—গার্হস্থ্যের গুরুত্ব বুঝিয়া যেরূপ স্থির করিবা, তদনুসারে কার্য্য করাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য। যদি বিবাহ করাই কর্ত্তব্য বুঝ, করিয়া ফেল; আর অকর্ত্তব্য বুঝিলে আমার অনুরোধ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিও। এ সম্বন্ধে তোমাকে আর কিছু লিখিতে পারি না। তুমি সংসারানভিজ্ঞ বালক হইলে, তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতাম।

তুমি পোষ্টকার্ডে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর তাহাতে দিবার স্থানাভাব; বিশেষতঃ ঐ সকল গুরুতর প্রশ্নের

উত্তর সংক্ষেপে দিলে তুমি ঠিক ভাব গ্রহণ না-ও করিতে পার, তাই উত্তর দিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। সাক্ষাৎ মত বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সম্ভবতঃ আশ্রমের উৎসবের পর আমি একবার ঢাকা যাইব, সে সময় ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিব। একটী উত্তর এই যে——নিজকে আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বাঁধিয়া পরের কাজ করা যায় না। যাহার নিজের কোন গণ্ডী নাই, সে-ই প্রকৃত পরিবারের—সমাজের—দেশের সেবা করিতে পারে। আর বিবাহ করিয়া অনেক ব্যক্তি নিজের মা-বাপকেও ভাত দেয় না। বিবাহ না করিলে যে সন্ন্যাসী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। লাখ লাখ টাকা উপায় করিলেও খরচের জন্য ভাবনা নাই, কারণ চারিদিকে কোটী কোটী অভাবগ্রস্ত পুত্র-কন্যা হাহাকার করিতেছে। এ সন্তান পালন কি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নয়? —না নিজকে ছেলে-মেয়েতে খণ্ড খণ্ড না করিলে পালনে সুখ হয় না? তবে আত্মীয়-স্বজন বিবাহ না করিলে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা ভাবেন কোন্ সময় বুঝি সন্ন্যাসী হয়, কারণ দাম্পত্য বা বাৎসল্যরূপ দৃঢ়তর বন্ধন নাই। কাজেই তাঁহারা মনে করেন, রমণীর কোমল করের বজ্রকঠোর বন্ধনে ঐকবার বাঁধিতে পারিলে আর যায় কোথা? —আমাদের মঁড হইয়া নাক–ফোঁড়া বলদের ন্যায় সংসার-ঘানি টানিতে থাকিবে। কিন্তু ধর্ম্মের বন্ধনেও যে তাহা করা যায়, সে অভিজ্ঞতা সংসারীর নাই, কাজেই প্রচলিত বন্ধনের জন্য ব্যস্ত হন

ইত্যাদি। * * * অন্যান্য মঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবা।

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

পুঃ—তুমি বিবাহ কর বা না কর, কিন্তু আমার নির্দ্ধারিত কার্য্যে যৌগদান করা তোমার কর্ত্তব্য। বিবাহ করিলেও তাহাতে বাধা হইবে না জানিও। তবে তুমি নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকিতে চাও, সে হৃদয়-বল তুমিই বুঝিবা। আমি কোন আদেশ করিলাম না।

(৯২)

সারস্বত মঠ
৩১।৮।২৩

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

প্রিয় ল—, আমার মেয়ে ও তোমার মেয়ে ও ছেলের সহিত আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর এবং স্মু—, গো— ও তাদের বাসার সকলকে এবং অ— প্রভৃতিকে জানাইবে।

পত্রে অন্যান্য বিষয় যাহা লিখিয়াছ, তদুত্তরে কি লিখিব ?, আপন চিত্ত স্বাধিকারে আনিয়া শান্তি-প্রীতির উৎস খুলিয়া ফেলার উপযোগী সাধনা কিছুই করিতেছ না।

তোমাদের সাধনা—ভগবন্নির্ভরতা এবং অবলম্বন নাম। তবে ইহাতেও তাঁহার করুণা উপলব্ধি করা চাই। সময় সময় বুঝিলেও তাহা স্থায়িভাবে অনুভব করা চাই। অবশ্য করিবে

বহুদিন তোমার সহিত দেখা হয় নাই। আমি সত্বরই বাঙ্গালা দেশে যাইতেছি। বোধ হয় ৮।১০ দিনের মধ্যেই সৈয়দপুর পৌঁছিব, পরে অন্যান্য স্থানে যাইব। এবার বগুড়া যাইবারও বাসনা আছে। অত্র মঙ্গল। সকলকে এ সংবাদ জানাবে। সৈয়দপুর পৌঁছিয়া পত্র দিব। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৯৩)

সারস্বত মঠ

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। মা তোমার স্ত্রীকে লইয়া যে খেলা খেলিতেছেন, তাহা উদ্‌যাপনের সময় আসিয়াছে, আমিও মায়ের শেষ খেলা দেখিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছি। তিনি তোমাদের আদেশ দিয়াই একরূপ পরিচালিত করিতেছেন, সুতরাং তোমার স্ত্রীর ইচ্ছামতই ব্রত প্রতিষ্ঠা করা হইবে। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা সর্ব্বসেবার সার ও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার প্রাণের মত, মা-ও সেইরূপ

আদেশ দিয়াছেন। কুমারীপূজাও বিহিত। অবশ্য শাস্ত্রে সকল প্রকার ব্যবস্থাই আছে; তুমি তোমার সাধ্যানুসারে যথানিয়মে কার্য্য সম্পন্ন করিবে। মা যেরূপ আদেশ করেন, ঠিক তাহা যেন পালিত হয়। আশা আছে, মায়ের ইচ্ছায় সব মঙ্গল হইবে।

আমি চট্টগ্রাম যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু নানা কারণে ঘটিয়া উঠিল না। সেবকগণ ব্রহ্মদেশ যাইতেছে, আমি আশ্রমে না থাকিলে হইবে না। কুম্ভ দর্শনে যাইবার জন্য অনেক ভক্ত প্রার্থনা জানাইতেছে, সেজন্য মাঘ মাসেই আশ্রম ছাড়িতে হইবে। সুতরাং তৎপূর্ব্বে আর আশ্রম ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিব না। ব্রত প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আমাকে জানাইও, আমি উপস্থিত হইতে পারিলাম না।

চাকুরীর গোলযোগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তজ্জন্য চিন্তার কারণ নাই। বিশ্বাস রাখিও—ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত মানব একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। নির্দ্দোষীর সহায় ভগবান্—সুতরাং তাঁহার পদে মন রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও, কেহ তোমার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না। তবু যদি বিপদ্ আসে, সে বিপদ্ সম্পদের কারণ—প্রভুর দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীনিগমানন্দ

(৯৪)

মঠ
২০।১০।৩০

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্র পাইয়াছি, সু— ও স্ব—র অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছে। পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কিরূপ হয় তুমি বা সু— জানাইবা।

সম্মিলনীর মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল স্ব— আগামী পূর্ণিমাতে দেহত্যাগ করিবে। আজ ৫।৭ দিন যাবৎ ভক্তগণের পত্র পাইতেছি, তাহারা লিখিতেছে "বগুড়ার পত্রে জানিলাম আপনার কৃপায় স্ব— দাদা এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন। তিনি আরও ৪।৫ বৎসর জীবিত থাকিবেন।" অনেকে কারণও জানিতে চাহিতেছে। তাই আমি বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভবিষ্যতে শিষ্য-ভক্ত নিজের বা স্ত্রী-পুত্রের অসুখ হইলে এই নজির দেখাইয়া রোগ আরোগ্য বা বাঁচানের জন্য কান্দাকাটা করিবে, বিলক্ষণ অশান্তির কারণ হইবে সন্দেহ নাই। কাজেই তোমরা কাহাকেও পত্র লিখিলে সাবধানে ভাষা প্রয়োগ করিও। স্ব—র পূর্ণিমাতে দেহত্যাগ হইবে এ কথা আমি বলি নাই। তুমি একদিন রাত্রে স্ব—র কথা বলিতে বলিতে বলিয়াছিলে, স্ব— দাদা নিজে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার কর্ম্ম শেষ হইয়াছে; এই

পূর্ণিমাতে দেহত্যাগ হইবে। নিশ্চয় তাহা তোমার স্মরণ আছে। আমি কোনদিন বলি নাই যে ঠিক পূর্ণিমাতে তাহার দেহত্যাগ হইবে। আশ্রম ত্যাগের দিন দুই প্রহরে তোমার সাক্ষাতে স্ব—র সঙ্গে কথা হয়। কিরূপে মৃত্যু হইতে পারে এবং তৎসময়ে কর্ত্তব্য কি, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আসি। কাজেই আমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আমি তোমার উপর ভার দিব। কেহ পত্র লিখিলে তুমি সত্য কথা জানাবে, অর্থাৎ লিখিও—"ঠাকুর পূর্ণিমাতে দেহ-ত্যাগ হইবে বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, এবং তাঁহার কৃপায় ২।৪ বৎসর বাঁচিয়া গেল তাঁহাও জানান নাই। এ সমস্তই স্ব—র অনুভূতি।" দোহাই বাপু! অনর্থক আমার মহিমা প্রচার করিয়া আমার অশান্তি বাড়াইও না। আমি আব কখন কোন কথা বলিব না। মিথ্যা কথার ঢোল বাজাইয়া আমাকে অপদস্থ করিও না। চি—, গো— আপনি আসি-য়াছিল, না স্ব—র কথায় তোমরা কেহ পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা আমি জানিতে চাই।

শ্রীমান্ ল—র পত্র ও প্রেরিত গুড় পাইয়াছি। আমি আর ল—কে পৃথক্ পত্র দিলাম না, তুমি তাহাকে সংবাদ দিবা। অত্র কুশল। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৯৫)

শান্তি আশ্রম

১৪।১১।১৯

প্রিয় সু—,

আমি পৌষ মাসের প্রথম ভাগে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থান পর্য্যটনান্তে গত পরশ্ব দিবস সোমবার আশ্রমে পৌঁছিয়াছি, এবং তোমার পত্র প্রাপ্তে অবগত হইয়াছি। এ জগতে স্বার্থপরতাই একমাত্র ভীষণ নরকের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বার্থে আঘাত লাগিলে কেহ আপনার হয় না। বৎস! একমাত্র ভগবান্ নিরপেক্ষ; পরের জন্য—তোমার আমার জন্য ব্যাকুল। কিছুই চাহেন না। জীব তাঁহাকে ভুলিয়া স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত! পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন আর বেশী কথা কি? আশা করি তুমি তাঁহাকে কোন অবস্থায় ভুলিবে না। আশা করি শান্তি ও নিরুদ্বেগে তাঁহার নাম গান করিবে। অত্র মঙ্গল। মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৯৬)

শান্তি আশ্রম
৮।১।২১

কল্যাণবরেষু—

প্রিয় অ—, প্রাণায়ামে তুমি অগ্রসর হইতে পারিতেছ না, তাহা আমি বহু পূর্ব্বে বুঝিয়াছি। প্রাণায়াম দৈহিক ক্রিয়া, অথচ ১ বৎসরে তোমার দেহের কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই। ৬ মাস প্রাণায়াম করিলে নূতন ভাবে শরীর গঠিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তোমার চেষ্টা-যত্ন কম। নিদ্রালস্য ছাড়িতে পার না; সর্ব্বদা যোগীর ভাবে ব্যবহার কর না; চলা, বলা, বসা কিছুতেই তুমি যোগের ভাব রক্ষা কর না; অথচ যোগী হইবার বাসনাও ছাড়িতে পারিতেছ না। আমার নিয়ম——শিষ্যের মধ্যে আত্মবুদ্ধি থাকিতে আমি তার শ্রেয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়া দিব না। যখন সম্পূর্ণ আমাতে নির্ভর করিবে, তখন আমি তাহার লক্ষ্য নির্ব্বাচন করিয়া দিব।

তোমার পত্রের মর্ম্মে বুঝিলাম তুমি সব পথই একবার নাড়িয়া দেখিতে চাও। যোগের ন্যায় কালে তুমি বেদান্ত-শাস্ত্রেরও অনধিকারী বুঝিবে। সুতরাং সাবধান হও, সকল ছাড়িয়া ভক্তি-মার্গ অবলম্বন কর। তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাতে সব সমর্পণ করিয়া কেবল নাম লইতে অভ্যাস কর। একমাত্র জপ দ্বারা যোগ; জ্ঞান ও ভক্তির ফল লাভ করিতে পারিবে। যো——, সু—— ও রা—— প্রভৃতি আমোদ-

আহ্লাদের সহিত যে অনুভূতি পাইতেছে, তাহা যোগ বা বেদান্তের আলোচনায় প্রাপ্ত হওয়া সুদূরপরাহত। তুমি নিজে যখন ভিন্ন পথ নির্ব্বাচন করিয়াছ, তখনই তাহাদের হইতে সরিয়া পড়িয়াছ। সেইজন্য আশ্রমেও তাহাদের সহিত একত্র থাকার সুযোগ সুবিধা হয় নাই। যাহা হউক তুমি এক্ষণে একমাত্র জপই অবলম্বন কর। জপেও সমাধি লাভ হইয়া থাকে। যোনিমুদ্রা যোগে ঐরূপ জপ করিও। অন্য সময় মালায় জপ করিতে ইচ্ছা হইলে এক গাছি মালা গাঁথিয়া বিশ্বেশ্বরকে স্পর্শ করাইয়া লইলেই শোধন হইবে। অজপা জপ অভ্যাস করিলে মালার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ মালার মন্ত্র দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন। তুলসী মালাতে 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি তারক ব্রহ্মনাম জপই প্রকৃত ব্যবস্থা। জপের লক্ষ্য জ্ঞান বা প্রেম একটা নির্ব্বাচন করিয়া লইও। আর সেবাকার্য্য সহজ নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ সেবক হইতে পারে না। সন্ন্যাসীই প্রকৃত সেবকের আদর্শ। ব্রাহ্মণত্ব নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণসন্তান অপরের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারে না। যে ছোট, সে কি ছোটর সেবা করিতে পারে? কাজেই জগৎ-সেবক ব্রাহ্মণ আজ সকলের সর্ব্বনাশ করিয়া আত্ম-সেবায় মন দিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণ আজ জগতের নিকট ঘৃণিত! সুতরাং সেবাকার্য্য সহজ নহে, উচ্চাধিকারী ব্যতীত সেবাধর্ম্মে অন্যের অধিকার নাই। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের একত্র সমাবেশ এবং তাহাদের পরিপুষ্টি

হইলে তবে সেবা-ধর্ম্মে অধিকার হয়। সুতরাং সেবা-ধর্ম্ম মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। জীব প্রথম হইতে এ আদর্শ-জীবন গঠন করিয়া ইহ-পরকালে শাশ্বতী শান্তির অধিকারী হইতে পারে। যাহা হউক তুমি যাহা স্থির করিবে আমায় জানাইও। আশ্রমের মঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

(৯৭)

সারস্বত মঠ
১।৭।২১

স্নেহাস্পদেষু—

বৎস! সম্মুখে স্নিগ্ধ আলো বিকশিত। সে আলোতে সুপ্রশস্ত অনেক পথ দেখিতে পাইতেছি, সুতরাং আমার ও আমার বলিতে যারা আছে তাদের আর জড়তার সময় নাই। প্রতি ভাইকে হাতে ধরিয়া কাঁধে করিয়া মায়ের কোলে তুলিয়া দিতে হইবে! রজোগুণের ধ্বংসে পৃথিবীব্যাপী সাত্ত্বিকগুণের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুর কার্য্য গুরুতর-রূপে বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। আর অনুতাপ, অনুশোচনার সময় নাই। কেবল মা মা মা রবে মায়ের ছেলের স্বরূপ জানাও।

 —১০খ

গো— ও ল—র পত্র পাইয়াছি। সমষ্টিভাবে অনুপ্রাণিত, ব্যষ্টির কথা কিছু লিখিতে পারিলাম না। তবে সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

পুঃ—এইমাত্র গো——র চিঠি পাইলাম। তাহাকে বলিবা সে যত বোকা ও ক্ষুদ্র হউক তবু আমার সন্তান। তবে অনুশোচনা কিসের ?

(৯৮)

পুরী

তাং ২৩-১২-৩৫

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়াছি। চঞ্চলতাই মনের স্বভাব, প্রারব্ধানুযায়ী সময় সময় কম বেশী হয় মাত্র। তোমরা যখন সংসারী, তখন মাঝে মাঝে বিপদ্ বা অশুভ ঘটনার মধ্যে পড়িতে হইবে বৈ কি ? সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অবস্থার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাই পাকা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। কোন অবস্থাতেই মুহ্যমান হইলে চলিবে না, বীরের ন্যায় প্রস্তুত থাকিতে হইবে। রামকৃষ্ণ বলিতেন—"ছেলে বাবার

হাত ধরিয়া চলিলে সঙ্কীর্ণ পথে ছেলে পড়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বাবা ছেলের হাত ধরিয়া চলিলে আর সে ভয় থাকে না।" বৎস! আমিও যে তোদের হাত ধরিয়াছি, সুতরাং নিরাশ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে জপে স্পৃহা না থাকিলেও আমার আদেশ মনে করিয়া অভ্যাস ঠিক রাখিও,—আপনা হইতে শান্তি আসিয়া সেবা করিবে। তোমরা যে মাঝে মাঝে দুর্ব্বলতা অনুভব কর, সেটা প্রারব্ধেরই অবশ্যম্ভাবী ফল; মূলে তোমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই।

সে ঔষধটী প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু কোন ফলই এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না। বেদনা সমান ভাবে আছে। একবার দার্জ্জিলিং বেড়াইয়া আসি, দেখি কিরূপ হয়। শীঘ্রই দার্জ্জিলিং রওনা হইব। অত্র অন্যান্য কুশল। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ

(৯৯)

পুরী

১০।১০।৩২

স্নেহাস্পদেষু—

গতকল্য তোমার ও অন্য ব—র পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া প্রীতি লাভ করিলাম। এতদিন আমি

তোমাদের যেরূপ ভালবাসিয়া আসিতেছি, পত্রেও তোমাদের সেই ভাবের পরিচয় আছে। অকস্মাৎ পূর্ব্বের রিপ্লাই কার্ড-খানা পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। তবে পত্রখানা যে ব—র প্রাণের অভিব্যক্তি নহে, তাহা অবশ্য বুঝিতে ভুল করি নাই। কোন্ শিষ্য বিরোধী হইল, কে আমার নাম লইতে জ্বলিয়া ওঠে, এসব কথা ব—র লিখিবার প্রয়োজন কি? বিশেষ তাহার এসব অনধিকার চর্চ্চা। আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখ, পরের চর্চ্চা কেন? বিশেষতঃ তোমাদের অধিকার বুঝিয়া তদনুরূপ উপদেশ দিয়া আসিতেছি। গত-বার ...... গিয়া এবং এবার ময়নামতীতে যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আজিও আমার তাহা বেশ স্মরণ আছে। তবে সহসা এরূপ পত্র লিখিবার কারণ কি ভাবিয়া পাই নাই। "কেহ কোন বিশেষ অবস্থা লাভ করিবে কি না, একদিনেই হইয়া যাইবে না কি" এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্র লিখিতে ...... কেন, সমগ্র বাঙ্গালার কোন ভক্তের দাবী আছে কি? ..... ভক্তগণ মধ্যে এমন ত্যাগী, বিবেকী সাধক কেহ আছে বলিয়া জানি না। বরং তাহারা সর্ব্বা-পেক্ষা মূঢ়, অনাচারী ও অসংযত বলিয়াই আমার ধারণা। তবে কেহ কেহ আমাকে ভালবাসে এবং আমারই দয়া-কৃপার ভিখারী। "বিষ নাই কুলাপানা চক্কর!" চিঠিখানাতেও সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। নতুবা ভিখারীর এরূপ স্পর্দ্ধা কেন? তোমরা ত চিঠিপত্রে এ পর্য্যন্ত নিজেদের

দৈন্যই জানাইয়া আসিয়াছ, কখনও এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর নাই। (চিঠিখানা পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইলাম না। যদি পাই, রাখিয়া দিব।) যাক্ চিঠিখানা যে ব— বা তোমার লেখা নহে, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। তবে তাহার নামের চিঠি, তাই তাহাকেই উত্তর দিতে হইয়াছে। তোমরা প্রেমভক্তিলাভেচ্ছু অন্তরঙ্গ ভক্ত, তোমাদের দৈন্যভরা পত্রে আমার প্রাণ গলিয়া যাইবে, করুণার উৎস উৎসারিত হইবে, না তৎপরিবর্ত্তে পত্রপাঠে বিরক্তিতে হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। হায় রে কপাল! তাহা আবার ব—র পত্রে। যাক্ সংশয় মিটিয়াছে। আমার রূঢ় পত্রে যদি বেদনা পাইয়া থাক, তবে ভুলিয়া যাও। চিরকাল যাহা বলিয়া আসিয়াছি—আবারও বলিতেছি, যাহারা আমাকে 'আমার' বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া শরণ লইয়াছে, তাহাদের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমিও মুক্ত হইব না। যাহারা ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে পারিবে না, তাহারা আমা অপেক্ষা শক্তি সম্পন্ন গুরুর শরণ লউক, আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইব না। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের শুভ বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হউক, অভিমান যেন লক্ষ্যচ্যুত না করে। অত্র মঙ্গল। অন্য পত্র খানা শ্রীমান্ ঈ—কে দিবা। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীনিগমানন্দ।

(১০০)

পুরী
২৮-১২-৫৭

স্নেহাস্পদেষু—

পরম শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

তোমার পত্রখানা যথাসময়েই পেয়েছি। তার ২।৩ দিন আগেই শ্রীমান্ হ— রওনা হইয়া গিয়াছিল, তাহার নিকটেই এখানকার সংবাদ অবগত হইবে ভাবিয়া আর উত্তর দিই নাই। পুরী আসিয়া অবধি শ্বাসকষ্টটা একটু কমিয়াছিল, কিন্তু পেশীতে বাতের আক্রমণ হওয়ায় দৈহিক কষ্ট বাড়িয়াছে। বাম হাতটী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, কোন দিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে বা ঊর্দ্ধ দিকে তুলিতে পারি না। কোন কারণে একটু ঝাঁকি লাগিলেই অসহ্য বেদনা হয়। দেহের অন্যান্য অঙ্গেও ক্রমশঃ অনুভব করিতেছি। জানি— চিকিৎসায় ফল হবে না, তবু এটা ওটা ব্যবহার করিতেছি। ভগ্ন স্বাস্থ্য ও রুগ্ন দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা, ক্রমশঃ দেহটা দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কোন উপায় নাই— মালিকের ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করিতেছে। যাক্— তোমরা সুখে আছ, আনন্দে আছ জানিলেও কতকটা তৃপ্তিতে থাকিতে পারি। কিন্তু অপূর্ণ জগতে ব্যবহারিক পরিপূর্ণ শান্তি কাহারও নাই। যাক্—আমার দেহটা রুগ্ন হইয়া

পড়িলেও তোদের হাতে ধ'রে জোর করে নিত্যানন্দ ধামে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি যথেষ্টই আছে! নিশ্চিন্তে যতটুকু পার সংসার ভোগ করিয়া লও। তবে নির্ভরতাটুকু থাকে যেন। অন্যান্য কুশল। তোমরা সকলে (আশ্রমী ও গৃহী) আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীনিগমানন্দ

সমাপ্ত